

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

- প্রকাশনায় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, মূল্যায়ণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ
৯২-৯৩ মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ওয়েব সাইট: www.ddm.gov.bd
- পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা : মোঃ আতিকুল হক
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- সার্বিক তত্ত্বাবধান : মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম
পরিচালক (মুওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- সম্পাদনা : মোঃ শাহাবুদ্দিন
উপপরিচালক(মুওপ-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ আলাউদ্দীন
উপপরিচালক(মুওপ-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- সার্বিক সহযোগিতা ও অলংকরণ : রাশেদুল আলম
ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক(মুওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নম্বর	
১	মুখবন্ধ	i	
২	ভূমিকা	ii	
৩	প্রশাসন অনুবিভাগ		
	i.	জনবলকাঠামো	১
	বাজেটবরাদ্দ		
	i.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়	২-৪
	ii.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়	৫-৬
iii.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৭-৮	
৪	কাবিখা অনুবিভাগ		
	কাবিখা অনুবিভাগের কার্যক্রম		
		কাবিখা কর্মসূচির তথ্যাদি	৯-১৯
		বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্যাদি	২০-২৭
	টিআর অনুবিভাগের কার্যক্রম		
		বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্যাদি	২৮-৩৬
		টিআর কর্মসূচির তথ্যাদি	
		সোলার সিস্টেম/ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	৩৭-৪৭
	গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	৪৮-৫৫	
	ইজিপিপি	৫৬	
৫	মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ	৫৭-৫৮	
৬	ভিজিএফ অনুবিভাগ	৫৯-৬০	
৭	ত্রাণ অনুবিভাগ	৬১-৭৮	
৮	প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অনুবিভাগ	৭৯-৮৫	
৯	এমআইএম অনুবিভাগ	৮৬-৮৭	
১০	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ	৮৮-৮৯	
১১	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ত্রাণ কার্যক্রম	৯০-৯৪	
১২	মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৯৫-৯৭	
১৩	বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ :		
	i.	গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৯৮-১১১
	ii.	বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১১২-১২৪
	iii.	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১২৫-১৩০
	iv.	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প	১৩১-১৩৩
	v.	গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোনবন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৩৪-১৩৮
	vi.	The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP)	১৩৯
	vii.	Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প	১৪০-১৪৫
	viii.	মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প	১৪৬-১৫০
	ix.	জেলা ত্রাণ গুদাম কাম- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১৫১-১৫২
x.	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ*	১৫৩-১৫৯	

মুখবন্ধ

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটির আবির্ভাব হয় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে। ভৌগোলিক অবস্থান, জয়বায়ু পরিবর্তন ও জনসংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদী ভাঙ্গন, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়ই ঘটে থাকে। ভূ-প্রকৃতিগত কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিতেও রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি মানুষের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের জনবল দুর্যোগ সহনীয় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কর্মসূচি সমূহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে নগদ অর্থ এবং খাদ্য-বস্ত্র সহায়তা ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি,আর), অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নামক তিনটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিত কার্যক্রম, ভিজিএফ ও ত্রাণ কর্মসূচি নামক দুইটি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ১০ টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পগুলো হলো গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্যে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প, উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প, The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) প্রকল্প, Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relife Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প, মুজিব কিল্লা নির্মাণ সংস্কার ও উন্নয়ন” প্রকল্প, জেলা ত্রাণ গুদাম কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যক্রম সংক্রান্ত এ প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, জরুরি সাড়া প্রদান কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির অর্জিত ফলাফল এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অধিদপ্তরের কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং এ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি সম্পর্কে সকলে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন বলে আমি মনে করি। মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনুবিভাগের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনায় যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(মোঃ আতিকুল হক)

মহাপরিচালক

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাধিক্য উন্নয়নশীল দেশ। ভূ-প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। একদিকে জনসংখ্যার চাপ অন্য দিকে প্রতিনিয়ত দুর্যোগ মোকাবেলা দেশের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত ইত্যাদি দুর্যোগ জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত হানছে। সরকারের সময়পোযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ দৃঢ়তার সাথে গ্রহণের ফলে দেশ আজ শতদুর্যোগের মাঝেও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার এবং গৃহীত যাবতীয় কর্মকান্ড যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের পর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, সমন্বিত ও শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সাবেক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে একত্রিত করে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কর্মসূচি। এ ছাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগগোত্তর অবস্থা মোকাবিলা, ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ এলাকায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচি, এইচবিবি, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ, তালগাছ রোপন, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যারাক হাউস নির্মাণ ও উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং মুজিব কিল্লা নির্মাণ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ক) দক্ষ জনবল এবং একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা;
- খ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ;
- গ) সরকার কর্তৃক গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দুঃস্থ মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- ঙ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি, ভিজিএফ সহায়তা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা;
- চ) গ্রামীণ সমতল ও পাহাড়ি এলাকায় ছোট ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, যাতায়ত সহজীকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে এরূপ স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি করা;
- ছ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন, দুর্যোগগোত্তর ত্রাণ কার্যক্রম এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- জ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সম্পদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ঝ) বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- ঞ) আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও মানচিত্র প্রণয়ন, জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র পরিচালনা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা;
- ট) অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়নসহ এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

প্রশাসন অনুবিভাগ

১.১ জনবল কাঠামো

একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২তে নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি হওয়ার পর অধিদপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো তৈরির নিমিত্তে জনবল কাঠামোর একটি খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা কাঠামোতে সর্বমোট ২,৭১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে; তা নিম্নের ছকে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও শ্রেণি	পদের সংখ্যা
১.	মহাপরিচালক	০১
২.	পরিচালক	০৮
৩.	উপপরিচালক	১৯
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী	০২
৫.	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০২
৬.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	৬৪+০৪ (অকার্যকর)=৬৮
৭.	সহকারী পরিচালক	১৩
৮.	কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট	০১
৯.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
১১.	সহকারী প্রকৌশলী	০২
১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি)	২০০
১৩.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৩০৭
১৪.	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	১,৩৮৯
১৫.	৪র্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী	৬৯৭
	সর্বমোট=	২,৭১২

১.২ বাজেট বরাদ্দ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুভোলিত অর্থের বিবরণ
১৪৯০২০১-প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুভোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১১০১-মূল বেতন (অফিসার)	৬,৭৯,০০	৬,৭৯,০০	৪,৭৯,১৪	১,৯৯,৮৬	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	৪,৯৫,৫০	৪,৯৫,৫০	৪,৪৭,৮৫	১,৪৭,৬৫	
৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা	১,৫০	১,৫০	২,২৭		-৭৭
৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা	৫,০০	৫,০০	৪,৫০	৪,৯৮	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	১৮,৩০	১৮,৩০	১৫,৬২	২,৮৫	
৩১১১৩১০-বাড়ীভাড়া ভাতা	৪,১০,৫০	৪,১০,৫০	৩,৫১,৭৫	৫৮,৭৫	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	৪৯,৩৫	৪৯,৩৫	৩৯,৫৭	৯,৭৮	
৩১১১৩১২-মোবাইল/সেলফোন ভাতা	২,৯০	২,৯০	২,২৬	৬৪	
৩১১১৩১৩- আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৫,৫০	৫,৫০	৪,৮০	৭০	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	৫,৭৫	৫,৭৫	৩,০১	২,৭৪	
৩১১১৩১৬-ধোলাই ভাতা	১,৯৫	১,৯৫	৭৬	১,১৯	
৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা	১,৬৫,৩৫	১,৬৫,৩৫	১,২৫,৬৫	৩৯,৭০	
*৩১১১৩২৭-অধিকাল ভাতা	৯৫,৫০	৯৫,৫০	৭০,৮৬	২৪,৬৪	
৩১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩৪,২৫	৩৪,২৫	২২,৯১	১১,৩৪	
৩১১১৩৩১-আপ্যায়ন ভাতা	১,৫০	১,৫০	৮৫	১,১১	
৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা	২৫,০০	২৫,০০	১৫,০৪	৯,৯৬	
৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫,৫০	১৫,৫০	১২,০৬	৩,৪৪	
৩১১১৩৩৮-অন্যান্য ভাতা	২,৩০	২,৩০	৩৮	১,৯২	
উপমোট-নগদ মঞ্জুরী ও বেতনঃ	২০,১৪,৬৫	২০,১৪,৬৫	১৪,৯৮,৮৩	৫,১৫,৮২	
৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৩,০০	৩,০০	২,৯৬	০৪	
৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়	১২,০০	১২,০০	৭,৩৮	৪,৬২	
৩২১১১১০-আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫,০০	৫,০০	৬০	৪,৪০	
*৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১৫,০০	১৫,০০	০	১৫,০০	
*৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	৩৬,০০	৩৬,০০	২৫,৯১	১০,০৯	
৩২১১১১৪-উপযোগ সেবা (Utility service) চার্জ	১,০০	১,০০	৪৭	৫৩	
*৩২১১১১৫- পানি	৭,০০	৭,০০	৫,২৭	১,৭৩	
৩২১১১১৬-কুরিয়ার	১,০০	১,০০	০	১,০০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুলোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	২০,০০	২০,০০	৩,৯৬	১৬,০৪	
*৩২১১১১৯-ডাক	৪,০০	৪,০০	০	৪,০০	
*৩২১১১২০-টেলিফোন	৬,০০	৬,০০	২,২৫	৩,৭৫	
*৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৫,০০	১৫,০০	১২,৯৩	২,০৭	
৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	১,০০	১,০০	৪২	৫৮	
৩২১১১৩০-যাতায়াত ব্যয়	৩,৪৫	৩,৪৫	৩,৪৩	০২	
৩২১১১৩১ -আউট সোর্সিং	১,৩০,০০	১,৩০,০০	১,২৩,৩১	৬,৬৯	
৩২১১১৩৪ শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৫২,০০	৫২,০০	৩৭,৫০	১৪,৫০	
উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	৩,১১,৪৫	৩,১১,৪৫	২,২৬,৩৯	৮৫,০৬	
৩২২১১০২- লাইসেন্স ফি	৫,০০	৫,০০	০	৫,০০	
৩২২১১০৫- টেক্সট ফি	৮,০০	৮,০০	৯,২০	-	-১,২০
৩২২১১০৭- অনুলিপি ব্যয়	৪,০০	৪,০০	১৮	৩,৮২	
উপমোট- ফি, চার্জ ও কমিশন	১৭,০০	১৭,০০	৯,৩৮	৮,৬২	-১,২০
৩২৩১৩০১- প্রশিক্ষণ	৩,০০,০০	৩,০০,০০	৯৬,৬০	২,০৩,৪০	
উপমোট-প্রশিক্ষণঃ	৩,০০,০০	৩,০০,০০	৯৬,৬০	২,০৩,৪০	
৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৬১,০০	৬১,০০	৬০,৯৯	০১	
৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	৭০,০০	৭০,০০	৫১,৩১	১৮,৬৯	
উপমোট-পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্টঃ	১,৩১,০০	১,৩১,০০	১,১২,৩০	১৮,৭০	
৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয়	৮০,০০	৮০,০০	৩৯,৩৪	৪০,৬৬	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলীঃ	৮০,০০	৮০,০০	৩৯,৩৪	৪০,৬৬	
৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	১০,০০	১০,০০	৩,৮২	৬,১৮	
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই	৬,০০	৬,০০	৫,৭৫	২৫	
৩২৫৫১০৪- ষ্ট্যাম্প ও সীল	৫০	৫০	১৭	৩৩	
৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	২০,০০	২০,০০	১১,৬৭	৮,৩৩	
উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৩৬,৫০	৩৬,৫০	২১,৪১	১৫,০৯	
৩২৫৬১০১-সাধারণ সরবরাহ	০	০			
২৫৬১০৬- পোশাক	৮,০০	৮,০০	২,৫৬	৫,৪৪	
উপমোট- সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	৮,০০	৮,০০	২,৫৬	৫,৪৪	
৩২৫৭১০৩-গবেষণা ব্যয়	৩,০০	৩,০০	০	৩,০০	
৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২৫,০০	২৫,০০	১৬,৯৩	৮,০৭	
উপমোট-পেশাগত সেবা সন্ধানী ও বিশেষ ব্যয়ঃ	২৮,০০	২৮,০০	১৬,৯৩	১১,০৭	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুলোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০১-মোটরযান	৪৫,০০	৪৫,০০	৩৪,৬৭	১০,৩৩	
৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র	১,৫০	১,৫০	৭০	৮০	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	৩,০০	৩,০০	৯৪	২,০৬	
৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,০০	২,০০	১,৯২	০৮	
৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন	৮০,০০	৮০,০০	২০,৭৫	৫৯,২৫	
***৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৪,১০,৬৫	৪,১০,৬৫	৩,৩১,৮৮	৭৮,৭৭	
৩২৫৮১১৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	৮০	৮০	৩০	৫০	
৩২৫৮১১৯-বৈদ্যুতিক স্থাপনা	১,০০	১,০০	১৮	৮২	
৩২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,০০,০০	১,০০,০০	৯২,৩০	৭,৭০	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	৬,৪৩,৯৫	৬,৪৩,৯৫	৪,৮৩,৬৪	১,৬০,৩১	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১৫,৫৫,৯০	১৫,৫৫,৯০	১০,০৮,৫৫	৫,৪৮,৫৫	-১,২০
*৩৮২১১০২- ভূমি উন্নয়ন কর	১৫,৫০	১৫,৫০	০	১৫,৫০	
*৩৮২১১০৩-পৌর কর	৮,৬০	৮,৬০	০	৮,৬০	
উপমোট-আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়ঃ	২৪,১০	২৪,১০	০	২৪,১০	
উপমোট-আবর্তক ব্যয়ঃ	৩৫,৯৪,৬৫	৩৫,৯৪,৬৫	১০,০৮,৫৫	৫,৭২,৬৫	
৪১১২১০১-মোটরযান	৩,০৫,৩৫	৩,০৫,৩৫	০	৩,০৫,৩৫	
৪১১২২০১-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	১৫,০০	১৫,০০	০	১৫,০০	
৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	৫,৭৫	৫,৭৫	৫,৭১	০৪	
৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫,৭৫	৫,৭৫	৪৮	৫,২৭	
৪১১২৩০৫-অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৩,০০	৩,০০	২,০৮	৯২	
৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	৩,৫০	৩,৫০	২,৭৯	৭১	
৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৭,০০	৭,০০	০	৭,০০	
উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	৩,৪৫,৩৫	৩,৪৫,৩৫	১১,০৬	৩,৩৪,২৯	
উপমোট-অর্থিক সম্পদঃ	৩,৪৫,৩৫	৩,৪৫,৩৫	১১,০৬	৩,৩৪,২৯	
মোট প্রধান কার্যালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	৩৯,৪০,০০	৩৯,৪০,০০	২৫,১৮,৪৪	১৪,১২,৭৬	-১,২০

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুভোলিত অর্থের বিবরণ
১৪৯০২০২-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ	অবশিষ্ট/অনুভোলিত অর্থ	ibas++ ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১০১-মূলবেতন (অফিসার)	৭,০৬,২১	৭,০৬,২১	৪,৮৩,৩৫	২,২২,৮৬	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	১০,৭০,০০	১০,৭০,০০	৬,৭৯,৬০	৩,৯০,৪০	
৩১১১৩০১- দায়িত্ব ভাতা	২,০৫	২,০৫	৭৫	১,৩০	
৩১১১৩০২- যাতায়াত ভাতা	২,৩০	২,৩০	২,০৯	২১	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	৩৫,০০	৩৫,০০	২৪,২৮	১০,৭২	
৩১১১৩০৯- পাহাড়ি ভাতা	১২,০০	১২,০০	৫,০৩	৬,৯৭	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	৪,৭৩,০০	৪,৭৩,০০	৩,৯০,০০	৮৩,০০	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	১,১৫,০০	১,১৫,০০	৬৪,৭৬	৫০,২৪	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	১৮,০০	১৮,০০	৬,৭৯	১১,২১	
৩১১১৩১৬- ধোলাই ভাতা	৩০,০০	৩০,০০	২,০৭	২৭,৯৩	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	২,৩৫,০০	২,৩৫,০০	১,৫৯,২৬	৭৫,৭৪	
৩১১১৩২৭- অধিকাল ভাতা	১,৪১,২০	১,৪১,২০	১,৩৬,৭৭	৪,৪৩	
০১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৪০,০০	৪০,০০	২৩,৮৯	১৬,১১	
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	১,০০	১,০০	০	১,০০	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৫,১৫	২৫,১৫	১৬,১৩	৯,০২	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	২,০০	২,০০	৭	১,৯৩	
৩১১১৩৪৩-হাওর/দ্বীপ/চরভাতা	২০,০০	২০,০০	০	২০,০০	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতনঃ	২৯,২৭,৯১	২৯,২৭,৯১	১৯,৯৪,৮৪	৯,৩৩,০৭	
উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদান(compensation)	২৯,২৭,৯১	২৯,২৭,৯১	১৯,৯৪,৮৪	৯,৩৩,০৭	
৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	২,০০	২,০০	১,০৩	৯৭	
৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২৮,৫০	২৮,৫০	০	২৮,৫০	
৩২১১১১৯- ডাক	২,০০	২,০০	১,২৭	৭৩	
৩২১১১২০- টেলিফোন	১২,০০	১২,০০	৪,৯৬	৭,০৪	
উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়:	৪৪,৫০	৪৪,৫০	৭,২৬	৩৭,২৪	
৩২৪৩- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট					
৩২৪৩১০১- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৬০,০০	৬০,০০	৬২,৮১	-	-২,৮১
উপমোট- পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট:	৬০,০০	৬০,০০	৬২,৮১	-	-২,৮১
৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি					
৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয়	১,২০,০০	১,২০,০০	৯৫,৯৭	২৪,০৩	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	১,২০,০০	১,২০,০০	৯৫,৯৭	২৪,০৩	
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	২৩,০০	২৩,০০	২২,৩৩	৬৭	
৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৭০,০০	৭০,০০	৬৯,২৭	৭৩	
উপমোট-মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৯৩,০০	৯৩,০০	৯১,৬০	১,৪০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ	অবশিষ্ট/অনুলোলিত অর্থ	ibas++ ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩২৫৬-সাধানন সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী					
৩২৫৬১০৬- পোশাক	১০,০০	১০,০০	৭,৯০	২,১০	
উপমোট-সাধানন সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	১০,০০	১০,০০	৭,৯০	২,১০	
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০১-মোটরযান	৩০,০০	৩০,০০	২৭,৩৫	২,৬৫	
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	১০,০০	১০,০০	৯,৭৪	২৬	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	২৫,০০	২৫,০০	২৩,১৫	১,৮৫	
উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণঃ	৬৫,০০	৬৫,০০	৬০,২৪	৪,৭৬	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	৩,৯২,৫০	৩,৯২,৫০	৩,২৫,৭৮	৬৯,৫৩	-২,৮১
৩৮-অন্যান্য ব্যয়					
৩৮২১-আবর্তক স্টানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধ নয়:					
*৩৮২১১০২- ভূমি উন্নয়ন কর	৫০,০০	৫০,০০	১২,৩২	৩৭,৬৮	
উপমোট- আবর্তক স্টানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ নয়:	৫০,০০	৫০,০০	১২,৩২	৩৭,৬৮	
উপমোট-অন্যান্য ব্যয়ঃ	৪,৪২,৫০	৪,৪২,৫০	৩,৩৮,১০	১,০৭,২১	-২,৮১
উপমোট- আবর্তক ব্যয়:	৩৩,৭০,৪১	৩৩,৭০,৪১	২৩,৩২,৯৪	১০,৪০,২৮	-২,৮১
৪০-মূলধন ব্যয়					
৪১-আর্থিক সম্পদ					
৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩৩,২০	৩৩,২০	২৬,০০	৭,২০	
উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	৩৩,২০	৩৩,২০	২৬,০০	৭,২০	
মোট-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়	৩৪,০৩,৬১	৩৪,০৩,৬১	২৩,৫৮,৯৪	১০,৪৭,৪৮	-২,৮১

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুলোপিত অর্থের বিবরণঃ

১৪৯০২০৩-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুলোপিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১০১-মূলবেতন (অফিসার)	২১,০০,০০	২১,০০,০০	১২,৯৬,৩০	৮,০৩,৭০	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	১৭,১৫,০০	১৭,১৫,০০	৯,২৬,৯৮	৭,৮৮,০২	
৩১১১৩০১- দায়িত্ব ভাতা	১,৯০	১,৯০	০	১,৯০	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	১,১৫,৯৫	১,১৫,৯৫	৪০,৭৯	৭৫,১৬	
৩১১১৩০৯- পাহাড়ি ভাতা	৪৫,০০	৪৫,০০	১২,০৫	৩২,৯৫	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	১১,৫৫,০০	১১,৫৫,০০	৮,৪৪,৫৯	৩,১০,৪১	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	২,১০,০০	২,১০,০০	১,৩৬,৩৭	৭৩,৬৩	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	২৬,০০	২৬,০০	৭,৫৬	১৮,৪৪	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	৬,১০,০০	৬,১০,০০	৩,৩৯,৬৫	২,৭০,৩৫	
০১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৯৬,০০	৯৬,০০	২৭,৭২	৬৮,২৮	
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২,০০	২,০০	০	২,০০	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭০,০০	৭০,০০	৩৩,৬৬	৩৬,৩৪	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	১,০০	১,০০	৮	৯২	
৩১১১৩৪৩-হাওড়/দ্বীপ/চরভাতা	২৫,০০	২৫,০০	৮,২১	১৬,৭৯	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতনঃ	৬১,৭২,৮৫	৬১,৭২,৮৫	৩৬,৭৩,৯৭	২৪,৯৮,৮৮	
উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদানঃ (Componsonation)	৬১,৭২,৮৫	৬১,৭২,৮৫	৩৬,৭৩,৯৭	২৪,৯৮,৮৮	
*৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৮০,০০	৮০,০০	৪৫,৩৪	৩৪,৬৬	
৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিক্স	১,৩৫,০০	১,৩৫,০০	০	১,৩৫,০০	
*৩২১১১১৯- ডাক	২,০০	২,০০	৮৬	১,১৪	
*৩২১১১২০- টেলিফোন	৫০,০০	৫০,০০	১০,৯৬	৩৯,০৪	
৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং	৮,৭০,০০	৮,৭০,০০	৮,৫৩,৫৮	১৬,৪২	
উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	১১,৩৭,০০	১১,৩৭,০০	৯,১০,৭৫	২,২৬,২৫	
৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি					
৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয়	৫,৫০,০০	৫,৫০,০০	৪,৮৫,৮৭	৬৪,১৩	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	৫,৫০,০০	৫,৫০,০০	৪,৮৫,৮৭	৬৪,১৩	
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	২৫,০০	২৫,০০	২৩,৬২	১,৩৮	
৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৪,০০,০০	৪,০০,০০	৩,৮৯,৯৮	১০,০২	
উপমোট-মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৪,২৫,০০	৪,২৫,০০	৪,১৩,৬০	১১,৪০	
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	৪০,০০	৪০,০০	৩৮,০৬	১,৯৪	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	১,২০,০০	১,২০,০০	১,০৪,৪২	১৫,৫৮	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১,৬০,০০	১,৬০,০০	১,৪২,৪৮	১৭,৫২	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	২২,৭২,০০	২২,৭২,০০	১৯,৫২,৭০	৩,১৯,৩০	
উপমোট- আবর্তক ব্যয়ঃ	৮৪,৪৪,৮৫	৮৪,৪৪,৮৫	৫৬,২৬,৬৭	২৮,১৮,১৮	
৪০-মূলধন ব্যয়					
৪১-আর্থিক সম্পদ					
৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	১,২০,০০	১,২০,০০	১,০২,৩২	১৭,৬৮	
উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১,২০,০০	১,২০,০০	১,০২,৩২	১৭,৬৮	
মোট-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ	৮৫,৬৪,৮৫	৮৫,৬৪,৮৫	৫,৭২,৮৯৯	২৮,৩৫,৮৬	

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুভৌলিত অর্থের বিবরণঃ
১৪৯০২০৪-মেট্রোথানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুভৌলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১০১-মূলবেতন (অফিসার)	১৫,৩০	১৫,৩০	১২,৫৯	২,৭১	
৩১১১০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	১২,১০	১২,১০	৬,৫৮	৫,৫২	
৩১১১০২- যাতায়াত ভাতা	৫০	৫০	৪	৪৬	
৩১১১০৬- শিক্ষা ভাতা	৪৫	৪৫	১৫	৩০	
৩১১১০১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	১১,৮২	১১,৮২	৯,২৯	২,৫৩	
৩১১১০১১- চিকিৎসা ভাতা	১,৬৫	১,৬৫	১,২৬	৩৯	
৩১১১০১৪- টিফিন ভাতা	৩০	৩০	৮	২২	
৩১১১০২৫- উৎসব ভাতা	৫,৫০	৫,৫০	২,৫০	৩,০০	
০১১১০২৮-শান্তি ও বিনোদন ভাতা	১,৫০	১,৫০	৯০	৬০	
৩১১১০৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	১,০০	১,০০	২৮	৭২	
৩১১১০৩৮- অন্যান্য ভাতা	২০	২০	০	২০	
উপমোট-নগদ মঞ্জুরি ও বেতনঃ	৫০,৩২	৫০,৩২	৩৩,৬৩	১৬,৬৯	
উপমোট-কর্মচারীদের					
প্রতিদানঃ (Componstation)	৫০,৩২	৫০,৩২	৩৩,৬৩	১৬,৬৯	
*৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৮০,০০	৮০,০০	০	৮০,০০	
*৩২১১১১৯- ডাক	৪০	৪০	০	৪০	
*৩২১১১২০- টেলিফোন	৫০	৫০	৭	৪৩	
৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং	৫,৫০	৫,৫০	১,৬৯	৩,৮১	
উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	৭,২০	৭,২০	১,৭৬	৫,৪৪	
৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি					
৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয়	১,৫০	১,৫০	১,৩৩	১৭	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	১,৫০	১,৫০	১,৩৩	১৭	
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	২,০০	২,০০	১,০০	১,০০	
৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৩,০০	৩,০০	২,৫১	৪৯	
উপমোট-মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৫,০০	৫,০০	৩,৫১	১,৪৯	
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	৫০	৫০	৪০	১০	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	৫০	৫০	৫০	০	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১,০০	১,০০	৯০	১০	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১৪,৭০	১৪,৭০	৭,৫০	৭,২০	
উপমোট- আবর্তক ব্যয়:	৬৫,০২	৬৫,০২	৪১,১৩		
২৩৩	২৩,৮৯				
৪০-মূলধন ব্যয়					
৪১-আর্থিক সম্পদ					
৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২০১৪- আসবাবপত্র	১,০০	১,০০	৮৫	১৫	
উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	১,০০	১,০০	৮৫	১৫	
মোট-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়	৬৬,০২	৬৬,০২	৪১,৯৮	২৪,০৪	

কাবিখা অনুবিভাগ

২.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছেঃ

২.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- (ক) কর্মসূচির উদ্দেশ্য: সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য-
১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
 ২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন।
 ৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।
- (খ) কর্মসূচির মূল লক্ষ্য: গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-
১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
 ২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয়বৃদ্ধি;
 ৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন;
 ৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং
 ৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।
- (গ) কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই :এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবে-
১. সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি।
 ২. নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.৩ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

- (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৩০% দুঃস্থতা এবং ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।
- (খ) জেলা প্রশাসক উপরের ২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আপেক্ষিক গুরুত্বানুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলাওয়ারি বরাদ্দ করবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক পুনবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- (গ) রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।
- (ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে।

- (ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবল মাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।
- (চ) এই মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন বাহিনী/ সংস্থার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।
- (ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারী করতে হবে।
- (জ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।
- (ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করা যেতে পারে।

২.৪ প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি

- (ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচ নালা খনন/পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;
- (গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে;
- (ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিশ্রুতিরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে;
- (ঙ) বর্ষের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যে উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হলে রাস্তার মাটি ধরে রাখা সম্ভব হবে সে উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করে নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাবে;
- (চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে Herring Bone Bond (HBB)ইন্টার রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;
- (ছ) নির্মাণাধীন রাস্তায় ও নির্মাণাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখলরোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন করা যাবে;
- (জ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ করা যাবে;
- (ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন। এরূপ প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.৫ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

- (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক এর তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।
- (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।
- (গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে বার্থ্য হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে তা বরাদ্দ করতে পারবে;
- (ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, সরকারি /বেসরকারি/ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটা অবদান রাখবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে;
- (ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এ ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সে ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে;
- (চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরিপ ও প্রাক্কলন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট বরাবর প্রেরণ করবে;
- (ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে হবে;
- (জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করবে;
- (ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে;
- (ঞ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এই নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাবে;
- (ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে;
- (ঠ) ২ (ঘ), ২ (ঙ) এবং ৪ (ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হবে;

- (ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে;
- (ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হবে;
- (ণ) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে তা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে;

২.৫.১ যাচাই-বাছাই উপ কমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	-	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

- (ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচির আওতায় তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হয়েছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করতে হবে;
- (থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যেতে পারে এবং ইউপি নোটিশবোর্ডে প্রচার করা যেতে পারে;
- (দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে প্রকল্প তালিকা প্রচার করা যেতে পারে;
- (ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করতে হবে;
- (ন) যে সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থেকে পলাতক বা জেল হাজতে আছেন, সে সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করে একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।
- (প) মাটির কাজের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হলো:
- (১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
 - (২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;
 - (৩) সরকারি খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পূর্নখননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;
 - (৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না; এবং
 - (৫) বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ফ) সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হল,
- (১) পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন প্রতিষ্ঠানেও ঐ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;
 - (২) আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- (ব) নিবন্ধিত এতিমখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান থাকলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

২.৬ প্রকল্প প্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

- (ক) মাটির কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হবে ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা, গম এবং চাউলের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়নওয়ারি বিভাজনে কোন ইউনিয়ন সর্বনিম্ন সিলিং ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলেও সর্বনিম্ন হারে অন্তত ১টি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) মাটির কাজের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সাথে অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজের যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হবে সে সকল কাজে যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, ব্রিজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য গম/চাউল নগদায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। তবে এ কাজের জন্য বিক্রিত গম/চালের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের কম হতে পারবে না।
- (গ) সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বিক্রয় করে নগদায়ন করতে হবে।

২.৭ প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

১.৭.১. রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করতে হবে,

- ক) উপরিভাগের প্রস্থ : রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হবে সর্বনিম্ন ২.৫ মিটার;
- খ) রাস্তার উচ্চতা : রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে .৭৫ মিটার হতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে ইহা শিথিলযোগ্য হবে,
- গ) সাইড স্লোপ : সর্বোচ্চ সাইড স্লোপ মাটির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করবে। নিম্নে মাটির প্রকারভেদ হিসাবে সাইড স্লোপ উল্লেখ করা হল :
- | | | | |
|----|--------------------|---|--------|
| ১. | কাদা মাটি | : | ১:৩ |
| ২. | পলিযুক্ত কাদা মাটি | : | ১:১.৫ |
| ৩. | কাদামুক্ত পলিপাটি | : | ১: ১.৫ |
| ৪. | পলিমাটি | : | ১:২ |
| ৫. | বালিমাটি | : | ১:৩ |
- ঘ) বার্ম : প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্ব ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখত হবে।
- ঙ) মাটির ভরাত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে Reference Level (RL) ধরে প্রাক ও কর্মোত্তর জরিপ হিসাব করতে হবে;
- চ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১০ টি পর্যন্ত অনুমোদন করা যাবে;
- ছ) হাওড়, বাওড় ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।

২.৮ সোলার সিস্টেম এর ডিজাইন/নমুনা

- ক) সোলার সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে;
- খ) বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ডিজাইন সম্পন্ন সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করতে হবে।

২.৯ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

২.৯.১ ক) জেলা কর্তৃক কমিটি

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৬।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৭।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১১।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	উপপরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৬।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

২.৯.২ জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

- (ক) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন; অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারীকরণ; জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকরণ;
- (খ) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কিনা এর নিশ্চয়তা বিধান;
- (গ) উপরোক্ত কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- (ঘ) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে এর উপর অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (ঙ) বিচার্য মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (চ) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;
- (ছ) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠিত না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত করা;
- (জ) সকল প্রকার তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তাহা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;এবং
- (ঝ) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।
- খ) **গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি**

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য

৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ. স্বা. প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১জন শিক্ষক ও ১জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

২.৯.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

১. অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্তৃক নির্ধারিত কমিটিতে প্রেরণ;
২. প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা;
৩. সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;
৭. কমিটি সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
৮. সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;
৯. দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়ন হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা;
১০. ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় থাকার ব্যবস্থা করা এবং
১১. পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত হয়ে পিআইসি অনুমোদন করা।

গ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি

১.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২.	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩.	ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	সদস্য
৫.	বিআরডিবি মাঠ সহকারী	সদস্য
৬.	ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক, ১ জন মহিলা প্রতিনিধি, ৩ সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭.	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

২.৯.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

১. ইউপি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রণীত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা;
২. প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৫. প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
৬. প্রত্যেক সভার নোটিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানানো;
৭. প্রকল্পের কাজ শুরু পূর্বেই প্রতিটি প্রকল্পের সাইন বোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা এবং
৮. সর্বাধিক জনগণের সমাগম হয় এমন ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের তালিকার সাইন বোর্ড স্থাপন।

ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

১. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে;
২. সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা কমিটি দাখিলকৃত প্রকল্প কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে। কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হতে হবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্তত:পক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৫ জন হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণের মধ্য হতে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার অনুপস্থিত থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে;
৪. কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নিকটবর্তী কোন ওয়ার্ডের যে কোন একজন নির্বাচিত সদস্য, স্কুল শিক্ষক(বেসরকারি) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকবেন;
৫. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা অন্য কোন সদস্যকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা যাবে। অন্য ৪ সদস্য পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য-সচিব করা যাবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা এর প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবের ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসাবে বিবেচিত হবে।
৭. প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু কোন একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পের একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা যাবে। একাধিক ইউনিয়ন ব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের অংশে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫০.০০০ মে. টনের বেশি হলে সে ইউনিয়ন অংশের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে। একই ইউনিয়নীয় কোন একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০.০০০ মে: টনের বেশি হলে সে প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে।

৮. একই অর্থ বছরে কোন ইউনিয়নে ৩ টির অধিক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প থাকলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা চেয়ারম্যান বা সদস্যদের মধ্য হতে হবে।
৯. কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি ২ (দুই) টির বেশি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প চেয়ারম্যান হতে পারবেন না এবং কোন সরকারি কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন না। তবে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করা হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারবে।
১০. ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচির, খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোন প্রকার সরকারি সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে অথবা অভিযুক্ত হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাত করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদেরকে এ কমিটিতে কোনক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।
১১. যদি কেহ পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার হিসাব অর্থাৎ মাস্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি দাখিল না করে থাকেন অথবা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বুঝাতে অসমর্থ হয়ে থাকেন তবে তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।
১২. যদি কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থী হয় তাহা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।
১৩. প্রকল্প তালিকা উপজেলায় প্রেরণের সময় পিআইসি গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।
১৪. সোলার সিস্টেম/বায়োগ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.১০ সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- (১) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নয়। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করলে মজুরীর অংশ পাবেন। অন্যথায় তিনি শুধুমাত্র সর্দারি প্রাপ্য হবেন।
- (২) সুপারভাইজার বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণত একজন সুপারভাইজারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২.১১ সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপ

১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা,
২. প্রকল্প কমিটিকে মাল গ্রহণে সহায়তা করা,
৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান,
৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা,
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা,
৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন না।

২.১২ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরি

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে শ্রমিকদের মজুরির হার প্রতি ৭ (সাত) ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ৮ (আট) কেজি চাল/গম ধার্য করা হয়েছে।

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে দর তফশিল: গম/চাল/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত দর তফসিল অনুসরণ করতে হবে।

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	চাল/সমমূল্যের গম (কেজি)	নগদ টাকার ক্ষেত্রে
০১	মূল মাটির কাজ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	২.৪৮৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০২	অতিরিক্ত লিফট ১.৫০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৩৭৩	চালের সমমূল্যের টাকা
০৩	অতিরিক্ত লিডঃ ৩০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নহে) জন্য। সর্বোচ্চ ১০টি।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা
০৪	ম্যানুয়াল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ) কাঠের হাতুড়ি, বাঁশের গুডলি অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৮০৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০৫	লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যান্ডারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৪৩৬	চালের সমমূল্যের টাকা
০৬	টার্ফিং: কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করিয়া রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজাইয়া না উঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৭	পানি সেচ: প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হতে পানি নিকাশন এবং নিরাপদ দুরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	১.২৪৫	চালের সমমূল্যের টাকা
০৮	মূল মাটির কাজ: স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দুরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং, ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	৩.১২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৯	অতিরিক্ত লিফট: ২.০০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা
১০	অতিরিক্ত লিড: ২০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
১১	শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত।	ঘনমিটার	০.২৪৯	
১২	সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য।		১%	১%
১৩	সর্দারের মজুরির জন্য।		১%	১%

২.১৩ মাটির সংকোচন/ক্ষয়ক্ষতির হার

প্রকল্প সমাপনান্তে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বৎসর আরো ১০% হারে হ্রাস যোগ করে মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করতে হবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।

২.১৪ প্রকল্পের সাইন বোর্ড

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট×৩ ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২.১৫ বাস্তবায়ন সময়সূচি

- (ক) এই কর্মসূচির অধীনে গৃহিত প্রকল্পসমূহে মহাপরিচালক,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে;
- (খ) জেলা প্রশাসক বরাদ্দ পাওয়ার ১০দিনের মধ্যে জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত ও প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদ/নগদ টাকা বরাদ্দ করে উপজেলা সমূহে উপবরাদ্দ নিশ্চিত করবে;
- (গ) জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদন পাওয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি/ক্ষেত্র বিশেষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করবে ও সম্পদ/নগদ টাকা উত্তোলন শেষ করবে ;
- (ঘ) বাস্তবায়ন সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- (ঙ) সরকারের ভিন্ন কোন নির্দেশ না থাকলে খাদ্যশস্য এবং নগদ টাকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে নগদ টাকা দ্বারা মজুরি প্রদান করতে হবে;
- (চ) প্রয়োজনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাড়াতে ও কমাতে পারবে এবং
- (ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা না হলে জারিকৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়

বিভাগওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশসীট।

ক্র. নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মে:টন)	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মে:টন)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে:টন)	অব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে:টন)	রাস্তা দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা	
								সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা
১	ঢাকা	১৩	৩৭৫৮	৩১৭৩৮.৩৯২৭	৩১৬২১.৭৬৪১	৩১৬২১.৭৬৪১	০০	৩২০৩	২১৮৪০.৭৯৬২	৩০৪২৪০২	২৪১৭৪৩৪
২	ময়মনসিংহ	৪	১৪৪৫	১৫৩৬৪.৯২০১	১৫৩৬৪.৯২০১	১৫৩৬৪.৯২০১	০০	১২৪৯	৮১২.৭৮৮	১১৪৪৭১৫	৫৮৫৯০৪
৩	রাজশাহী	৮	১৪৭৭৫	১৩৪৯৭৬.৭০০ ৩	১৩৪৬৫০.১৫২১	১৩৪৬৫২.১৫১১	০০	১২৯৮ ৭	৯৪৬১২২৭.২৬	৯০২২৬৮৫	৮৮৬৫৮৯০
৪	রংপুর	৮	৩৮০৩	২২৫২৬.৯৮৬	২২৫২৬.৯৮৬	২২৫২৬.৯৮৬	০০	৩৯০৩	২১৬৮.০৪৪	১০৪৩৯২৯	৭৩৯৭৫২
৫	সিলেট	৪	১১৭৭	১১৮৪৯.৬০০৯	১১৭১২.২০৫২	১১৭১২.২০৫২	০০	১১৭৭	৩৮১.৬৩৯	১২৫০১৯৪	১১১২৫৫১
৬	খুলনা	১০	২১৭৬	২২৪৫১.৫৬৯৪	২২২০৭.৫৮৪৯	২২২০৪.৪৩৪৯	৩.১৫	১৭৫৮	৮৩৯.৮৫০৪	৭৬৬৭৭৪	৪০২৩৩৮
৭	বরিশাল	৬	১২৩১	১২৩৪৪.১৯৩৩	১২২৯৭.৫৪৭৮	১২২৯৮.৫৪৭৩	০০	১১৬২	৬৩৪.১৬৬৪	৫৯১৩৪২	৩৮৪২৬০
৮	চট্টগ্রাম	১১	৩৯২৬	৩৫১৬৯.৪২৮৫	৩৪৭০২.৭৩৫৬	৩৪৭০২.৭৩৫৬	০০	৩১৮২	৬২০৮.৪০৬৫	২০০৮৮০৮	৮৫৩৮০৫
সর্বমোট		৬৪	৩২২৯১	২৮৬৪২১.৭৯১২	২৮৫০৮৩.৮৯৫৮	২৮৫০৮৩.৭৪৪৩	৩.১৫	২৮৬২১	৯৪৯৪১১২.৯৫০ ৫	১৮৮৭০৮৪৯	১৫৩৬১৯৩৪

জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশসীট।

ক্র নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মে:টন)	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মে:টন)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে:টন)	অব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে:টন)	রাস্তা (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা	
০১.	ঢাকা	৩০৭	২৫৩৯.৬৮২৪	২৫৩১.৬৭২৪	২৫৩১.৬৭২৪	০	২৫৪	৬৩.৪৫১	২২১৩৪৮	১১৪১২৯	১০০
০২.	গাজীপুর	২৬৪	২০১৭.০০২২	২০১৩.০০২২	২০১৩.০০২২	০	১৯০	৫১.৩৭৭	৬২৭০৪৮	৪৯৪৮৭৪	১০০
০৩.	নারায়নগঞ্জ	১৮১	২২৭৪.৭৫৩৮	২২৩৩.৫০৩৮	২২৩৩.৫০৩৮	০	১৬১	৫৩.৫০১	২৬২৫৬	৬৫৬৪	১০০
০৪.	মানিকগঞ্জ	২৪৯	১৬৮২.৯৬৮	১৬৭২.২৫৪	১৬৭২.২৫৪	০	২৩৩	৭২.৭৫	৮৯৪৫৫	৬৯০৪৬	১০০
০৫.	টাংগাইল	৫১৫	৪৬৯২.৬৬৮৬	৪৬৯২.৬৬৮৬	৪৬৯২.৬৬৮৬	০	৪৬৭	৬৯.২৫৪	৫১৪৪৭৯	২৯৬৬৩৪	১০০
০৬.	কিশোরগঞ্জ	৪১২	৩৬২৪.৬০৯	৩৬২৪.৬০৯	৩৬২৪.৬০৯	০	৩৪৫	১৮৭৫.৫৯	২৫৮১৭০	৩৬৭৩৪৫	১০০
০৭.	ফরিদপুর	৩১৪	৩০০৪.২২৪	৩০০১.৭২৩	৩০০১.৭২৩	০	২৮৬	১১২.১৩৩	৯৩১৭০	৬৪৬৮২	১০০
০৮.	নরসিংদী	২৭৮	২৪০২.৩৩৪৩	২৩৯৯.৭৭৯২	২৩৯৯.৭৭৯২	০	২৪১	৯১.৬৭৮	৩১১৯২৩	২০৫৬১৬	১০০
০৯.	মুন্সিগঞ্জ	২৬০	১৮১১.৪৩১	১৭৬৩.৮৩২৫	১৭৬৩.৮৩২৫	০	২১৪	৩৩.০৬৫	১৬৮৪১৩	২৮১২৫	১০০
১০.	মাদারীপুর	১৮৩	১৮১৫.৯৬	১৮১৫.৯৬	১৮১৫.৯৬	০	১৪৩	৪৩২৫.৩৯৭	১৪২৪৮৯	৮৪৪৭১	১০০
১১.	শরিয়তপুর	২৪৯	২৪০১.৯৬	২৪০১.৯৬	২৪০১.৯৬	০	২১৪	১৩২৯.৪৭৫	৩৬১৮৯১	১১০২৯৯	১০০
১২.	গোপালগঞ্জ	৩৭০	১৯৫১.০০৬৪	১৯৫১.০০৬৪	১৯৫১.০০৬৪	০	৩১১	১৩৬৪০.৬৭৫২	৯৩২৯০	৫৬৫৪৮	১০০
১৩.	রাজবাড়ী	১৭৬	১৫১৯.৭৯৩	১৫১৯.৭৯৩	১৫১৯.৭৯৩	০	১৪৪	১২২.৪৫	১৩৪৪৭০	৫১৯১০১	১০০
মোট		৩৭৫৮	৩১৭৩৮.৩৯২৭	৩১৬২১.৭৬৪১	৩১৬২১.৭৬৪১	০	৩২০৩	২১৮৪০.৭৯৬২	৩০৪২৪০২	২৪১৭৪৩৪	
১৪.	ময়মনসিংহ	৬২৫	৬৪৮০.৪৯৭৯	৬৪৮০.৪৯৭৯	৬৪৮০.৪৯৭৯	০	৫৭৯	৩৩৬.৭৫৮	৪২৬৮২১	১৯৯০৪১	১০০
১৫.	নেত্রকোণা	৩৭২	৩৩২৮.৫০২২	৩৩২৮.৫০২২	৩৩২৮.৫০২২	০	৩৩১	২৫৯.৮০	৩৪৫৮৯৭	২১৪৩২৬	১০০
১৬.	জামালপুর	২৫৭	৩৬৯২.০৯	৩৬৯২.০৯	৩৬৯২.০৯	০	১৯৭	১১৮.৬২	৩২৩১৬০	১৩৮৪৫৪	১০০
১৭.	শেরপুর	১৯১	১৮৬৩.৮৩	১৮৬৩.৮৩	১৮৬৩.৮৩	০	১৪২	৯৭.৬১	৪৮৮৩৭	৩৪০৮৩	১০০
মোট		৮৯৬১	৭৮৮৪১.৭০৫৫	৭৮৬০৮.৪৪৮৩	৭৮৬০৮.৪৪৮৩	০	৭৬৫৫	৪৪৪৯৪.৩৮০৪	৭২২৯৫১৯	৫৪২০৭৭২	
১৮.	বরিশাল	৪১৩	১৯৭৮.৮৮২২	১৯৭৮.৮৮২২	১৯৭৮.৮৮২২	০	৩৩২	১০৯.০৬৬	২৩২১১৯	১২১৯৯১	১০০
১৯.	পিরোজপুর	২৩০	২১৪০.০৬১২	২১১২.০৬৫৭	২১১২.০৬৫৭	০	১৮৩	৫৬.৪৮	৬৩৭৭০	৫২৯২০	১০০
২০.	বালকাঠি	১৪১	১২০২.৩৮০৪	১১৮৩.৭৩০৪	১১৮৪.৭২৯৯	০	১২৪	৪৭.১৯৩৪	৯৬৩৭১	৩৭০৯৫	৯৯
২১.	ভোলা	১৭৩	২৬২৯.৩২৯৫	২৬২৯.৩২৯৫	২৬২৯.৩২৯৫	০	১৬৯	৭৭.৬১৫	৯৪০০০	৬৪৮৭১	১০০
২২.	বরগুনা	১৭৯	১৪২২.৫৪	১৪২২.৫৪	১৪২২.৫৪	০	১৮৫	৮৪.০১২	৫৬২৪৫	৪২৫১২	১০০
২৩.	পটুয়াখালী	৯৫	২৯৭১.০০০	২৯৭১.০০০	২৯৭১.০০০	০	১৬৯	২৫৯.৮০	৪৮৮৩৭	৬৪৮৭১	১০০
মোট=		১৯১৫৩	১৭০০২৭.৬০৪৩	১৬৯৫১৪.৪৪৪৪	১৬৯৫১৫.৪৪৩৯	০	১৬৪৭২	৮৯৬২২.৯২৭২	১৫০৫০৩৮০	১১২২৫৮০৪	
২৪.	রাজশাহী	২১২	২৯৩৭.৬০৭৮	২৯৩৭.৬০৭৮	২৯৩৭.৬০৭৮	০	২১২	১৪৬.০১৪	৩৬৭৩০০	৩৬২৩০৪	১০০
২৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫২	১৮২৫.৯৫৬	১৮২৫.৯৫৬	১৮২৫.৯৫৬	০	১৫২	৯৮০.০৩	৬৮৪৪৩	৫২১৬৬৫	১০০
২৬.	নওগাঁ	৩৩০	৩৩৪৪.০৯৩১	৩৩৪৪.০৯৩১	৩৩৪৪.০৯৩১	০	৩৩০	১৩৭.৮১১	৪১৭৪১৪	১৯৬৩৫১	১০০
২৭.	নাটোর	২০৪	২৪৩২.৫৬০	২৪৩২.৫৬০	২৪৩২.৫৬০	০	২০৪	৭৮.৫৩৬	১০৬০৫০	৮১২৮০	১০০
২৮.	পাবনা	১৭৫	৩১৩৫.৫৭৬৪	৩১৩৫.৫৭৬৪	৩১৩৫.৫৭৬৪	০	১৭৫	৭৫.৫২৪	৫০৯৩২৩	৩৭৩২১৪	১০০
২৯.	বগুড়া	৩৭৩	৩৬৪৬.২২০৬	৩৬৪৬.২২০৬	৩৬৪৬.২২০৬	০	৩৭৩	১৭২.২৭৪	২৪২০০৩	৩৫৪৩৬২	১০০
৩০.	জয়পুরহাট	৭৮	১২০১.৯০৭২	১২০১.৯০৭২	১২০১.৯০৭২	০	৭৮	৩০৭.৯৫১	৭৩৪৬২	১৩২২৫০	১০০
৩১.	সিরাজগঞ্জ	৫৭৩	৩৪৯৯.৭৬৭	৩৪৯৯.৭৬৭	৩৪৯৯.৭৬৭	০	৫৭৩	৮৫.১২	৫৯৩২৩৬	১৯৯০১০	১০০
মোট=		১৪৭৭৫	১৩৪৯৭৬.৭০০৩	১৩৪৬৫০.১৫২১	১৩৪৬৫২.১৫১১	০	৩৫০৪১	১৮১২২৯.১১৪৪	৩২৪৭৭৯৯১	২৪৬৭২০৪৪	
৩২.	রংপুর	১৩৪	৩৩৫৭.৩৪৮৮	৩৩৫৭.৩৪৮৮	৩৩৫৭.৩৪৮৮	০	১৩৪	৯৯৫.২৬২	৮৩০৪১	৪১২৫০	১০০
৩৩.	দিনাজপুর	২৪০২	৪০১৬.০৬৭৮	৪০১৬.০৬৭৮	৪০১৬.০৬৭৮	০	২৪০২	২৩৫.৩৩৫	২৫৪৬৩	২৫৪৬৩	১০০
৩৪.	ঠাকুরগাঁও	২৪৫	১৭৪১.৪০৭৮	১৭৪১.৪০৭৮	১৭৪১.৪০৭৮	০	২৪৫	১৩৯.৬৬৮	১২০১৫১	১১৪১১৪	১০০
৩৫.	গাইবান্ধা	২৪৯	৩০৬০.৪২৪	৩০৬০.৪২৪	৩০৬০.৪২৪	০	২৪৯	১৭০.৭৭৩	২৬৪২২৩	১১৭৪১৭	১০০
৩৬.	পঞ্চগড়	১৬৭	১২৮১.৫৩১২	১২৮১.৫৩১২	১২৮১.৫৩১২	০	১৬৭	৮০.৯৩	৮১০৮৪	৫১৬৭২	১০০
৩৭.	লালমনিহাট	২২৮	২২২৯.০৫১২	২২২৯.০৫১২	২২২৯.০৫১২	০	২২৮	১৫৭.১১২	৮২৭৯৯	৫১৮৭৩	৯৯.৭৯
৩৮.	কুড়িগ্রাম	২২৩	৩১০১.৪৭৫৪	৩১০১.৪৭৫৪	৩১০১.৪৭৫৪	০	২২৩	৩০০.০২	১১০৪৫৪	২২১০৪২	১০০
৩৯.	নীলফামারী	২৫৫	৩৭৩৯.৬৭৯৮	৩৭৩৯.৬৭৯৮	৩৭৩৯.৬৭৯৮	০	২৫৫	৮৮.৯৪৪	২৭৬৭১৪	১১৬৯২১	১০০
মোট		৩৮০৩	২২৫২৬.৯৮৬	২২৫২৬.৯৮৬	২২৫২৬.৯৮৬	০	৩৯০৩	২১৬৮.০৪৪	১০৪৩৯২৯	৭৩৯৭৫২	
৪০.	চট্টগ্রাম	৭৬৩	৬২৫৯.৫২	৬১৫৭.৫২	৬১৫৭.৫২	০০	৬২৮	১৫৯৩.০০	৪২০০৭৭	৩০০২৯	৯৮
৪১.	কক্সবাজার	২৫৫	২৬৯০.২৫	২৬৯০.২৫	২৬৯০.২৫	০০	২০৮	৭৪.৭০১	১৪৪৫৯৬	৭৮৯২০	১০০
৪২.	রাংগামাটি	১৬৫	১৮১১.৯৬৭৯	১৮১১.৯৬৭৯	১৮১১.৯৬৭৯	০০	১৬৫	১৯২.৫৯	৩৪৪৯৬	২২৯৯৬	১০০
৪৩.	খাগড়াছড়ি	১৩১	১৩৩১.৯৬১২	১৩৭৮.৩২৩২	১৩৭৮.৩২৩২	০০	১২৯	১৫৭.৩৬৫	৪৪৪৩০	৩৪৯৬২	৯৯.৪৭
৪৪.	বান্দরবান	১৩২	১৬৪২.৬৩১	১৬৪২.৬৩১	১৬৪২.৬৩১	০০	১০০	১৫৮.৮৪	২০৫০৭	১৭৩১৫	১০০
৪৫.	কুমিল্লা	৮৫১	৬৫৪৮.৫১৪	৬৩৫৩.১৩২	৬৩৫৩.১৩২	০০	৬৬৮	২৬৪.৮২৬	৪৯৭৬৮৪	৩১২৩৯৮	৯৪.৮০
৪৬.	চাঁদপুর	৩৮৬	৩০৭৩.২৫২৬	৩০৭৩.২৫২৬	৩০৭৩.২৫২৬	০০	৩০১	৬৮৩.১৭৬৫	১২০৭৬৬	৬৬১৭১	১০০
৪৭.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৮৬	৪২০১.৯২৫৪	৪১৯৯.৪২৫২	৪১৯৯.৪২৫২	০০	৩২৪	২৫৬২.৬৯৬০	১১৭১২৯	৪৪৯৮২	৯৯.৪০
৪৮.	নোয়াখালী	৪০৯	৩৩৭৬.১৫১৮	৩৩৭৬.১৫১৮	৩৩৭৬.১৫১৮	০০	৩৪৫	৩৩৩.৮৩৮	৩৭৬৩৩৫	১২৬১৮৬	১০০

৪৯.	লক্ষ্মীপুর	২৫১	২১১০.৪৫৭৪	১৯৫৮.৩৪২৭	১৯৫৮.৩৪২৭	০০	১৬৯	৯৮.০০	৯৩১৯৫	৫২৫৯৭	৭৯
৫০.	ফেনী	১৯৭	২০৭২.৭৯৭২	২০৬১.৭৩৯২	২০৬১.৭৩৯২	০০	১৪৫	৫৯.৩৭৪	১৩৯৫৯৩	৬৭২৪৯	১০০
মোট		৩৯২৬	৩৫১৬৯.৪২৮৫	৩৪৭০২.৭৩৫৬	৩৪৭০২.৭৩৫৬	০০	৩১৮২	৬২০৮.৪০৬৫	২০০৮৮০৮	৮৫৩৮০৫	

ক্র নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মে:টন)	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মে:টন)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে:টন)	খাদ্যশস্য (মে:টন)	রাস্তা (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা	
৫১.	খুলনা	৩১৪	৩৫২১.৯২৪১	৩৪৯৪.৪২৬৩	৩৪৯২.৪২৬৩	২.০০	২০৩	৮৬.৮৪১	৬৩৩২৩	৩২৬২৯	৯৯.৯২
৫২.	যশোর	২১৭	৩৪০৭.৯০৮	৩৩৯৯.৯৫৩৮	৩৩৯৮.৮০৩৮	১.১৫	১৯০	৮৭.০৫০	৫৯০০০	৪৫০০	৯৯.৮৪
৫৩.	মোহেরপুর	৬২	৯৫১.৮৫৬৮	৯৫১.৮৫৬৮	৯৫১.৮৫৬৮	০০০	১০৪	৩৫.০০০	৮০৭২০	৫৯৭৪৫	১০০
৫৪.	ঝিনাইদহ	২৫৩	২২৭২.৭৬৫৬	২২৭২.৭৬৫৬	২২৭২.৭৬৫৬	০০০	২৫৩	১৩৬.২৭৮৪	১২৩২৭৫	৬৬০০০	১০০
৫৫.	মাগুরা	১৫১	১৩২৩.৪০৪৩	১৩২৩.৪০৪৩	১৩২৩.৪০৪৩	০০	১৪৫	৪৮.০০০	৪৩৩৭৩	১৫১২৬	১০০
৫৬.	নড়াইল	১৫৬	১০২৭.২২২৪	১০২৭.২২২৪	১০২৭.২২২৪	০০	১১০	৯০.০০০	১৮৮৪৫	১৫২৩৫	১০০
৫৭.	সাতক্ষীরা	২৯২	৩৩০৮.৯৫৭৪	৩১০০.৪২৪৯	৩১০০.৪২৪৯	০০	২২৩	৯০.১৩৪	৪৭৭১৮	২০৯৭২	১০০
৫৮.	বাগেরহাট	৩১৭	২৯৬৭.২৫৪৪	২৯৬৭.২৫৪৪	২৯৬৭.২৫৪৪	০০	১৯৮	৮১.৯৩৫	২১২৮৪৮	১৩৯৬৭৮	১০০
৫৯.	কুষ্টিয়া	২৭০	২০৫৪.০৪৭	২০৫৪.০৪৭	২০৫৪.০৪৭	০০	১৯২	৬৪.০১৯	৭১৫৯৭	২৪৭৫৩	১০০
৬০.	চুয়াডাঙ্গা	১৪৪	১৬১৬.২২৯৪	১৬১৬.২২৯৪	১৬১৬.২২৯৪	০০	১৪০	১২০.৫৯৩	৪৬০৭৫	২৩৭০০	১০০
মোট		২১৭৬	২২৪৫১.৫৬৯৪	২২২০৭.৫৮৪৯	২২২০৪.৪৩৪৯	৩.১৫	১৭৫৮	৮৩৯.৮৫০৪	৭৬৬৭৭৪	৪০২৩৩৮	
৬১.	সিলেট	৩৬০	৩৫৩২.৭১৯৯	৩৪৪৭.৯৫৯১	৩৪৪৭.৯৫৯১	০	৩৬০	৯৪.২৫৬	১৭২৪৫৩	১০৪৬৭০	৯৭.৮১
৬২.	সুনামগঞ্জ	২৯৫	৩২৯৭.৫৬০	৩২৯৭.৫৬০	৩২৯৭.৫৬০	০	২৯৫	৮২.৮৫	৯৪০০	৯৪০০	১০০
৬৩.	শৈলীবাগার	২৫৯	২৫২৪.৪২৬	২৫২৪.৪২৬	২৫২৪.৪২৬	০	২৫৯	১০৩.৩৩৩	৭৫০৪৮৬	৮৩৪৩২৯	১০০
৬৪.	হবিগঞ্জ	২৬৩	২৪৯৪.৮৯৫	২৪৯২.২৬০১	২৪৯২.২৬০১	০	২৬৩	১০১.২	৩১৭৮৫৫	১৬৪১৫২	৯৯.৬০
মোট		১১৭৭	১১৮৪৯.৬০০৯	১১৭১২.২০৫২	১১৭১২.২০৫২	০	১১৭৭	৩৮১.৬৩৯	১২৫০১৯৪	১১১২৫৫১	

বিভাগওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ সীট।

ক্র নং	বিভাগের নাম	জেলায় সংখ্যা	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা
১	ঢাকা	১৩	৯৩৫১	১০৭৫১	৮৩২৮৪৯৪৮৭.১১	৮৩১১২২২৪৬.১১	৮৩১১২২২৪৬.১১	০	২৭২৪৮৬৪	২৩২৫৯৭২
২	ময়মনসিংহ	৪	১৫৯৯	১০৩১১	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	০	১০০০০৮৩	৪৮৫৯০৪
৩	রাজশাহী	৮	৫৬৪৩	৫৬৮৫	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	০	২১৪৮৩৩০	১৩৯০১৮২
৪	রংপুর	৮	১৪২৫৭	৯৮৭৭	৮৭৮৮১৭২৪২.৬২	৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭	৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭	০	৮২৭৮৩৮	৮০৬৬৫০
৫	সিলেট	৪	২৮৮৫	১১২০৪	২৫১০২০৭২১.৭৩	২৫১০২০৭২১.৭৩	২৫১০২০৭২১.৭৩	০	১০৭৮৭১২	১০১১৪৯১
৬	খুলনা	১০	৪৯১৫	৯৬০১	৬১৭৯৩৮৬৮৯.৯	৬১৭৫১৭৩৮২.৫	৬১৭৫১৭৩৮২.৫	০	৬২৬৪৫৩	৪০৮৪৩৫
৭	বরিশাল	৬	৪৪১৯	৮৫০৪	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	০	৬৪৭২৭৪	৩৯৬৩৩৭
৮	চট্টগ্রাম	১১	৭৫১৫	১২৮২৬	৯৭৬৪৫৮৩৮২.০৯	৯৬৯২২৫০৩৪.৮৪	৯৬৯২২৫০৩৪.৮৪	০	১৮০৮৫৬৮	১০৮৩৫৪৩
সর্বমোট		৬৪	৫০৫৮৪	৭৮৭৫৯	৪৯৬০৬৭৭৫০২.৭৬	৪৯৫১০৭৪৭৮০.৩৬	৪৯৫১০৭৪৭৮০.৩৬	০	১০৮৬২১২২	৭৯০৮৫১৪

জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ সীট।

ক্র নং	জেলায় নাম	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	কাজের অগ্রগতির
--------	------------	----------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-------------------	----------------

		স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা	হার (%)
০১.	ঢাকা	৭৯৯	৩৪৩	৫৫৭১৮০৪৩.৮২	৫৫৭১৮০৪৩.৮২	৫৫৭১৮০৪৩.৮২	০০	১৯৮৪১২	১০৩১৫১	১০০
০২.	গাজীপুর	৬৪৭	৪৫৮	৬০৫০৯৬১.০২	৬০৫০৯৬১.০২	৬০৫০৯৬১.০২	০০	৫৮১৪১১	৫০১৫৮০	১০০
০৩.	নারায়নগঞ্জ	৮১৬	৯৮	৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০	৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০	৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০	০০	৩১৪১৮	৮৭৪১	১০০
০৪.	মানিকগঞ্জ	৫৫৭	৭৬২	৪৮৪১৬০০১.০০	৪৮৪১৬০০১.০০	৪৮৪১৬০০১.০০	০০	৭৭৪৮৭	৭৯১২৩	১০০
০৫.	টাংগাইল	১১১৫	৩৮১৯	১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮	১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮	১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮	০০	৬০৩২৩১	৩১৪৫১২	১০০
০৬.	কিশোরগঞ্জ	১১২২	১৮৮৮	১০৪৭৪১৪৫২.০০	১০৪৭৪১৪৫২.০০	১০৪৭৪১৪৫২.০০	০০	১৯৭১৫৪	২৮৭১২৫	১০০
০৭.	ফরিদপুর	৬৩৩	১০৯৭	৭৫৫৫৬০৮৩.০২	৭৫৫৫৬০৮২২.০২	৭৫৫৫৬০৮২২.০২	০০	৮২৭৮৪	৭১২৪৫	১০০
০৮.	নরসিংদী	৮৯৬	৪৮৭	৬৮৪২৯৯২৪.৪৪	৬৮৪২৯৯২৪.৪৪	৬৮৪২৯৯২৪.৪৪	০০	৩১১৯২৩	২৩৩৮৪৭	১০০
০৯.	মুন্সিগঞ্জ	৪৯৯	১৬৯	৫৩২০৪৫১৭.৩৮	৫৩২০৪৫১৭.৩৮	৫৩২০৪৫১৭.৩৮	০০	১৮৬৩০	২১৪৫৭	১০০
১০.	মাদারীপুর	৫৬৫	১৯২	৫৪২০৩২৯৬.৬০	৫৪২০৩২৯৬.৬০	৫৪২০৩২৯৬.৬০	০০	১৪২৪৮৯	৭৯৮৫৪	১০০
১১.	শরিয়তপুর	৫৫৭	৭৮৯	৬৭৬৮৯৬৭৪.০০	৬৬১৪১৫৯৪.০০	৬৬১৪১৫৯৪.০০	০০	৩১২৪৬৫	১৩১২৫৪	১০০
১২.	গোপালগঞ্জ	৬১১	২৫৮	৫১৪৭৫৮৯৮.২৫	৫১৪৭৫৮৯৮.২৫	৫১৪৭৫৮৯৮.২৫	০০	৮৫২৯০	৪৫১২৫	১০০
১৩.	রাজবাড়ী	৫৩৪	৩৯১	৪৭২৭৮৪৩০.০০	৪৭২৭৮৪৩০.০০	৪৭২৭৮৪৩০.০০	০০	৮২১৭০	৪৫৮৯৫৮	১০০
মোট		৯৩৫১	১০৭৫১	৮৩২৮৪৯৪৮৭.১১	৮৩১১২২২৪৬.১১	৮৩১১২২২৪৬.১১	০০	২৭২৪৮৬৪	২৩২৫৯৭২	
১৪.	ময়মনসিংহ	৫৬১	৬৩২৫	১৮৭৮৭৪২৪৪.০০	১৮৭৮৭৪২৪৪.০০	১৮৭৮৭৪২৪৪.০০	০০	২৮২১৮৯	৯৯০৪১	১০০
১৫.	নেত্রকোনা	৭৫	২৬৫	৯৮২৭৯০৮১.০০	৯৮২৭৯০৮১.০০	৯৮২৭৯০৮১.০০	০০	৩৪৫৮৯৭	২১৪৩২৬	১০০
১৬.	জামালপুর	৭৫১	১৫৭৮	৯০৩২৮৩১৪.৩০	৯০৩২৮৩১৪.৩০	৯০৩২৮৩১৪.৩০	০০	৩২৩১৬০	১৩৮৪৫৪	১০০
১৭.	শেরপুর	২১২	২১৪৩	৫৩৯৪২৩৬০.০০	৫৩৯৪২৩৬০.০০	৫৩৯৪২৩৬০.০০	০০	৪৮৮৩৭	৩৪০৮৩	১০০
মোট		১৫৯৯	১০৩১১	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	৪৩০৪২৩৯৯৯.৩	০০	১০০০০৮৩	৪৮৫৯০৪	
১৮.	রাজশাহী	৩৬৫	২৪৭	৮৫৬১৬৩৮৬.৯২	৮৫৬১৬৩৮৬.৯২	৮৫৬১৬৩৮৬.৯২	০০	৩৬৭৩০৪	২৫৪৩১৬	১০০
১৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬১২	৫৩৬	৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮	৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮	৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮	০০	৬৮৪৪৩	৫২১৬৫	১০০
২০.	নওগাঁ	৯০৫	৫৭৪	৯৬১৮৫৮৫৭.৩২	৯৬১৮৫৮৫৭.৩২	৯৬১৮৫৮৫৭.৩২	০০	৪১৭৪১৪	১৯৬৩৫	১০০
২১.	নাটোর	১৪৯	১৮৯	৭১১৮০৮৮৩.৪৪	৭১১৮০৮৮৩.৪৪	৭১১৮০৮৮৩.৪৪	০০	১০৬০৫০	৮১২৮০	১০০
২২.	পাবনা	৩১০	৬৮৯	৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪	৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪	৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪	০০	৫০৯৩২৩	৩৭৩২১৪	১০০
২৩.	বগুড়া	২১৮৩	৪৯৫	১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮	১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮	১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮	০০	২৪২০০৩	৩৫৪৩৬২	১০০
২৪.	জয়পুরহাট	২৫২	২৭২	৩৪৭২১৭২৯.৮০	৩৪৭২১৭২৯.৮০	৩৪৭২১৭২৯.৮০	০০	৩৫৪০০	৫৭২০০	১০০
২৫.	সিরাজগঞ্জ	৮৬৭	২৬৮৩	১০০৯৩৩৫৪৪.০২	১০০৯৩৩৫৪৪.০২	১০০৯৩৩৫৪৪.০২	০০	৪০২৩৯৩	১৯৮০১০	১০০
মোট		৫৬৪৩	৫৬৮৫	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	৬৩৫২৬২৪৭৭.৭	০০	২১৪৮৩৩০	১৩৯০১৮২	
২৬.	রংপুর	২৩৪৯	৮৯৯	৯৭৪৭৯৮১৮	৯৭৪৭৯৮১৮	৯৭৪৭৯৮১৮	০০	৮৩০৪১	৮৩০৪১	১০০
২৭.	দিনাজপুর	২৪০২	২৬৮৩	৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪	৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪	৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪	০০	২৫৪৬৩	২৫৪৬৩	১০০
২৮.	ঠাকুরগাঁও	১৮৭০	৩১৯	২৭০৮৯৮৭৭.৮৮	২৭০৮৯৮৭৭.৮৮	২৭০৮৯৮৭৭.৮৮	০০	২২৭১০০	২২৭১০০	১০০
২৯.	পঞ্চগড়	১০০০	৩১৩	১১৩৬৪২২৮১.৪৬	১১৩৬৪২২৮১.৪৬	১১৩৬৪২২৮১.৪৬	০০	৮১০৮৪	৮১০৮৪	১০০
৩০.	লালমনিরহাট	১৭৯	৩৭১১	৬২২৯৮০৮১.৯৪	৬২০৭৭২৫৫.১৯	৬২০৭৭২৫৫.১৯	০০	২৮৩৮৩	২৮৩৮৩	৯৯.৭৬
৩১.	গাইবান্ধা	১২৯৮	৭৫৩	৮৮৮৮০২৩৫.৬৯	৮৮৮৮০২৩৫.৬৯	৮৮৮৮০২৩৫.৬৯	০০	৪৫২১৩	২৬৪২৩	১০০
৩২.	কুড়িগ্রাম	৩৮৬৫	৩২৬	৯০৭২২৩৯৪.৭৭	৯০৭২২৩৯৪.৭৭	৯০৭২২৩৯৪.৭৭	০০	১১০৪৫৪	২২১০৪২	১০০
৩৩.	নীলফামারী	১২৯৪	৮৭৩	৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪	৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪	৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪	০০	২২৭১০০	১১৪১১৪	১০০
মোট=		১৪২৫৭	৯৮৭৭	৮৭৮৮১৭২৪২.৬২	৮৭৮৮১৭২৪২.৬২	৮৭৮৮১৭২৪২.৬২	০০	৮২৭৮৩৮	৮০৬৬৫০	

ক্র নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	কাজের অগ্রগতির
--------	-----------	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

		স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা	হার (%)
৩৪	সিলেট	৯৭১	৩৬১০	৫৬৫১৩৭৩৭.৫২	৫৬৫১৩৭৩৭.৫২	৫৬৫১৩৭৩৭.৫২	০০	৯৭১	৩৬১০	১০০
৩৫	সুনামগঞ্জ	৭৭৬	২৪৯০	৪৮২৯৩০৫৮.০৭	৪৮২৯৩০৫৮.০৭	৪৮২৯৩০৫৮.০৭	০০	৯৪০০	৯৪০০	১০০
৩৬	মৌলভীবাজার	৪৫৪	৩৮৭৪	৭৪৪০৫৮৬৫.৬০	৭৪৪০৫৮৬৫.৬০	৭৪৪০৫৮৬৫.৬০	০০	৭৫০৪৮৬	৮৩৪৩২৯	১০০
৩৭	হবিগঞ্জ	৬৮৪	১২৩০	৭১৮০৮০৬০.৫৪	৭১৮০৮০৬০.৫৪	৭১৮০৮০৬০.৫৪	০০	৩১৭৮৫৫	১৬৪১৫২	৯৯.৬০
মোট=		২৮৮৫	১১২০৪	২৫১০২০৭২১.৭৩	২৫১০২০৭২১.৭৩	২৫১০২০৭২১.৭৩	০০	০০	১০১১৪৯১	
৩৮	খুলনা	৮৭৮	২৪৮০	৯৫৮৭৮১১৪.০৬	৯৫৮৫৬৮০৬.৭৩	৯৫৮৫৬৮০৬.৭৩	০০	৫৮০০০	৫৭৫৩৫	৯৯.৭৯
৩৯	যশোর	২৪৮	১৩৫	৯৮১৩১৮৮১.৬৪	৯৮১৩১৮৮১.৬৪	৯৮১৩১৮৮১.৬৪	০০	৫৫০০০	৪০০০	১০০
৪০	মেহেরপুর	৩২০	৪৬১	২৭০৯৫১৯৩.১৪	২৭০৯৫১৯৩.১৪	২৭০৯৫১৯৩.১৪	০০	৭২৪১২	৪৫৪৩৭	১০০
৪১	বিনাইদহ	২৪৫	৪০১	৬৬৩০৭৩৮৭.১২	৬৬৩০৭৩৮৭.১২	৬৬৩০৭৩৮৭.১২	০০	১৯৭০১	৬৮০২০	১০০
৪২	মাগুরা	২২৯	১৪৭২	৩৮৪২৫২৪৩.২৪	৩৮৪২৫২৪৩.২৪	৩৮৪২৫২৪৩.২৪	০০	২৩৮৫৩	১২২৫২	১০০
৪৩	নড়াইল	১৭৩	৩৬০	২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪	২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪	২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪	০০	১৮৫৯০	১৫২১০	১০০
৪৪	সাতক্ষীরা	৭৭৩	২৬৫৩	৮৪৮৫০৫৬৩.৫	৮৪৮৫০৫৬৩.৫	৮৪৮৫০৫৬৩.৫	০০	৩৪৪২৯	২১৫০৩	১০০
৪৫	বাগেরহাট	১০৩২	১০০৭	৮৭০৩৩২৪৪.৫১	৮৭০৩৩২৪৪.৫১	৮৭০৩৩২৪৪.৫১	০০	২০৩২৮৩	১১৪৫৪১	১০০
৪৬	কুষ্টিয়া	৪৭৫	৪৯০	৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪	৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪	৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪	০০	৬৪১৫২	২৮৬৩৭	১১০
৪৭	চুয়াডাঙ্গা	৫৪২	১৪২	৩৫১৫৮৬২০.০৬	৩৫১৫৮৬২০.০৬	৩৫১৫৮৬২০.০৬	০০	৭৭০৩৩	৪১৩০০	১০০
মোট=		৪৯১৫	৯৬০১	৬১৭৯৩৮৬৮৯.৯	৬১৭৯১৭৩৮২.৫	৬১৭৯১৭৩৮২.৫	০	০০	৪০৮৪৩৫	
৪৮	বরিশাল	১১১৪	২৫৯৭	১১৭৪২৭৬১৪.০০	১১৭৪২৭৬১৪.০০	১১৭৪২৭৬১৪.০০	০০	২৩২১১৯	১২১৯৯১	১০০
৪৯	পিরোজপুর	৫৬২	১৭০৮	৬০৮৭১১৪৪.৩১	৬০৮৭১১৪৪.৩১	৬০৮৭১১৪৪.৩১	০০	৬৩৭৭০	৫২৯২০	১০০
৫০	বালকাঠি	৪৭২	৪৩২	৩৪৬৫৭৬৯০.০০	৩৪৬৫৭৬৯০.০০	৩৪৬৫৭৬৯০.০০	০০	৯৬৩৭১	৩৭০৯৫	১০০
৫১	ভোলা	৬৯১	৬৯৯	৭৭২২৫৮৬.০০	৭৭২২৫৮৬.০০	৭৭২২৫৮৬.০০	০০	৯৪০০০	৬৪৮৭১	১০০
৫২	বরগুনা	৮৯৫	৯১৮	৪২৩০০৮৬৪.০০	৪২৩০০৮৬৪.০০	৪২৩০০৮৬৪.০০	০০	৮৫৪৮৯	৬৮৭৫৪	১০০
৫৩	পটুয়াখালী	৬৮৫	২১৫০	৭৪৯২৬৬০৪.০০	৭৪৯২৬৬০৪.০০	৭৪৯২৬৬০৪.০০	০০	৭৫৫২৫	৫০৭০৬	১০০
মোট		৪৪১৯	৮৫০৪	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	৩৩৭৯০৬৫০২.৩১	০০	০০	৩৯৬৩৩৭	
৫৪	চট্টগ্রাম	১৩৭৩	৭৯৮	১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮	১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮	১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮	০০	৩০৭০৪৯	২১৫৯৮৪	১০০
৫৫	কক্সবাজার	৮৬০	৯৩৫	৭৯০৪৮৫১১	৭৯০৪৮৫১১	৭৯০৪৮৫১১	০০	১৫৯২৮১	৮৪৩৫১	১০০
৫৬	রাংগামাটি	১২	১৭৬	৫৪২৭৭২৬৭.৮	৫৪২৭৭২৬৭.৮	৫৪২৭৭২৬৭.৮	০০	১২০৬৯	১৪৮৫৪	১০০
৫৭	খাগড়াছড়ি	২১৬	১৯২২	৪২০৪২২৪৩.৮২	৪২০৪২২৪৩.৮২	৪২০৪২২৪৩.৮২	০০	৪২৩০১	৩৮৬৭৬	১০০
৫৮	বান্দরবান	১৭১	২১২১	৪৯১৩১৬২৬.৫৮	৪৯১৩১৬২৬.৫৮	৪৯১৩১৬২৬.৫৮	০০	২০৫৮৯	১৬৫৫৪	১০০
৫৯	কুমিল্লা	৯৮৪	৯৪৫	১৯১৪৮৪৮৩২	১৮৪২৫১৪৯৩.১	১৮৪২৫১৪৯৩.১	০০	৫০৯৫১৪	৩৫২৭৫৮	১০০
৬০	চাঁদপুর	৮৪	৩১৬	৮৮৮৯৩২৭২.৮৮	৮৮৮৯৩২৭২.৮৮	৮৮৮৯৩২৭২.৮৮	০০	১০১৫২৫	৫৯৯০০	১০০
৬১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০৬৬	১২৫৪	৮০৭২৭২৭৪.৭১	৮০৭২৭২৭৪.৩৬	৮০৭২৭২৭৪.৩৬	০০	১১২৭১৯	৪৯৪৮৮	৯৯.৪
৬২	নোয়াখালী	৪৯৫	১০০২	৯৮৩৩১৪৪৬	৯৮৩৩১৪৪৬	৯৮৩৩১৪৪৬	০০	২৯৬৩৭২	১২৭০১৯	১০০
৬৩	লক্ষ্মীপুর	১৮৩৩	৩১৬৭	৬১৭৩৯৬৫০.৩২	৬১৭৩৯৬৫০.৩২	৬১৭৩৯৬৫০.৩২	০০	৯৭৩৯৯	৪৮৬৩৮	১০০
৬৪	ফেনী	৪২১	১৯০	৪৮১১৫১০০	৪৮১১৫০৯২	৪৮১১৫০৯২	০০	১৪৯৭৫০	৭৫৩২১	১০০
মোট=		৭৫১৫	১২৮২৬	৯৭৬৪৫৮৩৮২.০৯	৯৬৯২২৫০৩৪.৮৪	৯৬৯২২৫০৩৪.৮৪	০০	৪১৬১০০৭	১০৮৩৫৪৩	



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন মহোদয় কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ার উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি

২.১৬ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সৃষ্টিভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছে-

২.১৬.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- (ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণ।
- (খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-
 - (১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
 - (২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
 - (৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
 - (৪) বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।
- (গ) কর্মসূচির উপকারভোগি বাছাই-এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবে:
 - (১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি;
 - (২) নদী ভাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.১৬.২ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

- (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৪০% দুঃস্থতা এবং ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।
- (খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলা ওয়ারি বরাদ্দ করবেন। পৌরসভা/উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিক পুনঃবরাদ্দ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- (গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃ ইউনিয়নব্যাপী/আন্তঃ পৌরসভাব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।
- (ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলাপ্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ সরাসরি আবেদনপত্র/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাবে।
- (ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।
- (চ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারী করতে হবে।
- (ছ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন। ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করতে হবে।

- (ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বছরের শুরুতেই একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁর অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিপত্র অনুসরণ করে এই থোক বরাদ্দ হতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- (ঞ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রকল্প গ্রহণের সময় স্বল্পতা ও বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের সুবিধার্থে নির্ধারিত নিয়মে পৌরসভা, উপজেলা ও নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক একটি সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোন পৌরসভা/উপজেলা/নির্বাচনী এলাকা হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা পাওয়া না গেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।
- (ট) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারবে। তবে এসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোন না কোন বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হবে।

২.১৬.৩ প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি

- (ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাবে-
- (১) বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;
 - (২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;
 - (৩) নালা নির্মাণ/ সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;
 - (৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত/ উন্নয়ন;
 - (৫) সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;
 - (৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;
 - (৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;
 - (৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গহণ করা যাবে না;
 - (৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করবার পরও তাহা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে।
 - (১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিশ্রুতিরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।
 - (১১) বর্ষের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে ধূয়ে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় সাইডে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লাভ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে।
 - (১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।
 - (১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/ বন্যা সীমার উর্ধ্বে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহ নির্মাণ।
 - (১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রিজ কালভার্ট মেরামত।
 - (১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ।
 - (১৬) মেরামতাব্যতীর্ণ রাস্তায় ও মেরামতাব্যতীর্ণ/সংস্কারাব্যতীর্ণ সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন।

- (১৭) মেরামতাত্মক রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাত্মক পুকুর/ জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ।
- (১৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউপি ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান, স্থানে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- (১৯) দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম এবং বায়োগ্যাস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ক্রমিক নং (১৮) এবং (১৯) এর জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.১৬.৪ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

- (ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত সকল রাস্তা বাছাইপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে রাস্তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই তালিকার বাইরে কোন রাস্তার প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে কমিটির পূর্বানুমোদন লাগবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।
- (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।
- (গ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ বরাদ্দ করতে পারবে। উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা না পাইলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।
- (ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাকজরিপ/ প্রাক্কলন (কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃ ইউনিয়ন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা, সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং উহার দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।
- (ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। ইহা ছাড়াও যেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সেক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে।
- (চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাকজরিপ ও প্রাক্কলন (কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তাহা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্তৃক কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।
- (ছ) পৌরসভা/উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করতে হবে।
- (জ) পৌরসভা/উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।
- (ঝ) অর্থ বৎসরের শুরুতেই পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রকল্প বাছাই পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পৌরসভায় প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌরসভার নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক জরিপ গ্রহণ করবেন এবং পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ পৌরসভা কমিটির সভায় চূড়ান্তক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে জেলা কর্তৃক কমিটির নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগতা, সরকারি/বেসরকারি/ সামাজিক/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং এর দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।
- (ঞ) জেলা কর্তৃক কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং জেলা প্রশাসক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অনুরোধ

করবেন। খাদ্যশস্য/নগদ টাকা মূল বরাদ্দ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পুনঃবরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ট) (১) পৌরসভা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই প্রত্যয়নসহ জেলা কর্তৃক কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাই- বাছাই উপকমিটি

পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
(নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকিলে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত প্যানেল চেয়ারম্যান)	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
সচিব, পৌরসভা	সদস্য
পৌরসভার নির্বাহী/ সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

(২) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে প্রত্যয়নসহ জেলা কর্তৃক কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাই-বাছাই উপকমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

২.১৬.৫ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

(ক) জেলা কর্তৃক কমিটি

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলাপ্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
৬।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৭।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য

১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৬।	উপ-পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

- (১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
- (২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারীকরণ।
- (৩) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
- (৪) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কি না উহার নিশ্চয়তা বিধান।
- (৫) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান।
- (৬) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরিকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করিবার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে উহার উপর যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (৭) বিচার্যধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৮) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ।
- (৯) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠান না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে এ সভা অনুষ্ঠান করা।
- (১০) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।
- (১১) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যানদ্বয়	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা.প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ৪জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

- (১) অর্থ বছরের শুরুতেই ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্তৃক কমিটিতে প্রেরণ।
- (২) প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- (৩) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- (৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- (৫) সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (৬) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।
- (৭) কমিটির সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/ নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- (৮) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়েই সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।
- (৯) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদন করা।
- (১০) ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবার ব্যবস্থা করা।
- (১১) পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক পিআইসি অনুমোদন করা।

২.১৭ বরাদ্দ আদেশ জারী, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বন্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ**(ক) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়ের সাধারণ শর্ত**

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হলেই সাধারণ বরাদ্দক্ষেত্রে নথিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তি ও খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করবেন।

১. প্রকল্প বাবায়ন কমিটি গঠন এবং তাহা পরিপত্র অনযায়ী অনুমোদন।
২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন (সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে সাইন বোর্ড প্রয়োজ্য হবে না)।
৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন।
৪. প্রিওয়ার্ক মেজারমেন্ট সম্পাদন ও মেজারমেন্ট রিপোর্ট নথিতে সংযোজন।
৫. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন নথিতে সংযোজন।
৬. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদিত প্রাক্কলন নথিতে সংযোজন।

(খ) বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে

- (১) জেলা কর্তৃক কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করে বরাদ্দ আদেশ (A.O.) জারি করবেন। একইসাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আনুসঙ্গিক খরচের খোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল

অফিসার,তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদা পত্র প্রেরণ করতে পারবেন।

- (২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য-সচিব পণ্য অধিযাচন ফরম(সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/জেলাপ্রশাসক এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদার যথার্থতা যাচাই পূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সে মোতাবেক উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন(ডি,ও প্রদান করবেন)। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ডিআরআরও/উপজেলা/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং এর প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
- (৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচিত ফরম (সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল উহার যথার্থতা যাচাই পূর্বক অর্পণাদেশ জারী করবার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার(উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার(উন্নয়ন) তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাউল/নগদ টাকা এর অর্পণাদেশ জারী করবেন।
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহার মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশবলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।
- (৫) ২(ঘ) ও ৪(খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলাপ্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলাপ্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।
- (৬) অনুমোদিতপ্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলন করতে হবে।
- (৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে.টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।
- (গ) **সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাদ্য/নগদ টাকা উত্তোলন আদেশ প্রদান**
- (১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলাপ্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করিয়া বরাদ্দ (A.O.) জারী করবেন। একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচের খোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবেন।
- (২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার চাহিদার যথার্থতা যাচাইপূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। উপজেলার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নথিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন।অন্যান্য বরাদ্দ ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি

কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন(D.O)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলাপ্রশাসক এর অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতাজনিত কারণে সম্পদ বা নগদ টাকা উত্তোলনের আদেশ জারি করা সম্ভব না হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত জেলাপ্রশাসক ডি,ও স্বাক্ষর করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন,বাস্তবায়ন এবং ইহা তদারকি প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। গৃহিত প্রকল্পসমূহ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা/পৌরসভা কমিটি দায়ী থাকবেন।

- (৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানগণ অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। পিআইও,তেজগাঁও সার্কেল উহার যথার্থতা যাচাই পূর্বক অর্পণাদেশ জারি করার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাল/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারি করবেন।
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহাঁর মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।
- (৫) ২(ঘ) ও ৪(খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলাপ্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলাপ্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।
- (৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম ঘরে উত্তোলন করতে হবে।
- (৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে: টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

২.১৮ অব্যয়িত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা

- (ক) প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অবশিষ্ট থাকবার কথা নহে। বিশেষত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উত্তোলনের কথা। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকল্পের কোন কারণে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থেকে যায় তা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেজন্য খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত খাদ্যশস্যের প্রচলিত একক মূল্য (সরকারের নির্ধারিত মূল্য)/উত্তোলনকৃত নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা দিয়ে, জমা নিশ্চিত হবার পর উহার চালানের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য/নগদ টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যানের নিকট হতে দ্বিগুণ হারে উহার মূল্য (সরকার নির্ধারিত মূল্য)/ নগদ টাকা আদায় করা হবে। প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে একক মূল্য/ নগদ টাকা এবং অনাদায়ী ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ মূল্য/দ্বিগুণ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান জমা দানে ব্যর্থ হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, সার্টিফিকেট/ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হবে।
- (খ) কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অব্যয়িত থাকলে তাহা অবশ্যই স্থায়ী রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- (গ) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান একক মূল্য/নগদ টাকা জমা করে দ্বিগুণ মূল্যের/দ্বিগুণ টাকার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনায় এই বিভাগের সচিব বরাবরে আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন মহোদয় কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

২.১৯ সোলার সিস্টেম স্থাপন/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার(টিআর/কাবিখা/খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/ মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড,সৌর সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

২.১৯.১ ভূমিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)/গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় ৫০% খাদ্যশস্য এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ৫০% নগদ টাকা স্কুল, কলেজ,মসজিদ,মাদ্রাসা, এতিমখানা,কমিউনিটি ক্লিনিক,হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে সোলারপ্যানেল স্থাপন এবং পরিবার, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ১৬৯(৪) নং স্মারকে নির্দেশনা জারী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিষয়ে জারীকৃত ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৭ ও ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৮ নং নির্দেশিকায় উক্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি টিআর/কাবিখার প্রচলিত প্রকল্প হতে ভিন্ন। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

২.১৯.২ প্রকল্পের প্রকারভেদ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকারের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে-

- ক) সোলার হোম সিস্টেম
- খ) সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড
- গ) সোলার সেচ পাম্প
- ঘ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট
- ঙ) উন্নত চুলা
- চ) সোলার স্ট্রিট লাইট

২.১৯.৩ এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন

- ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,এতিমখানা, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানসমূহ এবং দুঃস্থ পরিবারপর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।
- খ) সোলারহোম সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন অঞ্চল এবং আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.২১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

দেশব্যাপী উন্নত মানের সোলার হোম সিস্টেম,সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন করাসহ এর বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) এর নবায়নযোগ্য শক্তি সময়সূচির অধীনে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সক্ষমতা বিবেচনায় ইডকল কর্তৃক উপজেলা/পৌরসভা ভিত্তিক একটি করে সহযোগী সংস্থাকে মনোনয়ন দেয়া হবে। ইডকল মনোনীত উক্ত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপজেলা/পৌরসভা ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প যাচাই বাছাই করার নিমিত্তে গঠিত কমিটির সদস্য হবে এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুযায়ী একটি সমঝোতা চুক্তি/অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষরিত হবে (পরিশিষ্ট-১)। যে সকল উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় অদ্যাবধি ইডকলের সহযোগী সংস্থা মনোনয়ন দেয়া হয় নি সে সকল উপজেলা, জেলা এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সরবরাহকারী সংস্থা মনোনয়ন প্রদান করবেন।

২.১৯.৫ অর্থায়ন পদ্ধতি

প্রকল্প প্রণয়নের সময় ৫ বছরের ফ্রি সার্ভিসসহ প্রকল্প ব্যয় নিরূপণ করা হবে। এ ধরনের প্রকল্পটি টিআর/কাবিখা কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করবে-

- ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম হিসেবে প্রদান করবে;
- খ) প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়নক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০% (ত্রিশ) পরিশোধ করবে;
- গ) অবশিষ্ট ২০% (বিশ) অর্থ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জামানতের টাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথভাবে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে থাকবে। সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে উক্ত সংরক্ষিত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের তারিখ হতে প্রতি ১ (এক) বছর পর পর মোট সংরক্ষিত অর্থের ২০% (বিশ) হারে ছাড় করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ওনং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৪০.১৪/২১৫(৪), তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভ্যাট বা কোন উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারিকৃত নির্দেশিকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই ও অনুমোদন করা হবে।

২.১৯.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি

যে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার প্যানেল/ মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে উপযোগী সিস্টেম ডিজাইন ও প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইডকল মনোনীত সংস্থা প্রকল্প যাচাই বাছাই উপকমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

- ক) **সোলার হোম সিস্টেমঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে এবং দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে এধরনের সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামীণ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সোলারহোম সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। একশটি পরিবারের জন্য এধরনের একটি সিস্টেম ১০-৩০ ওয়াট পিক পর্যন্ত হতে পারে। মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানার-এর জন্য ৫০-১০০ ওয়াট পিক এবং মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুল, কলেজের জন্য ১০০-১০০০ ওয়াট পিক পর্যন্ত সিস্টেম হতে পারে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী হবে। এপ্রকল্পের অধীনে স্থাপিত প্রতিটি সোলারহোম সিস্টেমের দর্শনীয় স্থানে “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শ্লোগানটি প্রদর্শন করতে হবে।
- খ) **সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড সিস্টেম স্থাপনঃ** এ কর্মসূচির আওতায় কয়েকটি বাসা-বাড়ি, ছোট গ্রাম, হাট বাজার ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপন করা হবে। এ ধরনের সিস্টেম সাধারণত ১ কিলোওয়াট হতে ১০ কিলোওয়াট রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে। কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎহীন এলাকা/গ্রামে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি সিস্টেমের সমুদয় মূল্য টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদেয় হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে।
- গ) **সোলার সেচ পাম্প স্থাপনঃ** কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের স্থলে সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রকল্প সমুদয় মূল্যের অর্থ টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদান করা হবে। স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছর পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা

প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী হবে।

- ঘ) **বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপনঃ** টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় যে সকল পরিবারের ৪/৫টি বা এর অধিক সংখ্যক গবাদিপশু অথবা ২০০ বা তার অধিক লেয়ার মুরগি রয়েছে সে সকল পরিবারকে পারিবারিক পর্যায়ে রান্নার কাজে ব্যবহারসহ জৈবসার উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়েও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে। প্ল্যান্টের সমূদয় মূল্যের অর্থ টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। মাদ্রাসা/এতিমখানা/স্কুল/কলেজ এর ছাত্রনিবাস থাকলে, উক্ত ছাত্র নিবাসের মনুষ্য বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৫ অনুযায়ী হবে।
- ঙ) **উন্নত চুলা স্থাপনঃ** গ্রামীণ মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্ন বিত্তের পরিবারকে টিআর কর্মসূচি হতে উন্নত চুলা সরবরাহ করা যেতে পারে। স্থাপিত চুলার সমূদয় মূল্য টিআর প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এ সকল চুলা স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট -৬ অনুযায়ী হবে।
- চ) **টিআর/কাবিখা প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রযুক্তির আনুমানিক মূল্য (সার্ভিস চার্জসহ) :** পরিশিষ্ট-৭ এ সংযুক্ত করা হল। এ মূল্য সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এবং ইডকল সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ মূল্য সংশোধনপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টগণকে অবহিত করা হবে।

২.১৯.৭ ইডকল-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ

টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ তারিখে জারীকৃত নির্দেশিকার ০৮ (ক), ০৮ (ঙ), (ছ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক জেলা কর্ণধার কমিটি, উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, পৌরসভা এলাকাঅবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন কমিটি গুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সোলার প্যানেল, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা বিষয়ক ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে থাকবেন। ইডকল তার মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাসমূহে ইডকল মনোনীত সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৯.৮ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন

সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিবীক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ইডকল-এর মাধ্যমেও এধরনের প্রকল্পগুলি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনে ইডকল যে কোন প্রকল্প পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উপজেলা কাবিখা/টিআর কমিটির পাশাপাশি ইডকল নিজস্ব তদারকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সোলার, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রম, মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

২.১৯.৯ উপজেলা তদারকি কমিটি

উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এই সার্কুলারের আওতায় স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলাস্থাপন বিষয়ক অতিরিক্ত তদারকির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। সে লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়।

উপজেলা তদারকি কমিটি

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
২।	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
৩।	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য
৪।	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৫।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	-	সদস্য
৬।	উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	-	সদস্য
৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	-	সদস্য-সচিব

২.১৯.১০ তদারকি কমিটির কার্যপরিধি

- ১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের তদারকি পর্যালোচনা করবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;
- ২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে;
- ৩) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটিকে কাজের অগ্রগতি তদারকি বিষয়ে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

বিভাগওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর-ঢাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ সীট

ক্র নং	জেলা নাম	জেলা র সংখ্যা	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উন্মোচিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	রাশ্তা (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা	
								সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা
১	ঢাকা	১৩	৮১৬০	১২১৭৫৭৬৮৯১.৫৫ ৮	১২১০৯০২৩৭৮.৪ ০৮	১২১০৭৯৪৭০৮.১ ৩৮	১০৭৬৭ ০.২৭	৬৩৫৩	৩৩৬৫৭.৩৪৯ ০২	৩৩০৮৬৮১	২১৬৯৭৫৯
২	ময়মনসিংহ	৪	৪১০৪	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	০০	৩৬৩২	১৩২৯.৪৪৯	৬০৫২০৯	২৬৮৬৬৪
৩	বরিশাল	৬	৪৭৩০	৫৮১১৪৬৪২৮.৪	৫৮০৭৯০৪৩০.৪	৫৮০৭৯০৪৩০.৪	০০	৩১৭২	১৩১৫.৯৩	৮৭২৩০৬	২৪৪৬২২
৪	চুফ্রাম	১১	৭৯৯১	২২২২০৭৭৮৮৯.০৮৮	২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮	২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮	০০	৬৬৩১	৪৪২৫.১৪১	১৯১৪৩৬৩	১০২৬৪৩২
৫	রাজশাহী	৮	৩৭৮০	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	০০	৩১৮২	১২১৩.০৫২	২৮২১২৬৮	১৯৪৮৬০৬
৬	রংপুর	৮	৭৩২৬	৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২	৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯	৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯	০০	৬৭১২	৯৯৬.১০৬	১১৯৮১৬৭	৪৫৫৪১২
৭	খুলনা	১০	৪০৭৭	১০৬৭৮৬৪২৭৭	১০৬৭১৯১৪৭৯	১০৬৭০৯১৪৭৯	১০০০০	৩০৫৮	১১১৩.০৬৯	৮৯৫৯৭৫	৪০৭৬৫৮
৮	সিলেট	৪	২৪৪২	৩৭৫১৯৩৬২০.১১	৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩	৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩	০০	২৪৪২	৩২৭৬.৩২০২	১৩৩৭.০৯৩	৬৪৮১০৬
সর্বমোট		৬৪	৫৪৯৭০	৮৬৫৫৮১১৫৯৮.৭২৬	৮৬৩৭৩৬৮৬৭০.৩৯৬	৮৬৩৭০৫৩৩০.১২৬	৩১৫৩৪০ .৫৪	৪৫১৬৭	৮২৩১৩.১৮৬২ ২	১৫৫৩১১৯৩.০৯ ৩	৯৬০৭৬৮২

জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর-ঢাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ সীট ।

ক্র নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	রাস্তা (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা	
০১.	ঢাকা	৬০৯	২৬৫৬২১২৫৫.০৭	২৬০৬৬২৯৫২.২৯	২৬০৬৬২৯৫২.২৯	০০	৫৮৪	৭৩৮.০৬৫	৪৯৪২৫৪	২৬৬৮৫৩	১০০
০২.	গাজীপুর	৪০০	৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫	৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫	৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫	০০	১৯২	৬৫৯৫.৮৪৬	৭৫৫৮৮১	৫৭০২১৮	৯৯.৬৭
০৩.	নারায়নগঞ্জ	৩১৬	৩৭০৭৬০০২.২১	৩৭০৭৬০০২.২১	৩৭০৭৬০০২.২১	০০	৪৭৪	৪৬.৬৬৭০২	৬২৬৪৮	১৬৮০৪	১০০
০৪.	মানিকগঞ্জ	৪৯৩	৫৩১৩৭৫৯০	৫২৪৭৪৪২৪	৫২৪৭৪৪২৪	০০	৪৬১	১০২.০৯	২৮৯৬২	৩৩৪২৯	১০০
০৫.	টাংগাইল	১৮১৯	১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮	১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮	১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮	০০	৫৭৮	১৪৮.০৯	৭০৯৫১১	৩৮৫১৬৪	১০০
০৬	কিশোরগঞ্জ	১২২৪	১১৩৭৬০৫৫০	১১৩৭৬০৫৫০	১১৩৭৬০৫৫০	০০	১১২৪	৪৮৪১.১০৬	৪৭৮২৩০	৩৩৪৯৪০	১০০
০৭.	ফরিদপুর	৬৩৪	৮২৪৪৫২৬৮.৭৪	৮১৬৭২২৬৯.৩৭	৮১৬৭২২৬৯.৩৭	০০	৫৭৬	৯৫.৯৯	১০৬০৬৪	৮১৩৩১	১০০
০৮.	নরসিংদী	৭৬৮	৭৭২৭৫৭৪৫.৮	৭৬৯৯৫৭৪৫.৮০	৭৬৯৯৫৭৪৫.৮০	০০	৫৯১	১১৬.৫৮২	৩১০৯৪২	১৯৮২৮২	১০০
০৯.	মুন্সিগঞ্জ	২৫০	৫৭৭৭৪১৩৫.৮৬	৫৭৭৭৪১৩৫.৮৬	৫৭৬৬৬৪৬৫.৫৯	১০৭৬৭ ০.২৭	২১৪	৩৪.৭১৭	৬৯৮৭৩	১৪৩৯২	৯৩.০৭
১০.	মাদারীপুর	৫২৮	৯২৭৬৮২৪২.৪২	৯২৭৬৮১৯৭.৪২	৯২৭৬৮১৯৭.৪২	০০	৪৭৪	২৫০.৭২	৫২৫৮৯	৪৫৮২৯	১০০
১১	শরিয়তপুর	৩৮২	১৪০১১৫৭২০	১৪০১১৫৭২০	১৪০১১৫৭২০	০০	৩৫২	১২৭৯৫.৯০৬	১০৮৪৮৮	৯৯২৭৫	১০০
১২	রাজবাড়ী	৩৮৯	৪৯৩৮১৬৩৭	৪৯৩৮১৬৩৭	৪৯৩৮১৬৩৭	০০	৪৫৯	৪৯৮.৫৭	৮৯৫৮৭	৮৭২৫৪	১০০
১৩	গোপালগঞ্জ	৩৪৮	৫৮৩৭৭৪৫৩.০২	৫৮৩৭৭৪৫৩.০২	৫৮৩৭৭৪৫৩.০২	০০	২৭৪	৭৩৯৩	৪১৬৫২	৩৫৯৮৮	১০০
মোট=		৮১৬০	১২১৭৫৭৬৮৯১.৫৫	১২১০৯০২৩৭৮.৪০	১২১০৭৯৪৭০৮.১৩	১০৭৬৭ ০.২৭	৬৩৫৩	৩৩৬৫৭.৩৪৯	৩৩০৮৬৮১	২১৬৯৭৫৯	
১৪	ময়মনসিংহ	১১২৮	২৭৮৫৪৫৩১২	২৭৮৫৪৫৩১২	২৭৮৫৪৫৩১২	০০	১০৮০	৪৭৭.৫০৯	১৬৩০১৮	৭২১৮৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	১০০৩	১০১৪১১৭৬২	১০১৪১১৭৬২	১০১৪১১৭৬২	০০	৮৩৮	৪৬৮.৮	১২৫৭১৯	৭১৯৯৩	১০০
১৬	জামালপুর	১৫২৫	৯৮৯৮৩৪৫০.৬২	৯৮৯৮৩৪৫০.৬২	৯৮৯৮৩৪৫০.৬২	০০	১৪৭৪	১৫৮.৯৪	২৮০৬৭১	১০২২৯২	১০০
১৭	শেরপুর	৪৪৮	৫৯৫০৩৮৯৪	৫৯৫০৩৮৯৪	৫৯৫০৩৮৯৪	০০	২৪০	২২৪.২	৩৫৮০১	২২১৯৫	১০০
মোট=		৪১০৪	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২	০০	০০	১৩২৯.৪৪৯	৬০৫২০৯	২৬৮৬৬৪	
১৮	বরিশাল	১১৯৫	১২৬৫৫৫৪৭৬	১২৬৫৫৫৪৭৬	১২৬৫৫৫৪৭৬	০০	১০৮৭	১৮৩.৪৪৭	১৪৬৭২৩	৫১৫৬৭	১০০
১৯	পিরোজপুর	৩৮৩	১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০	১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০	১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০	০০	৩৩৬	৭৫.৭০	৫১০৪৭০	৪১১৮০	১০০
২০	ঝালকাঠি	৬৩০	৪০০৫০৮৩৭	৩৯৬৯৪৮৩৯	৩৯৬৯৪৮৩৯	০০	৪৯১	৮২.৪৭৫	৪০২০৬	২১৪৬২	১০০
২১	ভোলা	৫০৪	৭৭২৭৭৮৫১	৭৭২৭৭৮৫১	৭৭২৭৭৮৫১	০০	৩০৭	৪১১.৪৭	৪৪৮১৭	৩০৬৫৪	১০০
২২	বরগুনা	৭৮০	১৭৬৩৩৬৮২	১৭৬৩৩৬৮২	১৭৬৩৩৬৮২	০০	৫৮১	১১৪.৫৫৮	২৫৭৭৫	৩২৫৫৭	১০০
২৩	পটুয়াখালী	১২৩৮	১৬৮৯৭৯৬৪৩	১৬৮৯৭৯৬৪৩	১৬৮৯৭৯৬৪৩	০০	৩৭০	৪৪৮.২৮	১০৪৩১৫	৬৭২০২	১০০
মোট=		৪৭৩০	৫৮১১৪৬৪২৮.৪	৫৮০৭৯০৪৩০.৪	৫৮০৭৯০৪৩০.৪	০০	০০	১৩১৫.৯৩	৮৭২৩০৬	২৪৪৬২২	
২৪	চট্টগ্রাম	১৫৬৪	২৩৪৯৬৮৭১০.১৪	২৩১৬৩২৭১০.১৪	২৩১৬৩২৭১০.১৪	০০	১৩৬৩	১৭.৯৯	৪৫২৭৮৩	২৮৮৬৮৯	৯৮.৫৮
২৫	কক্সবাজার	৩৭১	৮২১৭৭১১৩.০০	৮২১৭৭১১৩.০০	৮২১৭৭১১৩.০০	০০	৩২৩	৭০.৯২৫	১৩১৮২৮	৭০১৩৮	১০০
২৬	রাংগামাটি	৪৭৭	১২১৫০৬৮৩৭.১৪	১২১৫০৬৮৩৭.১৪	১২১৫০৬৮৩৭.১৪	০০	৪৭৭	৪৬১.০৫	১১১৭৫	১৫৭৬৭	১০০
২৭	খাগড়াছড়ি	১০৫	১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯	১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯	১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯	০০	৯৯	৬৭.৭২	৬৮৯৪৪	৫১২০০	১০০
২৮	বান্দরবান	৭১	৬১৪১১৯২৩.৯৭	৬১৪১১৯২৩.৯৭	৬১৪১১৯২৩.৯৭	০০	৬৫	৬১৬.৫৩৪	২২২৪৮	২০১৫৮	১০০
২৯	কুমিল্লা	১৫৮১	১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০	১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০	১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০	০০	১৩২৮	১৩৭২.৭৪৮	৫৭২৩০৮	২৭১৮২১	১০০
৩০	চাঁদপুর	১২৯৫	৯৯৪৬৬২৮০.৮৬	৯৯৪৬৬২৮০.৮৬	৯৯৪৬৬২৮০.৮৬	০০	১০৪৪	২১৯.৩৬৮	১১৫৩৪৪	৬৮৫৮১	১০০
৩১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯১১	১০৭৪২৫৬৭৩.৯৯৮	১০৭৪০৫৬৭৩.৯৯৮	১০৭৪০৫৬৭৩.৯৯৮	০০	৭৩৬	১১২৭.৮৪৭	৯৪৬০৫	৪৯৪২৫	৯৯.৫৪
৩২	নোয়াখালী	১১৯৬	১০১৬৯৬১৭৮.৮৫	১০১৬৯৬১৭৮.৮৫	১০১৬৯৬১৭৮.৮৫	০০	৮১০	১৮৮.৯২৯	২৪৬১২২	৮২০৩৯	১০০
৩৩	লক্ষ্মীপুর	৮৫	৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭	৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭	৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭	০০	৮৪	৪২.০০	৫৯৬৩২	২৭৭১৯	১০০
৩৪	ফেনী	৩৩৫	৫৬২৪৬৩৬৭.০৭	৫৬২৪৬৩৬৭.০৭	৫৬২৪৬৩৬৭.০৭	০০	৩০২	২৪০.০৩	১৩৯৩২৪	৮০৮৯৫	১০০
মোট=		৭৯৯১	২২২২০৭৭৮৮৯.০৮৮	২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮	২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮	০০	৬৬৩১	৪৪২৫.১৪১	১৯১৪৩৬৩	১০২৬৪৩২	

ক্র নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উল্লোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	রাস্তা (কি.মি.)		উপকারভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	পুরুষ	মহিলা	
৩৫	রাজশাহী	২৮৫	১০৯৫৭২০৩২.৩৫২	১০৯৫৭২০৩২.৩৫২	১০৯৫৭২০৩২.৩৫২	০০	২৮৫	২৫৭.৪২৫	৪৯৬৭৭০	২৩২৫০৩	১০০
৩৬	চাপাইনবা বগঞ্জ	৯৭	৮৩৫৭৫১৩৬.০০	৮৩৫৭৫১৩৬.০০	৮৩৫৭৫১৩৬.০০	০০	৯৭	২৩৩.২১	১৭২০১৫	১৪৬৮০৮	১০০
৩৭	নওগাঁ	৯৮৪	১৭৪৮৯৫৯০৭.০০	১৭৪৮৯৫৯০৭.০০	১৭৪৮৯৫৯০৭.০০	০০	৩৮৬	১০১.৫৬৭	২৬৭৮০৪	৩৯৯৫০০	১০০
৩৮	নাটোর	৯৭৫	১৩৪০৮৫০১৮.১০	১৩৪০৮৫০১৮.১০	১৩৪০৮৫০১৮.১০	০০	৯৭৫	৮১.৬৪	১১৭৫৯৫	৮১১২০	১০০
৩৯	পাবনা	৩১৫	৯০২৮৮৬৯১.০৩	৯০২৮৮৬৯১.০৩	৯০২৮৮৬৯১.০৩	০০	৩১৫	১৪৯.৫১৮	৪৬০৫০৬	৪৫৯১৯৭	১০০
৪০	বগুড়া	৩৬৫	২০২২৪০৯৫০.০৮৪	২০২২৪০৯৫০.০৮৪	২০২২৪০৯৫০.০৮৪	০০	৩৬৫	৭৮.৭২২	২৪২৬১০	৩৪০৬১৮	১০০
৪১	জয়পুরহাট	১৬৮	৫০৩৭৬৪৮০.০০	৫০৩৭৬৪৮০.০০	৫০৩৭৬৪৮০.০০	০০	১৬৮	১৫৫.৪৮৫	৫৩১৯৮৪	১৪৪৪৩০	১০০
৪২	সিরাজগঞ্জ	৫৯১	১১৩৮২২৪৭৫.৪৮	১১৩৮২২৪৭৫.৪৮	১১৩৮২২৪৭৫.৪৮	০০	৫৯১	১৫৫.৪৮৫	৫৩১৯৮৪	১৪৪৪৩০	১০০
মোট=		৩৭৮০	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬	০০	৩১৮২	১২১৩.০৫২	২৮২১২৬৮	১৯৪৮৬০৬	
৪৩	রংপুর	১০৯৪	২১৩৬১৩০২৩.০০	২১৩৬১৩০২৩.০০	২১৩৬১৩০২৩.০০	০০	১০৯৪	৫৫.৫৩০	৭১৬৯৬	১৫৯৬১	১০০
৪৪	দিনাজপুর	১৪২৮	৯৩৮০৪৬৯১.৭৬	৯৩৮০৪৬৯১.৭৬	৯৩৮০৪৬৯১.৭৬	০০	৩৩৯৯	৩৩.৯৭	৫৩১৯৮৪	১৪৪৪৩০	১০০
৪৫	ঠাকুরগাঁও	২২৪৯	৫৪৬৬০৬১৮.৩৪	৫৪৬৬০৬১৮.৩৪	৫৪৬৬০৬১৮.৩৪	০০	১১৮	৬০.১০	৮৪৩০৮	৪১৪৭৬	১০০
৪৬	পঞ্চগড়	১০৮	১০২৭৭২৮৬৮.০০	১০২৭৭২৮৬৮.০০	১০২৭৭২৮৬৮.০০	০০	১০৮	৫৭.২৮	৫৭৭৯০	৪০১৭৯	১০০
৪৭	লালমনিরহাট	১০০৬	১১৫৪২৬৮২২.১৭	১১৫৪২৬৮২২.১৭	১১৫৪২৬৮২২.১৭	০০	১০০৬	১৯৬.৭০১	৭৫১৭৯	৪৪১৩০	৯৯.৯৫
৪৮	গাইবান্ধা	৪৩৯	১৭২৮৬৫৫৫৫.৬০	১৭২৮৬৫৫৫৫.৬০	১৭২৮৬৫৫৫৫.৬০	০০	৪৩৯	১৯৭.৯১২	১৬১৫৩৪	৭৫৪৩৮	১০০
৪৯	কুড়িগ্রাম	৮৪৬	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	০০	৩৯২	১৯৬.৭০১	১৮৪৪৬৪	৭৫৪৭০	১০০
৫০	নীলফামারী	১৫৬	৫৬৯৫৫৫৫৫.২৩	৫৬৭৮৫১৯৩.২৩	৫৬৭৮৫১৯৩.২৩	০০	১৫৬	১৯৭.৯১২	৩১২১২	১৮৩২৮	১০০
মোট=		৭৩২৬	৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২	৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২	৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২	০০	৬৭১২	৯৯৬.১০৬	১১৯৮১৬৭	৪৫৫৪১২	
৫১	খুলনা	২০৪	১৮৮৩২৫১২৭.৯৮	১৮৭৯৫৫৭২৬.৫৬	১৮৭৯৫৫৭২৬.৫৬	০০	১১২	২৩.৮৬	৮৩০৭৩	৭৪৭৭৩	১০০
৫২	যশোর	৪২৮	১২১৮৩২১০৬.৮৩	১২১৮৩২১০৬.৮৩	১২১৮৩২১০৬.৮৩	১০০০০	৪০২	১০১.৫	৬৮৫০০	৪৭৪৬	১০০
৫৩	মেহেরপুর	৩৪০	৩২৬৮৬৫৬৩.৯১	৩২৬৮৬৫৬৩.৯১	৩২৬৮৬৫৬৩.৯১	০০	১৮৯	১০২.০০০	৬৭৮৫০	৩৪০৫৩	১০০
৫৪	বিনাইদহ	১৮৫	৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮	৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮	৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮	০০	১৮৫	৯৮.৩৭১	১০৯৬৯৫	৩২০০০	১০০
৫৫	মাগুরা	৪০১	৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২	৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২	৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২	০০	৩৯৭	৪৫.০০০	১২৮৬৫০	৪৬১২৫	১০০
৫৬	নড়াইল	৫২০	৮৯১২০৮২১.১৬	৮৯১২০৮২১.১৬	৮৯১২০৮২১.১৬	০০	৩৯৬	৩৯৬	৩২৮৯৫	২২৩৩০	১০০
৫৭	সাতক্ষীরা	৮০৪	৮৫০৪১৬২৮.০৬৮	৮৫০৪১৬২৮.০৬৮	৮৫০৪১৬২৮.০৬৮	০০	৫০৫	১৭৬.৭০৭	৫৩৩৮৪	১২৬১৪	১০০
৫৮	বাগেরহাট	৬০৮	১৬৭৮২২৭৪৭.৩৪	১৬৭৮২২৭৪৭.৩৪	১৬৭৮২২৭৪৭.৩৪	০০	৫১৭	৬৬.৮২১	২১৮৪০১	১০৮৬২০	১০০
৫৯	কুষ্টিয়া	৪৩৩	১১০৭১৮৩৮.৫৭	১১০৭১৮৩৮.৫৭	১১০৭১৮৩৮.৫৭	০০	২৩২	৫৮.৭৮	৯৬৭২৭	৩০২২৭	১০০
৬০	চুয়াডাঙ্গা	১৫৪	৯৯৪৭৫৮২১.৩৮	৯৯৪৭৫৮২১.৩৮	৯৯৪৭৫৮২১.৩৮	০	১২৩	৪৪.০৩	৩৬৮০০	৪২১৭০	১০০
মোট=		৪০৭৭	১০৬৭৮৬৪২৭৭	১০৬৭১৯১৪৭৯	১০৬৭১৯১৪৭৯	১০০০০	৩০৫৮	১১১৩.০৬৯	৮৯৫৯৭৫	৪০৭৬৫৮	
৬১	পিলেট	১৩০১	১১১১৮৫৩৫৪.১৯	১১০৮১৯৯১০.৮১	১১০৮১৯৯১০.৮১	০০	১৩০১	১২১.৬৯১	১৯৬৭৩৯	১১৯১৭৬	১০০
৬২	সুনামগঞ্জ	৪৫৫	১১২৫২৫৭৩০.৫৭	১১২৫২৫৭৩০.৫৭	১১২৫২৫৭৩০.৫৭	০০	৪৫৫	০	৫৮১০	৫৮১০	১০০
৬৩	মৌলভীবাজার	২৬৭	৭৬৯৫২৪২২.১৪	৭৬৯৫২৪২২.১৪	৭৬৯৫২৪২২.১৪	০০	২৬৭	৩০৬৭.২১৪	৭৮৪৮৭৫	৩১৮২০৯	১০০
৬৪	হবিগঞ্জ	৪১৯	৭৪৫৩০১১২.৪১	৭৪৫৩০১১২.৪১	৭৪৫৩০১১২.৪১	০০	৪১৯	৮৭.৪১৫২	৩৪৯৬৬৯	২০৪৯১১	১০০
মোট=		২৪৪২	৩৭৫১৯৩৬২০.১১	৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩	৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩	০০	০০	৩২৭৬.৩২০	১৩৩৭.০৯৩	৬৪৮১০৬	

বিভাগওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের সারাংশ সীট।

ক্র নং	জেলার নাম	জেলা র সংখ্যা	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা
১	ঢাকা	১৩	৮৮৩৪	১৪২০৭	১৪৮০৫২৭৪১১.২৭	৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২	৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২	০০	৩২৯৮৮২৫	২০৯৭৮১৭
২	ময়মনসিংহ	৪	২৩৪৩	৯৯২৭	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	০০	৫৪৬২০৯	২৯৯৩৬৪
৩	বরিশাল	৬	৩৮৪১	৮৫৬৫	৩৫২৩২৯৩৭৪.৬২	৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২	৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২	০০	৭৯৪৯৪১	২৫৪৬৭৭
৪	রাজশাহী	৮	৬২২৩	৪৯৪৩	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	০০	২৪৬১৯৫০	১৬৩৩৫৭৬
৫	রংপুর	৮	১১৭৪৮	৮৮২৬	৬৬২৩৭১৯৮৫.৮৩৮	৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮	৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮	০০	১১৬৪০৬০	৭৬১৬৩৮
৬	চট্টগ্রাম	১১	৭৪৫৬	১৪৩২৩	৯৫৬৪৭০০৭৪.৮	৯৫২৭১৭০১৫.২৪৪	৯৫২৭১৭০১৫.২৪৪	০০	১৮০৬৭২৩	১০৩১২৯২
৭	খুলনা	১০	৪৯৯৭	১০০৩৬	১৭৬৬২৭০০০৮৪.২৮৬	১৭৬৬২৩৫৩৬৬৯.৬০৬	১৭৬৬২৩৫৩৬৬৯.৬০৬	০০	৬১৩৫৪৬	৩৬২৮৩৭
৮	সিলেট	৪	৫৯৭০	৭০৬৬	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	০০	১৩৩৭০৯৩	৬৪৮১০৬
সর্বমোট=		৬৪	৫১৪১২	৭৭৮৯৩	৬৮৬৪২৬৫৮৬৫১.৭৭৮	৬৭৯৯৬৪২৫৮৫০.০৯২	৬৭৯৯৬৪২৫৮৫০.০৯২	০০	১২০২৩৩৪৭	৭০৮৯৩০৭

জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের সারাংশ সীট

ক্র. নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দকৃত টাকা	উন্মোচিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		ব্যয় (%)
		স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা	
০১.	ঢাকা	১০৩২	৭১১	২১৩৯৮৭৭৯০.৩৯	১৩২৩৭৫৬১২.৭৪	১৩২৩৭৫৬১২.৭৪	০০	৪৯৪২৫৪	২৬৬৮৫৩	১০০
০২.	গাজীপুর	৮৪৯	৩২৭	৭৩২৮০৮৪৫.০৭	৭৩২৮০৮৪৫.০৭	৭৩২৮০৮৪৫.০৭	০০	৭৫৫৮৮১	৫৭০২১৮	১০০
০৩	নারায়নগঞ্জ	৬৯৪	১৮৮	৬৩৫৯৩৮৭২৩.৪৮	৬৩৫৯৩৮৭২৩.৪৮	৬৩৫৯৩৮৭২৩.৪৮	০০	৬২৬৪৮	১৬৮০৪	১০০
০৪.	মানিকগঞ্জ	৪৯১	১২৬২	৪৬২২৯৫৫২	৪৩৪৪৬১৭৪	৪৩৪৪৬১৭৪	০০	২৮৯৬২	৩৩৪২৯	১০০
০৫	টাংগাইল	৬৪৩	৪২৮৩	৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮	৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮	৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮	০০	৭০৯৫১১	৩৮৫১৬৪	১০০
০৬	কিশোরগঞ্জ	৭৬৯	১৭৯৭	৯৬৯০২২৬২	৯৬৯০২২৬২	৯৬৯০২২৬২	০০	৪৭৮২৩০	৩৩৪৯৪০	১০০
০৭	ফরিদপুর	৭৭৪	১৬১৪	৭১২২৪০৫২.৮	৭১০৯৪৮২৭.৮	৭১০৯৪৮২৭.৮	০০	১০৬০৬৪	৮১৩৩১	১০০
০৮	নরসিংদী	৯০২	৩৬৮	২৭৪৭১০৪২.০১	২৭৪৭১০৪২.০১	২৭৪৭১০৪২.০১	০০	৩১০৯৪২	১৯৮২৮২	১০০
০৯.	মুন্সিগঞ্জ	৪৯৬	২৬২	৫০১৮৬২৪০.৮২	৫০১৮৬২৪০.৮২	৫০১৮৬২৪০.৮২	০০	৭২১৩৯	১৪৮২৭	১০০
১০.	মাদারীপুর	৬০৫	৮০০	৫২৩৮৬৮৩৭.০৭	৫১৯৬১৯০৫.৩৭	৫১৯৬১৯০৫.৩৭	০০	৫১১৩৯	৪৪৩২৮	১০০
১১	শরিয়তপুর	৫০৩	১৪৬৮	৫৮২০৪৬১৮	৫৮২০৪৬১৮	৫৮২০৪৬১৮	০০	১২৮৪৮৮	৯৫৭৭৫	১০০
১২	রাজবাড়ী	৪৮৭	৪৬৪	৫৬৪৭১৮০৮	৫৬৪৭১৮০৮	৫৬৪৭১৮০৮	০০	৫৮৪১৫	২৪৫৭৮	১০০
১৩	গোপালগঞ্জ	৫৮৯	৬৬৩	২৮৯০৮৭৭১.৭৫	২৮৯০৮৭৭১.৭৫	২৮৯০৮৭৭১.৭৫	০০	৪২১৫২	৩১২৮৮	১০০
মোট		৮৮৩৪	১৪২০৭	১৪৮০৫২৭৪১১.২৭	৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২	৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২	০০	৩২৯৮৮২৫	২০৯৭৮১৭	
১৪	ময়মনসিংহ	৭৬৮	৬৫৪৭	১৬৯২৯৭৭৮৯	১৬৯২৯৭৭৮৯	১৬৯২৯৭৭৮৯	০০	১৬১০১৮	৭২১৮৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	১৫২	৬২৬	১১৩৯৮৮১২১	১১৩৯৮৮১২১	১১৩৯৮৮১২১	০০	১৪২৭১৯	৮৯৯৯৩	১০০
১৬	জামালপুর	১১২৫	৯১৪	৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪	৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪	৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪	০০	২১০৬৭১	১১১২৯২	১০০
১৭	শেরপুর	২৯৮	১৮৪০	৫১৮২৭৯৯০	৫১৮২৭৯৯০	৫১৮২৭৯৯০	০০	৩১৮০১	২৫৮৯৫	১০০
মোট		২৩৪৩	৯৯২৭	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪	০০	৫৪৬২০৯	২৯৯৩৬৪	
১৮	বরিশাল	৮৫০	২৮৩৫	১০৯০৩৭০৫৮	১০৯০৩৭০৫৮	১০৯০৩৭০৫৮	০০	১৩৬৭২৩	৭৮৫৬৭	১০০
১৯	পিরোজপুর	৫৮০	১৮৭৮	৫৮৪৮৯২২৪.৬২	৫৮৪৮৯২২৪.৬২	৫৮৪৮৯২২৪.৬২	০০	৫০৪৭০	৪১১৮০	১০০
২০	ঝালকাঠি	৪৯৬	২৮১	১৮৭১৪৩৩৭	৩৪১৫৮৮৩৬	৩৪১৫৮৮৩৬	০০	৫০২০৬	১৯৪৬২	১০০
২১	ভোলা	৪৫৯	৭২৫	৭৩৯৭২৪৪৯	৭৩৯৭২৪৪৯	৭৩৯৭২৪৪৯	০০	৪২৮১৭	৩২৬৫৪	১০০
২২	বরগুনা	৮৮৫	৭৩৮	১৫১৮৬১৪০	১৫১৮৬১৪০	১৫১৮৬১৪০	০০	৪১৫৭৭১	২৩২৬৮	১০০
২৩	পটুয়াখালী	৫৭১	২১০৮	৭৬৯৩০১৬৬	৭৬৯৩০১৬৬	৭৬৯৩০১৬৬	০০	৯৮৯৫৪	৫৯৫৪৬	১০০
মোট		৩৮৪১	৮৫৬৫	৩৫২৩২৯৩৭৪.৬২	৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২	৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২	০০	৭৯৪৯৪১	২৫৪৬৭৭	
২৪	রাজশাহী	৪১৪	১৮৯	৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮	৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮	৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮	০০	৪৯৬৭৭০	২৩২৫০৩	১০০
২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৮৮	৮৭	৫১৭০০৪৯১.৪৮	৫১৭০০৪৯১.৪৮	৫১৭০০৪৯১.৪৮	০০	১৭২০১৫	১৪৬৮০৮	১০০
২৬	নাটোর	২৯৬	১৯১	৬৬৮২১০৬৪.৯৩	৬৬৮২১০৬৪.৯৩	৬৬৮২১০৬৪.৯৩	০০	১১৭৫৯৫	৮১১২০	১০০
২৭	নওগাঁ	৬১০	৭৩৭	৮৫৮৬৫৯৯৭.০০	৮৫৮৬৫৯৯৭.০০	৮৫৮৬৫৯৯৭.০০	০০	৪০৩০৪০	১৯৩৬৬১	১০০
২৮	জয়পুরহাট	২৬৪	৪২৯	৩৫২০৬৪৬৫.০০৬	৩৫২০৬৪৬৫.০০৬	৩৫২০৬৪৬৫.০০৬	০০	৩৭৪৩০	৩৫২৩৯	১০০
২৯	বগুড়া	২১৪৭	৪৪৬	১০০৩৯৩৪৮২.৮	১০০৩৯৩৪৮২.৮	১০০৩৯৩৪৮২.৮	০০	২৪২৬১০	৩৪০৬১৮	১০০
৩০	পাবনা	১১৪৫	৮৪৪	৮৩৬১৯২১৩.৫৬	৮৩৬১৯২১৩.৫৬	৮৩৬১৯২১৩.৫৬	০০	৪৬০৫০৬	৪৫৯১৯৭	১০০
৩১	সিরাজগঞ্জ	৭৫৯	২০২০	৯৫৬৯৭৩০৪.১২	৯৫৬৯৭৩০৪.১২	৯৫৬৯৭৩০৪.১২	০০	৫৩১৯৮৪	১৪৪৪৩০	১০০
মোট		৬২২৩	৪৯৪৩	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪	০০	২৪৬১৯৫	১৬৩৩৫৭৬	

ক্র. নং	জেলা নাম	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার (%)
		স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম					পুরুষ	মহিলা	
	রংপুর	২৫৩৯	৮৪৩	৯৩৭৬৯৬৫৭.০০	৯৩৭৬৯৬৫৭.০০	৯৩৭৬৯৬৫৭.০০	০০	৩১৬৯৬	১৫৯৬২	১০০
৩৩	দিনাজপুর	৭৫৯	২০২০	২১০৩৪৪১০১.২৭৬	২১০৩৪৪১০১.২৭৬	২১০৩৪৪১০১.২৭৬	০০	৫৩১৯৮৪	১৪৪৪৩০	১০০
৩৪	ঠাকুরগাঁও	১৫১৪	৭৩৫	৪৭৬১০৮৪৯.৪৪	৪৭৬১০৮৪৯.৪৪	৪৭৬১০৮৪৯.৪৪	০০	৮৪৩০৮	৪১৪৭৬	১০০
৩৫	লালমনিরহাট	১৭৯	৩৭১১	৬২২৯৮০৮১.৯৪	৬২০৭৭২৫৫.১৯	৬২০৭৭২৫৫.১৯	০০	৭৫১৭৯	৪৪১৩০	১০০
৩৬	গাইবান্ধা	২৯৮	৫৮৭	৪০০১৭১৫৬.৭৪	৪০০০৯৮৬৯.৩৯	৪০০০৯৮৬৯.৩৯	০০	৯৬০৭১	৩২১৯১০	১০০
৩৭	পঞ্চগড়	৯৯৬	৩২৫	৫৩২৮৮৩৫৩.২৭	৫৩২৮৮৩৫৩.২৭	৫৩২৮৮৩৫৩.২৭	০০	৭৫১৭৯	৪৪১৩০	১০০
৩৮	নীলফামারী	৮৪৬	৩৯২	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	৭২৫৯৪৬০৯.২৯২	০০	৮৫১৭৯	৭৪১৩০	১০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	৪৬১৭	২১৩	৮২৪৪৯১৭৬.৮৮	৮২৪৪৯১৭৬.৮৮	৮২৪৪৯১৭৬.৮৮	০০	১৮৪৪৬৪	৭৫৪৭০	১০০
মোট		১১৭৪৮	৮৮২৬	৬৬২৩৭১৯৮৫.৮৩৮	৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮	৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮	০০	১১৬৪০৬০	৭৬১৬৩৮	
৪০	চট্টগ্রাম	১৩৯৬	১৩১৭	২০৩৩২২৬১২.০৭	২০০৩৩৪৩৯৭.০৭	২০০৩৩৪৩৯৭.০৭	০০	৪৩২৪৩৮	২৯৪৭৮১	৯৮
৪১	কক্সবাজার	৬৪৫	১১৮৪	৬৯৩৫৯১০৬	৬৯৩৫৯১০৬	৬৯৩৫৯১০৬	০০	১২৬৮২৭	৬৬২৩১	১০০
৪২	রাঙ্গামাটি	৬৫	৩৬৮	৪২২৮৫৪৮৬.৩২	৪২২৮৫৪৮৬.৩২	৪২২৮৫৪৮৬.৩২	০০	৮০৮৩	১০০১৪	১০০
৪৩	খাগড়াছড়ি	১৩৯	১৬৪৬	৩৬৫১৫৭৭০.৩	৩৬৫১৫৭৭০.৩	৩৬৫১৫৭৭০.৩	০০	৬০২১৫	৫০৭৬১	১০০
৪৪	বান্দরবান	১২৭	১৭৭৮	৩৯৮১৬৪৮৩.১৪	৩৯৮১৬৪৮৩.১৪	৩৯৮১৬৪৮৩.১৪	০০	২২৬০৮	২১৪৯৩	১০০
৪৫	কুমিল্লা	১৮২৫	১১৮৪	১৯২১১৭৯৭৯.১১	১৯২০৯২৬২১.৬০	১৯২০৯২৬২১.৬০	০০	৫০৯৫৩৪	২৭৭৫৬৫	১০০
৪৬	চাঁদপুর	৬২৯	৩৩৭	৮৫৭১৪৮০৯.৫৮	৮৫৭১৪৮০৯.৫৮	৮৫৭১৪৮০৯.৫৮	০০	১০৮৭০১	৬৫৫৯৮	১০০
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৯৫	২০০৩	৯২৫২৮৫৯০.৬৯০	৯২৫০৭৯০৭.১৪৪	৯২৫০৭৯০৭.১৪৪	০০	৬৪২৪৩	৫৬৭৪৬	৯৯.৯৭
৪৮	নোয়াখালী	৪৪০	১২২৭	৮৭৫৩৮২২৯.৬৬	৮৭৫৩৮২২৯.৬৬	৮৭৫৩৮২২৯.৬৬	০০	২৪৪৭০৭	৮১৯৬৬	১০০
৪৯	লক্ষ্মীপুর	৯৫৯	২৯৮১	৫৮৬০৯৮৯৬.১৬	৫৭৮৯১০৯২.৬৬	৫৭৮৯১০৯২.৬৬	০০	৬২৪৭৮	২৮০২৪	৯২
৫০	ফেনী	৫৩৬	২৯৮	৪৮৬৬১১১১.৭৭	৪৮৬৬১১১১.৭৭	৪৮৬৬১১১১.৭৭	০০	১৬৬৮৮৯	৭৮১১৩	১০০
মোট		৭৪৫৬	১৪৩২৩	৯৫৬৪৭০০৭৪.৮	৯৫২৭১৭০১৫.২৪৪	৯৫২৭১৭০১৫.২৪৪	০০	১৮০৬৭২৩	১০৩১২৯২	
৫১	খুলনা	৮৬২	২৪৪১	৯৫৯৪৭১১১.৮৯	৯৫৮১৯১১১.৮৯	৯৫৮১৯১১১.৮৯	০০	৫৭৯০৩	৫৬৪৩৩	৯৯.৯১
৫২	যশোর	৩৮৯	৪৪৫	৯১৮৯৪৯৭০.১৫	৯১৮৯৪৯৭০.১৫	৯১৮৯৪৯৭০.১৫	০০	৫৫৯৫০	৩৫৫০	১০০
৫৩	মেহেরপুর	৩৬০	২৬৬	২৭৯৮১৩০৩.৫৪	২৭৯৮১৩০৩.৫৪	২৭৯৮১৩০৩.৫৪	০০	৬০৪৮০	৩৪৭১১	১০০
৫৪	বিনাইদহ	৩৭৫	৮৫৩	৬৩১১১৮৬৪.২৬৪	৬৩১১১৮৬৪.২৬৪	৬৩১১১৮৬৪.২৬৪	০০	১১৭৫০	৩২০০০	১০০
৫৫	মাগুরা	৪৫৭	১১৭৪	৪০২৪৮১০৩.৫৮২	৪০২৪৮১০৩.৫৮২	৪০২৪৮১০৩.৫৮২	০০	৩৫৩৮১	১৬১২৬	১০০
৫৬	নড়াইল	১৭৮	৩১৭	২৯০২০৪০৭.৫৪	২৯০২০৪০৭.৫৪	২৯০২০৪০৭.৫৪	০০	৩০৮১০	২৫৪৯০	১০০
৫৭	সাতক্ষীরা	৬১২	২২৬৩	১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪	১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪	১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪	০০	৩৬৬৯৫	২৩৬১৭	১০০
৫৮	বাগেরহাট	৭৪১	১৩৬৩	৭৬২৪৩০০৫.৩৭	৭৬০২৪৫৯০.৬৯	৭৬০২৪৫৯০.৬৯	০০	১৯৫৬৩৮	৮৭৫৭২	১০০
৫৯	কুষ্টিয়া	৪৪৩	৭৮৭	৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩	৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩	৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩	০০	৯৪৯৫৩	৬৩২৯৭	১০০
৬০	চুয়াডাঙ্গা	৫৮০	১২৭	৩৫৩৪৭৩১২.৩২	৩৫৩৪৭৩১২.৩২	৩৫৩৪৭৩১২.৩২	০০	৩৩৯৮৬	২০০৪১	১০০
মোট		৪৯৯৭	১০০৩৬	১৭৬৬২৭০০৮৪.২৮৬	১৭৬৬২৩৫৩৬৬.৬০৬	১৭৬৬২৩৫৩৬৬.৬০৬	০০	৬১৩৫৪৬	৩৬২৮৩৭	
৬১	সিলেট	৯১১	৩২০৩	৯৫৮০৫২২৫.৮১	৯৫৮০৫২২৫.৮১	০০	০০	১৯৬৭৩৯	১১৯১৭৬	৯৯.৩২
৬২	সুনামগঞ্জ	৬১৪	২৪১৯	৯২৮৬৯৪৭২.৬৫	৯২৮৬৯৪৭২.৬৫	৯২৮৬৯৪৭২.৬৫	০০	৫৮১০	৫৮১০	১০০
৬৩	মৌলভীবাজার	৩৭৫৬	৪৯২	৬৬২৮৭৭৫২.৯৯	৬৬২৮৭৭৫২.৯৯	৬৬২৮৭৭৫২.৯৯	০০	৭৮৪৮৭৫	৩১৮২০৯	১০০
৬৪	হবিগঞ্জ	৬৮৯	৯৫২	৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩	৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩	৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩	০০	৩৪৯৬৬৯	২০৪৯১১	১০০
মোট		৫৯৭০	৭০৬৬	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	৩১৯৪০৮৯১১.০৮	০০	১৩৩৭০৯৩	৬৪৮১০৬	



স্ট্রীট লাইট- চারাবাড়ী বাজার, সদর, টাঙ্গাইল



স্ট্রীট লাইট- উপজেলা-দেলদুয়ার, জেলা টাঙ্গাইল

গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

২.২০ গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

ভূমিকা: ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতিবছর আরো তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগমোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে টেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকেনা। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতিদরিদ্র (Hardcore poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর আওতাভুক্ত টি,আর/কাবিটা কর্মসূচিরবিশেষখাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে “গৃহহীনদের গৃহদান” কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার “আমার গ্রাম, আমার শহর” অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘরনেই তাদের জন্য ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহ সংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্ৰিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারী করেছে।

২.২০.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- (ক) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
- (খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ;
- (গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
- (ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- (চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
- (ছ) এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

২.২০.২ কর্মসূচির উপকারভোগীঃ

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকূলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

- (ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট (প্রায় দুই শতাংশ জমি) পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/লীজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।
- (খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া, বেদে, বাউল, আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।

- (গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.২০.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

- (ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- (খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।
- (গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।
- (ঘ) পিআইসি গঠনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
- (চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
- (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি,আর/ কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।
- (জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক এ অর্থ চাহিদা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী উপবরাদ্দ প্রদান করবেন।
- (ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি,আর / কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।
- (ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ট) ১৯৯৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

২.২০.৪ উপজেলা কমিটিঃ

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য
(৫)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৭)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	-	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(৯)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব।

সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কর্মপরিধি

- (ক) উপজেলা কমিটিতে সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।
- (খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
- (গ) কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে ০২(দুই)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

২.২০.৫ জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি: জেলা কর্ণধার কমিটি জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।
- (খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।
- (গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।
- (ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করবে।
- (ঙ) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত ০১(এক)টি সভা করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

২.২০.৬ বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি:

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	-	সভাপতি
(২)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(৩)	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার	-	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	-	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	-	সদস্য-সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি।
- (খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন।
- (গ) কমিটি প্রতি ২(দুই) মাস অন্তর ০১(এক)টি সভা করবে।

২.২০.৭ জাতীয় কমিটি:

(১)	মাননীয় মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	উপদেষ্টা
(২)	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(৩)	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) জাতীয় কমিটি গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
- (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (গ) প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২.২০.৮ ঘরের নকশা/নমুনা :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট বেডরুম (প্রতি রুম-১০×১০ ফুট) রান্নাঘর ১টি- (৭×৬ ফুট)
টয়লেট ১টি- (৬×৬ ফুট)

২.২০.৯ বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে:

- (১) ঘরের চালের ফ্রেমে মানসম্মত কাঠ ব্যবহার করতে হবে;
- (২) ঘরের চালে গাঢ় নীল রংয়ের উন্নতমানের ঢেউটিন (কমপক্ষে ০.৪৬ মিমি পুরু) ব্যবহার করতে হবে;
- (৩) ১ নং ইট ও উন্নতমানের বালি (এফএম১.২)ব্যবহার করতে হবে;
- (৪) নকশা অনুসারে ঘরের ২' (দুই ফুট) উঁচু পাকা ভিটি করতে হবে।
- (৫) ভালো ব্যাণ্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;
- (৬) সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরজা, জানালা ও বারান্দায় উন্নতমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

টিআর ও কাবিটা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা নাম	খাত (টিআর/কাবিটা)	বরাদ্দের পরিমাণ	বাসগৃহের সংখ্যা		বাসগৃহের সংখ্যা	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
					সাধারণ	বিশেষ			
১	ঢাকা বিভাগ	নরসিংদী	কাবিটা/টিআর	৫০০৭৬৬২০	১৬৪	৩	১৬৭	১৬৪	৮২০
২		গাজীপুর	কাবিটা	৩৫৯৮৩২০০	১২০	০	১২০	১২০	৬০০
৩		শরীয়তপুর	কাবিটা/টিআর	১৫৮৩২৬০৮০	২৫৮	২৭০	৫২৮	৩৪৬	১২৯০
৪		নারায়ণগঞ্জ	কাবিটা/টিআর	৩৮৯৮১৮০০	১২০	১০	১৩০	১২৯	৬০০
৫		টাঙ্গাইল	কাবিটা	১০৬১৫০৪৪০	৩৫৪		৩৫৪	৩১৫	১৭৭০
৬		কিশোরগঞ্জ	কাবিটা/টিআর	১৫৬২২৭০৬০	৫১৬	৫	৫২১	৫০৫	২৫৮০
৭		মানিকগঞ্জ	কাবিটা	৮৭২৫৯২৬০	২৯১	০	২৯১	২৮৯	১৪৫৫
৮		ঢাকা	কাবিটা	৫৫৭৭৩৯৬০	১৮৬	০	১৮৬	১৫৪	৯৩০
৯		মুন্সিগঞ্জ	কাবিটা	৪৩১৭৯৮৪০	১৪৪	০	১৪৪	১৪৪	১৪৫৫
১০		রাজবাড়ী	কাবিটা	৭৯১৬৩০৪০	২৬৪	০	২৬৪	২৬৪	১৩২০
১১		মাদারীপুর	কাবিটা/টিআর	৬৯৫৬৭৫২০	১৩২	১০০	২৩২	১২৫	৬৬০
১২		গোপালগঞ্জ	কাবিটা	১০৩১৫১৮৪০	৩৪৪		৩৪৪	৩৪২	১৭২০
১৩		ফরিদপুর	কাবিটা/টিআর	১০০৪৫৩১০০	২৩৫	১০০	৩৩৫	২৩৫	১১৭৫
					৩১২৮	৪৮৮	৩৬১৬	৩১৩২	১৬৩৭৫
১৪	ময়মনসিংহ বিভাগ	শেরপুর	টিআর	৯৭১৫৪৬৪০	৩২৪	০	৩২৪	৩২৪	১৬২০
১৫		ময়মনসিংহ	টিআর	১০১৬৫২৫৪০	২৬৯	৭০	৩৩৯	২৮৯	১৩৪৫
১৬		জামালপুর	টিআর	১২৫৩৪১৪৮০	৪১৮	০	৪১৮	৪১৮	২০৯০
১৭		নেত্রকোণা	টিআর	১০২৫৫২১২০	৩৪২	০	৩৪২	৩৪২	১৭১০
				৪২৬৭০০৭৮০	১৩৫৩	৭০	১৪২৩	১৩৭৩	৬৭৬৫
১৮	চট্টগ্রাম বিভাগ	কুমিল্লা	টিআর	৯৫৯৫৫২০০	৩২০	০	৩২০	৩২০	১৬০০
১৯		ফেনী	কাবিটা	৪৩১৭৯৮৪০	১৪৪	০	১৪৪	১৪৪	৭২০
২০		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	টিআর	৬৫৯৬৯২০০	২১০	১০	২২০	২২০	১০৫০
২১		রাঙ্গামাটি	টিআর	৭৩৭৬৫৫৬০	২৪৬	০	২৪৬	২৪৬	১২৩০
২২		নোয়াখালী	কাবিটা	৯৫৩৫৫৪৮০	৩১৮	০	৩১৮	৩১৮	১৫৯০
২৩		চাঁদপুর	কাবিটা	১১৭২৪৫২৬০	৩৯১	০	৩৯১	৩৯১	১৯৫৫
২৪		লক্ষ্মীপুর	কাবিটা	৭৪৯৬৫০০০	২৫০	০	২৫০	২৫০	১২৫০
২৫		চট্টগ্রাম	কাবিটা	৯৩৫৫৬৩২০	৩১২	০	৩১২	২৮৮	১৫৬০
২৬		কক্সবাজার	টিআর	৬৬৫৬৮৯২০	২২২	০	২২২	২২২	১১১০
২৭		খাগড়াছড়ি	টিআর	৯৬২৫৫০৬০	৩২১	০	৩২১	৩২১	১৬০৫
২৮	বান্দরবান	টিআর	১৫২৯২৮৬০	৫১	০	৫১	৫১	২২৫	
				৮৩৮১০৮৭০০	২৭৮৫	১০	২৭৯৫	২৭৭১	১৩৮৯৫
২৯	রাজশাহী বিভাগ	সিরাজগঞ্জ	কাবিটা/টিআর	১০০১৫৩২৪০	৩২৪	১০	৩৩৪	৩৩৪	১৬২০
৩০		পাবনা	টিআর	৮০৯৬২২০০	২৭০	০	২৭০	২৭০	১৩৫০
৩১		বগুড়া	টিআর	৮৬৬৫৯৫৪০	২৮৮	১	২৮৯	২৮৯	১৪৪০
৩২		রাজশাহী	টিআর	৫৩০৭৫২২০	১৫৭	২০	১৭৭	১৭৭	৭৮৫
৩৩		নাটোর	টিআর	৫৬৬৭৩৫৪০	১৮৯	০	১৮৯	১৮৯	৯৪৫
৩৪		জয়পুরহাট	টিআর	৫০৩৭৬৪৮০	১৬৮	০	১৬৮	১৬৮	৮৪০
৩৫		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	টিআর	৫৯৯৭২০০০	১৮০	২০	২০০	২০০	৯০০
৩৬		নওগাঁ	টিআর	৭৫৮৬৪৫৮০	২৫৩	০	২৫৩	২৫৩	১২২৫
				৫৬৩৭৬৮০০	১৮২৯	৫১	১৮৮০	১৮৮০	৯১০৫

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেতার নাম	খাড (টিআর/কাবি খা)	বরাদ্দের পরিমাণ	বাসগৃহের সংখ্যা		বাসগৃহের সংখ্যা	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
					সাধারণ	বিশেষ			
৭	রংপুর বিভাগ	পঞ্চগড়	টিআর	৬১৭৭১১৬০	২০৬	০	২০৬	২০৬	৩০১০
৩৮		দিনাজপুর	টিআর	১৫২০২৯০২০	৫০৭	০	৫০৭	৫০৭	২৫২৩
৩৯		লালমনিরহাট	টিআর	৯৮৯৫৩৮০০	৩৩০	০	৩৩০	৩৩০	১৬৫০
৪০		নীলফামারী	টিআর	৭৬৪৬৪৩০০	২৫৫	০	২৫৫	২৫৫	১২৭৫
৪১		গাইবান্ধা	টিআর	১২৫৯৯১২০০	৪২০	০	৪২০	৪২০	২১০০
৪২		ঠাকুরগাঁও	টিআর	৫৫১৭৪২৪০	১৮৪	০	১৮৪	১৮৪	৯২০
৪৩		রংপুর	টিআর	১০৩৪৫১৭০০	৩৪৫	০	৩৪৫	২৯২	১৭২৫
৪৪		কুড়িগ্রাম	টিআর	২১৬১৯৯০৬০	৬২১	১০০	৭২১	৫৮২	৩১০৫
				৮৮৯৯৮৪৪৮০	২৮৬৮	১০০	২৯৬৮	২৭৭৬	১৬৩০৮
৪৫	খুলনা বিভাগ	যশোর	টিআর	৬৩৫৭০৩২০	২১২	০	২১২	২১২	১০৬০
৪৬		সাতক্ষীরা	টিআর	৫০৯৭৬২০০	১৭০	০	১৭০	১৭০	১২২৫
৪৭		মেহেরপুর	টিআর	৭৪০৬৫৪২০	২৪৭	০	২৪৭	২৪৭	১২৩৫
৪৮		নড়াইল	টিআর	৫৪২৭৪৬৬০	১৩১	৫০	১৮১	১৮১	৬৫৫
৪৯		চুয়াডাঙ্গা	টিআর	৫৮৭৭২৫৬০	১৯৬	০	১৯৬	১৯৬	৯৮০
৫০		কুষ্টিয়া	টিআর	৫০৬৭৬৩৪০	১৬৪	৫	১৬৯	১৬৯	৮২০
৫১		মাগুরা	টিআর	৫৬৬৭৩৫৪০	১৭৯	১০	১৮৯	১৮৯	৮৯৫
৫২		খুলনা	টিআর	৭৫২৬৪৮৬০	২৫১	০	২৫১	২৫১	১২২৫
৫৩		বাগেরহাট	টিআর	৮০০৬২৬২০	২৪৫	২২	২৬৭	২৬৭	১২২৫
৫৪	ঝিনাইদহ	টিআর	৬২৯৭০৬০০	২১০	০	২১০	২০৫	১০৫০	
				৬২৭৩০৭১২০	২০০৫	৮৭	২০৯২	২০৮৭	১০৩৭০
৫৫	বরিশাল বিভাগ	ঝালকাঠি	টিআর	৫০৯৭৬৩৪০	১৬৯	১	১৭০	১৭০	৮৪৫
৫৬		পটুয়াখালী	টিআর	৮৭২৫৯২৬০	২৯১	০	২৯১	২৯১	১৪৫৫
৫৭		পিরোজপুর	টিআর	৮২১৬১৬৪০	২৫৪	২০	২৭৪	২৭৪	১২৭০
৫৮		বরিশাল	টিআর	৬৪৭৬৯৭৬০	২১৬	০	২১৬	২১৬	১০৮০
৫৯		ভোলা	টিআর	৫৪৫৭৪৫২০	১৬২	২০	১৮২	১৮২	৮১০
৬০		বরগুনা	টিআর	৬১৪৭১৩০০	২০৫	০	২০৫	২০৫	১০২৫
				৪০১২২১২৮২০	১২৯৭	৪১	১৩৩৮	১৩৩৮	৬৪৮৫
৬১	সিলেট বিভাগ	সিলেট	টিআর	৬১১৭১৪৪০	২০৪	০	২০৪	২০৪	১০২০
৬২		মৌলভীবাজার		৪৮৮৭৭১৮০	১৬২	১	১৬৩	১৬৩	১৫৯০
৬৩		হবিগঞ্জ	টিআর	৫৯৩৭২২৮০	১৯৮	০	১৯৮	১৯৮	৯৯০
৬৪		সুনামগঞ্জ	টিআর	৯৮৩৫৪০৮০	৩১৮	১০	৩২৮	৩১৩	১৫৯০
মোট-				২৬৭৭৭৪৯৮০	৮৮২	১১	৮৯৩	৮৭৮	৫১৯০
সর্বমোট				৫০৯৯১১৯৪৪০	১৬১৪৭	৮৫৮	১৭০০৫	১৬২৩৫	৮৪৪৯৩



দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ

রিনা বেওয়া, পিতা- মৃতঃ নজমুদ্দিন, গ্রাম- কৈজুরী, ইউনিয়ন- পাথরাইল, উপজেলা- দেলাদুয়ার, জেলা- টাঙ্গাইল।



শেফালী বেগম, স্বামী- মো: রফিকুল ইসলাম, গ্রাম- গেররগাঁও, ইউনিয়ন জায়জরনগর, উপজেলা- জুরী, জেলা- মৌলভীবাজার



তারা মিয়া, পিতা- নওয়াব মিয়া, গ্রাম-রামপাশা, ইউনিয়ন- জয়চন্ডি, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার।



ইজিপিপি কর্মসূচি- ইউনিয়ন- নবগ্রাম, উপজেলা- সদর, জেলা- ঝালকাঠি



ইজিপিপি কর্মসূচি- ইউনিয়ন- বিনইকাঠি, উপজেলা- সদর, জেলা- ঝালকাঠি

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ

৩.০ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেচ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, পুকুর খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাও এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা, বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া, বরাদ্দকৃত সম্পদ সঠিক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা পরিবীক্ষণ করা এবং কর্মসূচির গুণগতমান নিরূপণ করা, কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যতে অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা তুলে ধরাই মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের মূল উদ্দেশ্য।

৩.১ প্রাক জরিপ যাচাই

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রণীত ও জারিকৃত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পছক প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক উহা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করে থাকেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই/বাছাই করে থাকেন এবং জেলা কর্তৃক কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রকল্প ভিত্তিক জেলা কার্যালয় হতে বরাদ্দপত্র জারী করা হয়। প্রকল্প প্রণয়ন কালে উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের প্রাক জরিপ গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রাক-জরিপে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রকল্প সঠিকভাবে গ্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থা, পার্শ্ব ভরাট এবং গর্ত ভরাট ইত্যাদি কি পরিমাণ প্রয়োজন তা ঠিক আছে কিনা উহা পরীক্ষা করা হয়। উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রাক জরিপ সঠিকতা এবং প্রকল্প প্রণয়ন যথাযথভাবে হয়েছে কিনা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য অধিদপ্তরের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ হতে প্রাক জরিপ যাচাইয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩.২ পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে কাজ চলাকালীন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বাস্তবায়নের মান যাচাই করা, পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা প্রকল্প পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অপরিহার্য। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময় পরিবীক্ষণকালীন পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে উহা সমাধান কালে পরিপত্র মোতাবেক সহায়তা প্রদান এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাস্তবায়নের মান ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এজন্য অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩.৩ কর্মোত্তর জরিপ যাচাই

কর্মসূচির পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষংগিক কাজ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য কর্মোত্তর জরিপ করা হয়ে থাকে। প্রথমত প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণক্রমে ব্যয়িত খাদ্যশস্য সমন্বয় করেন, অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপে যে পরিমাণ মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষংগিক কাজের হিসাব পান ঠিক সে পরিমাণ খাদ্যশস্যই প্রকল্পের অনুকূলে সর্বশেষ কিস্তিতে ছাড় করেন। কাজেই ১০০% সম্পাদিত প্রকল্পের কোন খাদ্যশস্য/অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট অব্যয়িত থাকার অবকাশ নেই। যে সমস্ত প্রকল্পের আংশিক কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে সে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণ করে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় সে অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ উত্তোলন করা হয়ে থাকে। তবুও যদি কোন প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ অব্যয়িত থাকে পরিপত্র অনুযায়ী অব্যয়িত সম্পদের মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সঠিকভাবে প্রকল্পের সম্পদ সমন্বয় করেছেন কিনা, কাজ যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছেন কিনা তা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই করা হয়।

কর্মোত্তর জরিপ এর প্রক্রিয়াঃ

- ক. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ও ব্যয়িত সম্পদ দ্বারা সম্পাদিত কাজ সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা;
- খ. প্রকল্পের ডিজাইন মোতাবেক বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা;
- গ. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত সম্পদ কোন ধরনের অপচয়/আত্মসাৎ হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা;
- ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্রের বর্ণিত নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;
- ঙ. পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- চ. কোনরূপ ত্রুটি পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং আত্মসাৎ/অপচয়কৃত সম্পদের মূল্য আদায় ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রম



গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ ও শ্রীপুর পৌরসভায় ভিজিএফ চাল বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

৪.০ ভিজিএফ অনুবিভাগের কার্যক্রম:

- (১) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা এবং ৩২৮ টি পৌরসভায় ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ।
- (২) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক জেলা প্রশাসকগণের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান:
- (৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ।
- (৪) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষংগিক খরচের অর্থ বরাদ্দ প্রদান;
- (৫) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল কর্মসূচির বিতরণকৃত ঋণের টাকা আদায়ের হিসাব সংরক্ষণ।

৪.১ ভিজিএফ কার্যক্রম:

ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সরকার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহার মত ধর্মীয় উৎসবের সময় খাদ্য বিতরণ করে থাকে। ভিজিএফ কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

৪.২ এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- (১) দুঃস্থ ও গরীব জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- (২) পীড়িত জনগণ এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ করা;
- (৩) বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা;
- (৪) মন্দার সময়ে কর্মহীন জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা;
- (৫) উপকারভোগীদেরকে সাময়িক সাহায্যের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখা, বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

৪.৩ উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতিঃ

- ০১) যার বসতভিটা ব্যতীত অন্য কোন জমি নাই এরূপ ভূমিহীন ব্যক্তি;
- ০২) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা সাধারণত দৈনিক ২ বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না;
- ০৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার, যারা তীব্র খাদ্য ও অর্থ সংকটাপন্ন;
- ০৪) ব্যক্তি/পরিবার যারা বেকারত্বেও জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করতে পারেন না;
- ০৫) অতি দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত এবং যাদেরকে জনস্বার্থে তাদের পেশা থেকে নিবৃত্ত রাখা প্রয়োজন;
- ০৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণ

ক্রঃনং	উপলক্ষ্য	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ	কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মেঃটন)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)	মন্তব্য
১	২		৪		৬	৭	৮	৯
১.	ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৯৮ ১৫.০৭.২০১৯	৬৪ টি জেলা ৩২৮টি পৌরসভা	১২৪ ১৬.০৭.২০১৯	১৫ কেজি	১৪৯৯১৮.২০৫	৯৯,৯৪,৫৪৭	
২.	আশ্রয়ন প্রকল্প-২ পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ।	৪২৯ ২৭/১১/২০১৯	১৩টি জেলা	১৫৩ ২৭/১১/২০১৯	১০ কেজি ০৩ মাস	৬২.৭০০	২০৯০	
৩.	দুর্যোগ সহনীয় ঘর তৈরী (ভিজিএফ চাল হতে বরাদ্দ)		৬৪টি জেলা			১৪৫০০০.০০০		
৪.	করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্য (ভিজিএফ চাল) বরাদ্দ	২০১ ২১/০৫/২০২০	৬৪টি জেলা	৪৮৯ ২১/০৫./২০২০	১০ কেজি ০১মাস	৯,৬০০	৯,৬০,০০০	
৫.	করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্য (ভিজিএফ চাল) বরাদ্দ	২০৪ ২৮/০৫/২০২০	৬৪টি জেলা	৪৯১ ২৮/০৫/২০২০	২০ কেজি ০১মাস	৯,৭৫০	৪,৮৭,৫০০	
					মোট=	৩,১৪,৩৩০.৯০৫ মে:টন	১,১৪,৪৪,১৩৭ জন	

ত্রাণ অনুবিভাগ



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি ত্রাণের চেউটিন বিতরণ করছেন।

৫.১ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ত্রাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। কালবৈশাখি ঝড়, ভূমিকম্প, ভবন ধস, পাহাড় ধস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পার্শ্ব উপস্থিত হয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও গৃহহারা মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean period)এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করেছে। এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রসমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্তিত সংস্করণ যা সরকারের জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী বা Standing Order on Disaster (SOD) এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী, ডেউটিন, কশল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিদ্যমান মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

৫.২ মানবিক সহায়তার ধরন

এ নির্দেশিকায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভি.জি.এফ)	(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জি.আর.)
(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি.আর)	(ঘ) শীতবস্ত্র সহায়তা (জি.আর.)
(ঙ) ডেউটিন সহায়তা (জি.আর)	(চ) গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী সহায়তা (টাকা)

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোন নির্দেশমালা জারী করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

৫.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

নির্দেশিকায় অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকলে বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৫.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত জাতীয় পর্যায়ে, জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

৫.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

- স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ;
- দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ;
- সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়;
- অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ;
- ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহাৰ্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোন ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠান/ জনগোষ্ঠী/ সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৫.৬ দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের আওতায় দুঃস্থ/ অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল;
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণবয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই;
৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৮. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;
৯. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী;
১০. যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;
১২. যে পরিবারের সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দুবেলা খাবার পায় না।

৫.৭ ক্রয় কার্যক্রম ও বরাদ্দ কার্যক্রম :

(ক) শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৫.০০ কোটি টাকায় ২,২৭,৪৩৬ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত শুকনা খাবারের পরিমাণ	অগ্রগতি (%)
১	২০১৯-২০২০	২৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০	২,২৭,৪৩৬ প্যাকেট	১০০%

(খ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ :

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর জেলায় বরাদ্দের বিবরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
১	২	৩
১	ঢাকা	৪০০০
২	ফরিদপুর	৪০০০
৩	গাজীপুর	-
৪	গোপালগঞ্জ	২০০০
৫	জামালপুর	৬০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	২০০০
৭	মাদারীপুর	৮০০০
৮	মানিকগঞ্জ	২০০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	২০০০
১০	ময়মনসিংহ	-
১১	নারায়নগঞ্জ	-
১২	নরসিংদী	-
১৩	নেত্রকোনা	৪০০০
১৪	রাজবাড়ী	২০০০
১৫	শরিয়তপুর	৪০০০
১৬	শেরপুর	-
১৭	টাঙ্গাইল	৪০০০
১৮	বগুড়া	৩০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
১৯	জয়পুরহাট	-
২০	রাজশাহী	৩৬০০
২১	নওগাঁ	২০০০
২২	নাটোর	২০০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০০০
২৪	পাবনা	৪০০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	৪০০০
২৬	দিনাজপুর	২০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৪০০০
২৮	পঞ্চগড়	৪০০০
২৯	রংপুর	৪০০০
৩০	লালমনিরহাট	৮০০০
৩১	নীলফামারী	৬০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১৪০০০
৩৩	গাইবান্ধা	৮০০০
৩৪	বান্দরবান	২০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-
৩৬	চাঁদপুর	৪০০০
৩৭	চট্টগ্রাম	৭০০০
৩৮	কুমিল্লা	-
৩৯	কক্সবাজার	৬০০০
৪০	ফেণী	৬০০০
৪১	খাগড়াছড়ি	-
৪২	লক্ষ্মীপুর	২০০০
৪৩	নোয়াখালী	৭০০০
৪৪	রাংগামাটি	২০০০
৪৫	সিলেট	৩০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	১০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	৩০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	৯০০০
৪৯	খুলনা	৪০০০
৫০	কুষ্টিয়া	৭০০০
৫১	মাগুরা	-
৫২	মেহেরপুর	-
৫৩	যশোর	-
৫৪	বিনাইদহ	-
৫৫	নড়াইল	-
৫৬	সাতক্ষীরা	৪০০০
৫৭	বাগেরহাট	৪০০০
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	-
৫৯	বরগুনা	৪০০০
৬০	বরিশাল	৪০০০
৬১	ভোলা	৫০০০
৬২	বালকাঠি	২০০০
৬৩	পটুয়াখালী	৫০০০
৬৪	পিরোজপুর	৪০০০
	সর্বমোট=	২০৯৬০০

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত কম্বলের পরিমাণ	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২০১৯-২০২০	৫৫,০০,০০,০০০/-	-	-	-	e-GP টেন্ডারের সকল দরপত্র ননরেসপনসিভ হওয়ায় এবং অর্থ বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় কম্বল ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।
২	২০১৯-২০২০	বিশেষ বরাদ্দ ২৫,০০,০০,০০০/-	২৫,০০,০০,০০০/-	৭৭,৬৩০ পিস	১০০%	

(খ) কম্বল বিতরণ : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বল ৬৪ জেলায় বরাদ্দের বিবরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	ঢাকা	২৬৭০০	৮৯৩০০	১১৬০০০
২	ফরিদপুর	১১১০০	৪০১০০	৫১২০০
৩	গাজীপুর	৫৯০০	৪৫৬০০	৫১৫০০
৪	গোপালগঞ্জ	৯৬০০	৩২৭০০	৪২৩০০
৫	জামালপুর	১৬০০০	৩৫০০০	৫১০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	১৭৫০০	৫৩৪০০	৭০৯০০
৭	মাদারীপুর	৬৪০০	২৯৫০০	৩৫৯০০
৮	মানিকগঞ্জ	৬০০০	৩০৯০০	৩৬৯০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	৬৩০০	৩২২০০	৩৮৫০০
১০	ময়মনসিংহ	২৮৩০০	৮৬৫০০	১১৪৮০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৬০০০	৩২৭০০	৩৮৭০০
১২	নরসিংদী	১৪৫০০	৩৫৫০০	৫০০০০
১৩	নেত্রকোনা	১৪৫০০	৪১৯০০	৫৬৪০০
১৪	রাজবাড়ী	৭৫০০	২০৭০০	২৮২০০
১৫	শরিয়তপুর	১৫০০০	৩২৭০০	৪৭৭০০
১৬	শেরপুর	৯৫০০	২৫৮০০	৩৫৩০০
১৭	টাঙ্গাইল	২০০০০	৫৯৪০০	৭৯৪০০
১৮	বগুড়া	১৩০০০	৫৫২০০	৬৮২০০
১৯	জয়পুরহাট	৬৫০০	১৭১০০	২৩৬০০
২০	রাজশাহী	২০৫৫০	৫৩৪০০	৭৩৯৫০
২১	নওগাঁ	১০৭০৭	৪৭০০০	৫৭৭০৭
২২	নাটোর	৯৭৫০	২৭৬০০	৩৭৩৫০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৫০০	২২৬০০	৩২১০০
২৪	পাবনা	১৩৫০০	৩৮২০০	৫১৭০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১৬৫০০	৪১৪০০	৫৭৯০০
২৬	দিনাজপুর	৩০৫২০	৫১৬০০	৮২১২০
২৭	ঠাকুরগাঁও	১৩৮০০	২৫৮০০	৩৯৬০০
২৮	পঞ্চগড়	১৭২০৯	২১২০০	৩৮৪০৯
২৯	রংপুর	১৯৭৫০	৫১৬০০	৭১৩৫০
৩০	লালমনিরহাট	১৯০০০	২১৭০০	৪০৭০০
৩১	নীলফামারী	৪৩৫০০	২৯৫০০	৭৩০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	২৬০১৪	৩৫০০০	৬১০১৪

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ
৩৩	গাইবান্ধা	২১৭০০	৩৯১০০	৬০৮০০
৩৪	বান্দরবান	৬০০০	১৬১০০	২২১০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩০০০	৪৮৩০০	৬১৩০০
৩৬	চাঁদপুর	২৪০০০	৪৪৭০০	৬৮৭০০
৩৭	চট্টগ্রাম	১১৫০০	১১৩৭০০	১২৫২০০
৩৮	কুমিল্লা	২১০০০	১০৪৯০০	১২৫৯০০
৩৯	কক্সবাজার	১০৫০০	৩৪৫০০	৪৫০০০
৪০	ফেনী	৬০০০	২২১০০	২৮১০০
৪১	খাগড়াছড়ি	৪৮০০	১৮৯০০	২৩৭০০
৪২	লক্ষীপুর	৬০০০	২৮৬০০	৩৪৬০০
৪৩	নোয়াখালী	১২৫০০	৪৬০০০	৫৮৫০০
৪৪	রাংগামাটি	৫৫০০	২৪০০০	২৯৫০০
৪৫	সিলেট	১২০০০	৬২৬০০	৭৪৬০০
৪৬	হবিগঞ্জ	১০০০০	৩৮৭০০	৪৮৭০০
৪৭	মৌলভীবাজার	১১০০০	৩৩২০০	৪৪২০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	১৫০০০	৪২৪০০	৫৭৪০০
৪৯	খুলনা	১১৭০০	৪৬৫০০	৫৮২০০
৫০	কুষ্টিয়া	৬৭০০	৩২৭০০	৩৯৪০০
৫১	মাগুরা	৬২০০	১৭১০০	২৩৩০০
৫২	মেহেরপুর	৬৬০০	৯২০০	১৫৮০০
৫৩	যশোর	১৫০০০	৪৬৫০০	৬১৫০০
৫৪	বিনাইদহ	৯৬০০	৩৩৬০০	৪৩২০০
৫৫	নড়াইল	৪৭০০	১৯৪০০	২৪১০০
৫৬	সাতক্ষীরা	১২২০০	৩৬৮০০	৪৯০০০
৫৭	বাগেরহাট	১০০০০	৩৫৯০০	৪৫৯০০
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	৭০০০	২০৭০০	২৭৭০০
৫৯	বরগুনা	৭৫০০	২১২০০	২৮৭০০
৬০	বরিশাল	১৪১০০	৫৬৬০০	৭০৭০০
৬১	ভোলা	১০৫০০	৩৪৫০০	৪৫০০০
৬২	ঝালকাঠি	৫৪০০	১৫৭০০	২১১০০
৬৩	পটুয়াখালী	৯৫০০	৩৬৮০০	৪৬৩০০
৬৪	পিরোজপুর	৮০০০	২৫৩০০	৩৩৩০০
	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	৩০০	-	৩০০০
	সর্বমোট=	৮২৬১০০	২৪৬৯১০০	৩২৯৫২০০

৫.৯ (ক) ডেউটিন ক্রয় : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ডেউটিনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রাকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত ডেউটিনের পরিমাণ (বাউল)	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২০১৯- ২০২০	৭৫,০০,০০,০০০/-	-	-		(ক) দরপত্র আহবানপূর্বক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর অর্থ বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় ডেউটিন ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। (খ) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের মজুদ হতে ডেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।

(খ) ডেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ ও বিতরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (বাউল)	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ
১	২	৩	৪
১	ঢাকা	৬০০	১৮০০০০০
২	ফরিদপুর	১১০০	৩৩০০০০০
৩	গাজীপুর	৫০৭	১৫২১০০০
৪	গোপালগঞ্জ	৭০০	২১০০০০০
৫	জামালপুর	১৭০০	৫১০০০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	১০১৩	৩০৩৯০০০
৭	মাদারীপুর	৬০০	১৮০০০০০
৮	মানিকগঞ্জ	৪০০	১২০০০০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	৫৭৬	১৭২৮০০০
১০	ময়মনসিংহ	২০০০	৬০০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৬০০	১৮০০০০০
১২	নরসিংদী	৬০০	১৮০০০০০
১৩	নেত্রকোনা	১০০০	৩০০০০০০
১৪	রাজবাড়ী	৬০০	১৮০০০০০
১৫	শরিয়তপুর	২৫০০	৬৯০০০০০
১৬	শেরপুর	৮০০	২৪০০০০০
১৭	টাঙ্গাইল	১২৮০	৩৮৪০০০০
১৮	বগুড়া	১২৬০	৩৭৮০০০০
১৯	জয়পুরহাট	৪৫০	১৩৫০০০০
২০	রাজশাহী	১১৭০	৩৫১০০০০
২১	নওগাঁ	৬০০	১৮০০০০০
২২	নাটোর	৯৮০	২৩৪০০০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮৪	১৪৫২০০০
২৪	পাবনা	৯১০	২৭৩০০০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১৫৭০	৪৭১০০০০
২৬	দিনাজপুর	১৩০০	৩৯০০০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৪৩০	১২৯০০০০
২৮	পঞ্চগড়	৬০০	১৮০০০০০
২৯	রংপুর	১৭০০	৫১০০০০০
৩০	লালমনিরহাট	১১০০	৩৩০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (বাড়িল)	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ
৩১	নীলফামারী	৮৩০	২৪৯০০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	২০০০	৬০০০০০০
৩৩	গাইবান্ধা	১৮০০	৫৪০০০০০
৩৪	বান্দরবান	৩৫০	১০৫০০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩০০	৩৯০০০০০
৩৬	চাঁদপুর	২০৫০	৬১৫০০০০
৩৭	চট্টগ্রাম	১১৫০	৪০৫০০০০
৩৮	কুমিল্লা	১৯৯০	৫৯৭০০০০
৩৯	কক্সবাজার	৯০০	২৭০০০০০
৪০	ফেণী	৪২৮	১২৮৪০০০
৪১	খাগড়াছড়ি	৩০০	৯০০০০০
৪২	লক্ষীপুর	৬০০	১৮০০০০০
৪৩	নোয়াখালী	৪০০	১২০০০০০
৪৪	রাংগামাটি	৩৫০	১০৫০০০০
৪৫	সিলেট	৯৫০	২৮৫০০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	৬০০	১৮০০০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	৫৯০	১৭৭০০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	১০৮০	৩২৪০০০০
৪৯	খুলনা	২২০০	৬৬০০০০০
৫০	কুষ্টিয়া	৩০০	৯০০০০০
৫১	মাগুরা	৮০০	২৪০০০০০
৫২	মেহেরপুর	১০০০	৩০০০০০০
৫৩	যশোর	১৬৮৩	৫০৪৯০০০
৫৪	ঝিনাইদহ	৭৫২	২২৫৬০০০
৫৫	নড়াইল	৬০০	১৮০০০০০
৫৬	সাতক্ষীরা	২৭০০	৮১০০০০০
৫৭	বাগেরহাট	২৪০০	৭২০০০০০
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	৬০৯	১৮২৭০০০
৫৯	বরগুনা	২২৫০	৬৭৫০০০০
৬০	বরিশাল	১৯৫০	৫৮৫০০০০
৬১	ভোলা	১৯০০	৫৭০০০০০
৬২	ঝালকাঠি	১১২০	৩৩৬০০০০
৬৩	পটুয়াখালী	১৯৯৫	৫৯৮৫০০০
৬৪	পিরোজপুর	২২০০	৭২০০০০০
	সর্বমোট=	৭১২৫৭	২১৩৭৭১০০০

(খ) তাঁবু বরাদ্দ ও বিতরণ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলায় বরাদ্দের পরিমাণ (সেট)
১	২	৩
১	জামালপুর	৫০০
২	নেত্রকোনা	৫০০
৩	শরিয়তপুর	২০০
৪	টাঙ্গাইল	৫০০
৫	বগুড়া	৫০০
৬	সিরাজগঞ্জ	৫০০
৭	রংপুর	৫০০
৮	লালমনিরহাট	৫০০
৯	নীলফামারী	৫০০
১০	কুড়িগ্রাম	১০০০
১১	গাইবান্ধা	৫০০
১২	বান্দরবান	৫০০
১৩	চট্টগ্রাম	৫০০
১৪	কক্সবাজার	৫০০
১৫	রাংগামাটি	৫০০
১৬	সিলেট	৫০০
১৭	সুনামগঞ্জ	৫০০
	সর্বমোট=	৮,৭০০

বি: দ্র: তাঁবু বরাদ্দ দেয়া হয় না। তবে দুর্ঘটনের সময় তাঁবু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং উক্ত তাঁবু তেজগাঁও সিএসডি ত্রাণ গুদাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, খুলনা-তে মজুদ রাখা হয়েছে।

৫.১১ (ক) শিশু খাদ্য (টাকা) : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(খ) শিশু খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১	ঢাকা	৫৩০০০০০
২	ফরিদপুর	৫৪০০০০০
৩	গাজীপুর	৫১০০০০০
৪	গোপালগঞ্জ	৩৬০০০০০
৫	জামালপুর	৩৬০০০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	৫১০০০০০
৭	মাদারীপুর	৩৪০০০০০
৮	মানিকগঞ্জ	৩৪০০০০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	৩৪০০০০০
১০	ময়মনসিংহ	৫১০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৩৪০০০০০
১২	নরসিংদী	৩৪০০০০০
১৩	নেত্রকোনা	৫১০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১৪	রাজবাড়ী	৩৪০০০০০
১৫	শরিয়তপুর	৩৫০০০০০
১৬	শেরপুর	৩৪০০০০০
১৭	টাঙ্গাইল	৫২০০০০০
১৮	বগুড়া	৫৪০০০০০
১৯	জয়পুরহাট	৩৪০০০০০
২০	রাজশাহী	৫২০০০০০
২১	নওগাঁ	৫২০০০০০
২২	নাটোর	৩৫০০০০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৪০০০০০
২৪	পাবনা	৫১০০০০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	৫২০০০০০
২৬	দিনাজপুর	৫২০০০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৩৫০০০০০
২৮	পঞ্চগড়	৩৫০০০০০
২৯	রংপুর	৫২০০০০০
৩০	লালমনিরহাট	৩৬০০০০০
৩১	নীলফামারী	৩৬০০০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	৫৪০০০০০
৩৩	গাইবান্ধা	৩৭০০০০০
৩৪	বান্দরবান	৩৪০০০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫১০০০০০
৩৬	চাঁদপুর	৫২০০০০০
৩৭	চট্টগ্রাম	৫৪০০০০০
৩৮	কুমিল্লা	৫১০০০০০
৩৯	কক্সবাজার	৫৩০০০০০
৪০	ফেনী	৩৫০০০০০
৪১	খাগড়াছড়ি	৫১০০০০০
৪২	লক্ষ্মীপুর	৩৫০০০০০
৪৩	নোয়াখালী	৫৩০০০০০
৪৪	রাংগামাটি	৫১০০০০০
৪৫	সিলেট	৫২০০০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	৫২০০০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	৩৫০০০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	৫৪০০০০০
৪৯	খুলনা	৫৪০০০০০
৫০	কুষ্টিয়া	৫২০০০০০
৫১	মাগুরা	৩৪০০০০০
৫২	মেহেরপুর	৩৪০০০০০
৫৩	যশোর	৫২০০০০০
৫৪	ঝিনাইদহ	৩৫০০০০০
৫৫	নড়াইল	৩৩০০০০০
৫৬	সাতক্ষীরা	৩৭০০০০০
৫৭	বাগেরহাট	৫৪০০০০০
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	৩৪০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
৫৯	বরগুনা	৩৭০০০০০
৬০	বরিশাল	৫৪০০০০০
৬১	ভোলা	৩৭০০০০০
৬২	ঝালকাঠি	৩৫০০০০০
৬৩	পটুয়াখালী	৫৪০০০০০
৬৪	পিরোজপুর	৩৭০০০০০
	সর্বমোট=	২৭৯৫০০০০০

৫.১২ (ক) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(খ) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১	ঢাকা	-
২	ফরিদপুর	১০০০০০
৩	গাজীপুর	-
৪	গোপালগঞ্জ	১০০০০০
৫	জামালপুর	৪০০০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	-
৭	মাদারীপুর	১০০০০০
৮	মানিকগঞ্জ	-
৯	মুন্সিগঞ্জ	-
১০	ময়মনসিংহ	-
১১	নারায়নগঞ্জ	-
১২	নরসিংদী	-
১৩	নেত্রকোনা	-
১৪	রাজবাড়ী	-
১৫	শরিয়তপুর	১০০০০০
১৬	শেরপুর	-
১৭	টাঙ্গাইল	১০০০০০
১৮	বগুড়া	৩০০০০০
১৯	জয়পুরহাট	-
২০	রাজশাহী	-
২১	নওগাঁ	-
২২	নাটোর	-
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-
২৪	পাবনা	-
২৫	সিরাজগঞ্জ	১০০০০০
২৬	দিনাজপুর	-
২৭	ঠাকুরগাঁও	-
২৮	পঞ্চগড়	-
২৯	রংপুর	-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
৩০	লালমনিরহাট	১০০০০০
৩১	নীলফামারী	১০০০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	৪০০০০০
৩৩	গাইবান্ধা	৪০০০০০
৩৪	বান্দরবান	-
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-
৩৬	চাঁদপুর	১০০০০০
৩৭	চট্টগ্রাম	১০০০০০
৩৮	কুমিল্লা	-
৩৯	কক্সবাজার	২০০০০০
৪০	ফেনী	১০০০০০
৪১	খাগড়াছড়ি	-
৪২	লক্ষ্মীপুর	১০০০০০
৪৩	নোয়াখালী	২০০০০০
৪৪	রাংগামাটি	-
৪৫	সিলেট	১০০০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	১০০০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	১০০০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	২০০০০০
৪৯	খুলনা	৩০০০০০
৫০	কুষ্টিয়া	-
৫১	মাগুরা	-
৫২	মেহেরপুর	-
৫৩	যশোর	-
৫৪	ঝিনাইদহ	-
৫৫	নড়াইল	-
৫৬	সাতক্ষীরা	৩০০০০০
৫৭	বাগেরহাট	৩০০০০০
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	-
৫৯	বরগুনা	৩০০০০০
৬০	বরিশাল	২০০০০০
৬১	ভোলা	৩০০০০০
৬২	ঝালকাঠি	২০০০০০
৬৩	পটুয়াখালী	৩০০০০০
৬৪	পিরোজপুর	৩০০০০০
	সর্বমোট=	৬১০০০০০

৫.১৩ (ক) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(খ) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১	ঢাকা	-
২	ফরিদপুর	১৮০০০০০
৩	গাজীপুর	-
৪	গোপালগঞ্জ	১০০০০০০
৫	জামালপুর	১০০০০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	-
৭	মাদারীপুর	-
৮	মানিকগঞ্জ	-
৯	মুন্সিগঞ্জ	-
১০	ময়মনসিংহ	১৭৫০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ	-
১২	নরসিংদী	-
১৩	নেত্রকোনা	১০০০০০০
১৪	রাজবাড়ী	-
১৫	শরিয়তপুর	-
১৬	শেরপুর	১০০০০০০
১৭	টাঙ্গাইল	১৭৫০০০০
১৮	বগুড়া	-
১৯	জয়পুরহাট	-
২০	রাজশাহী	১০০০০০০
২১	নওগাঁ	৫৫০০০০০
২২	নাটোর	-
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-
২৪	পাবনা	-
২৫	সিরাজগঞ্জ	-
২৬	দিনাজপুর	১০০০০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	১০০০০০০
২৮	পঞ্চগড়	১০০০০০০
২৯	রংপুর	১০০০০০০
৩০	লালমনিরহাট	১০০০০০০
৩১	নীলফামারী	১০০০০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১০০০০০০
৩৩	গাইবান্ধা	১০০০০০০
৩৪	বান্দরবান	১০০০০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-
৩৬	চাঁদপুর	-
৩৭	চট্টগ্রাম	-
৩৮	কুমিল্লা	-
৩৯	কক্সবাজার	-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
৪০	ফেণী	-
৪১	খাগড়াছড়ি	১০০০০০০
৪২	লক্ষ্মীপুর	-
৪৩	নোয়াখালী	-
৪৪	রাংগামাটি	১০০০০০০
৪৫	সিলেট	১০০০০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	১০০০০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	১০০০০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	১০০০০০০
৪৯	খুলনা	-
৫০	কুষ্টিয়া	১০০০০০০
৫১	মাগুরা	১০০০০০০
৫২	মেহেরপুর	১০০০০০০
৫৩	যশোর	১০০০০০০
৫৪	ঝিনাইদহ	১০০০০০০
৫৫	নড়াইল	১০০০০০০
৫৬	সাতক্ষীরা	-
৫৭	বাগেরহাট	-
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	১০০০০০০
৫৯	বরগুনা	-
৬০	বরিশাল	-
৬১	ভোলা	-
৬২	ঝালকাঠি	-
৬৩	পটুয়াখালী	-
৬৪	পিরোজপুর	-
	সর্বমোট=	৩২৮৫০০০০

৫.১৪ (ক) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(খ) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১	ঢাকা	৫০০০০০
২	ফরিদপুর	৩০০০০০
৩	গাজীপুর	-
৪	গোপালগঞ্জ	৩০০০০০
৫	জামালপুর	২০০০০০
৬	কিশোরগঞ্জ	-
৭	মাদারীপুর	-
৮	মানিকগঞ্জ	-
৯	মুন্সিগঞ্জ	-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১০	ময়মনসিংহ	২০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ	-
১২	নরসিংদী	-
১৩	নেত্রকোনা	২০০০০০
১৪	রাজবাড়ী	-
১৫	শরিয়তপুর	-
১৬	শেরপুর	২০০০০০
১৭	টাঙ্গাইল	২০০০০০
১৮	বগুড়া	-
১৯	জয়পুরহাট	-
২০	রাজশাহী	১০০০০০
২১	নওগাঁ	১০০০০০
২২	নাটোর	১০০০০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-
২৪	পাবনা	-
২৫	সিরাজগঞ্জ	-
২৬	দিনাজপুর	৯০০০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৩০০০০০
২৮	পঞ্চগড়	৩০০০০০
২৯	রংপুর	৩০০০০০
৩০	লালমনিরহাট	৩০০০০০
৩১	নীলফামারী	৩০০০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	৩০০০০০
৩৩	গাইবান্ধা	৩০০০০০
৩৪	বান্দরবান	২০০০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-
৩৬	চাঁদপুর	২০০০০০
৩৭	চট্টগ্রাম	-
৩৮	কুমিল্লা	-
৩৯	কক্সবাজার	-
৪০	ফেনী	-
৪১	খাগড়াছড়ি	২০০০০০
৪২	লক্ষ্মীপুর	-
৪৩	নোয়াখালী	-
৪৪	রাংগামাটি	২০০০০০
৪৫	সিলেট	২০০০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	২০০০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	২০০০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	৩০০০০০
৪৯	খুলনা	-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
৫০	কুষ্টিয়া	৩০০০০০
৫১	মাগুরা	৩০০০০০
৫২	মেহেরপুর	৩০০০০০
৫৩	যশোর	৩০০০০০
৫৪	বিনাইদহ	১০০০০০
৫৫	নড়াইল	২০০০০০
৫৬	সাতক্ষীরা	-
৫৭	বাগেরহাট	-
৫৮	চুয়াডাঙ্গা	৩০০০০০
৫৯	বরগুনা	-
৬০	বরিশাল	-
৬১	ভোলা	-
৬২	ঝালকাঠি	-
৬৩	পটুয়াখালী	-
৬৪	পিরোজপুর	-
	সর্বমোট=	৮৯০০০০০

৫.১৫ সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাকরণ :

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ত্রাণ অনুবিভাগের ত্রাণ-২ শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় কম্বল ক্রয়ে সিডিউল বিক্রয় বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	গৃহীত কার্যক্রম	যে বিষয়ে টাকা জমা দেয়া হয়েছে	জমাকৃত কোড নম্বর	মোট টাকার পরিমাণ
১	২০১৯-২০২০	কম্বল ক্রয়	সিডিউল বিক্রয় বাবদ	১-৪৯৩২-০০০০-২৩৬৬	১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা

৫.১৬ নৌযানের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ এবং নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী খাতে অর্থ বরাদ্দ :

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নৌযানের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ এবং নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

৫.৭ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দেশে বন্যা, নদী ভাংগন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ কার্য চাল ও ত্রাণ কার্য নগদ জেলাওয়ারী বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য চাল	ত্রাণ কার্য নগদ
১	ঢাকা	৯৯৫৪	৪৪৫০০০০০
২	গাজীপুর	৫৫৬৪	২০৭৫০০০০
৩	ময়মনসিংহ	৫৯৫৯	২১৩০০০০০
৪	ফরিদপুর	৪৬৪৪	১৮২০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	৩৮৫৬	১৬৮০০০০০

ক্রমিক নং	জেলা নাম	দ্রাণ কার্য চাল	দ্রাণ কার্য নগদ
৬	নেত্রকোনা	৪১৮১	১৬৯৫০০০০
৭	টাংগাইল	৫০০২	১৭৯০০০০০
৮	নরসিংদী	২৬২৬	১২২৫০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	২৮৬০	১৩৭০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	২৭০৩	১২৯০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৫৭০১	২০৪০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	৩২২৭	১৩৬০০০০০
১৩	জামালপুর	৬২৭৬	১৮০০০০০০
১৪	শরিয়তপুর	২৮৯৬	১৪৬০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	২৭৬৫	১২৪০০০০০
১৬	শেরপুর	২৫৬৪	১২৫০০০০০
১৭	মাদারীপুর	৩২০৩	১০৬০০০০০
১৮	চট্টগ্রাম	৮৭৩২	২৩৫০০০০০
১৯	কক্সবাজার	৪৪৫৮	১৮১০০০০০
২০	রাংগামাটি	৪৩০১	১৭০০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৩৮৯৫	১৬৮৫০০০০
২২	কুমিল্লা	৬৪১৫	২০৬৫০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৮৪৬	১৬৮৫০০০০
২৪	চাঁদপুর	৩৯০২	১৭৬০০০০০
২৫	নোয়াখালী	৪৩৮৭	১৮১০০০০০
২৬	ফেনী	৩০২৩	১৩৯৫০০০০
২৭	লক্ষীপুর	৩০৪১	১৩৯৫০০০০
২৮	বান্দরবান	৩১৬৫	১৩০০০০০০
২৯	রাজশাহী	৫৭৬৩	২১৪০০০০০
৩০	নওগাঁ	৩৮৮৯	১৬৭০০০০০
৩১	পাবনা	৩৫৩৫	১৭০৫০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	৪৩০৪	১৮০০০০০০
৩৩	বগুড়া	৪৯০৪	১৮৯৫০০০০
৩৪	নাটোর	২৭০৪	১২৫৫০০০০
৩৫	নবাবগঞ্জ	২৫৬১	১২৯৫০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	২৬৪১	১২৬০০০০০
৩৭	রংপুর	৬১৮৮	২১২০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	৪৪৬১	১৬৯৫০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	৫৪২৯	২০০০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	২৭৫৮	১২৬৫০০০০
৪১	পঞ্চগড়	২৭৩১	১২৮০০০০০
৪২	নীলফামারী	৩৩০৭	১৩৯০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	দ্রাণ কার্য চাল	দ্রাণ কার্য নগদ
৪৩	গাইবান্ধা	৪২৫৬	১৫৫৫০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	৩৩৮৬	১৪০০০০০০
৪৫	খুলনা	৬৪২৯	২১৮০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	৪৫৯৯	১৮৬০০০০০
৪৭	যশোর	৩৯২২	১৬৪৫০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	৩৫৭৮	১৬৮০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	৩৯২৫	১৪৩৫০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	২৭২৮	১২৮৫০০০০
৫১	মাগুরা	২৬১৩	৮৬৫০০০০
৫২	নড়াইল	২৭১৪	৮৭৫০০০০
৫৩	মেহেরপুর	২৪৬২	৮৬০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	২৪১৬	৮৫০০০০০
৫৫	বরিশাল	৬০৭২	২১৫০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৪৫৬৬	১৮৯৫০০০০
৫৭	পিরোজপুর	৩৩২৩	১৪০৫০০০০
৫৮	ভোলা	৩১০৫	১৪৪০০০০০
৫৯	বরগুনা	৩২৪৪	১৪৬০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	২৬৬৬	৯৭৫০০০০
৬১	সিলেট	৫৯০৪	২১৮৫০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	৩৯৮৯	১৭১০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	৪৩৫১	১৯২৫০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	৩৬০২	১২৯৫০০০০
	সর্বমোট	২৬২১৫৬	১০৪৩৯০০০০০

২০২০-২০১৯ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দের হিসাব বিবরণী

ক্র: নং	জেলার নাম	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দে পরিমাণ
১	চাঁদপুর	১২০৭০
২	নড়াইল	৩১৭৩৪
৩	সাতক্ষীরা	৩৪২০০
৪	চুয়াডাংগা	১৮১৭৪
৫	বরগুনা	১৩০০
৬	যশোর	১১৫২৪৮১
৭	গাজীপুর	১০২৫৪০
	মোট=	১৩৫২৪৯৯

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

৬.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি :

৬.২ Foundation Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ Foundation Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১৯-২৩ নভেম্বর ২০১৯	২৫ জন
২	২য়	২৬-৩০ নভেম্বর ২০১৯	২৫ জন
মোট=			৫০ জন

ছবি



Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) প্রশিক্ষণ।

৬.৩ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	০৯-১০ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
২	২য়	১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৩	৩য়	১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৪	৪র্থ	২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৫	৫ম	১১-১২ জানুয়ারি ২০২০	২৫ জন
৬	৬ষ্ঠ	১৮-১৯ জানুয়ারি ২০২০	২৫ জন
মোট=			১৫০জন

ছবি



দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

৬.৪ তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১১ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
২	২য়	১৪ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৩	৩য়	১৯ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৪	৪র্থ	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯	২৫ জন
৫	৫ম	১৩ জানুয়ারি ২০২০	২৫ জন
৬	৬ষ্ঠ	২০ জানুয়ারি ২০২০	২৫ জন
		মোট=	১৫০ জন

ছবি



তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

৬.৫ Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তাগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০২০	২০ জন
২	২য়	০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২০ জন
	মোট=		৪০ জন

ছবি



Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

৬.৬ বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৩য় ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ জন
২	২য়	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ জন
৩	৩য়	০২-০৩ মার্চ ২০২০	২৫ জন
	মোট=		৭৫ জন

ছবি



বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ।

৬.৭ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি ১৪তম ও ১৫ তম ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩,
মহাখালী, ঢাকা ।

অংশগ্রহণকারীঃ ডিআরআরও এবং পিআইও ।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	ডিআরআরও	পিআইও	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১৪ তম	২৩/১১/২০১৯ হতে ২৩/০১/২০২০	--	২৫	২৫
১৫ তম	ঐ	--	২৫	২৫
		--	৫০ জন	৫০ জন

ছবি



ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ।

৬.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম ব্যাচ) :

প্রশিক্ষণের নামঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।
স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
অংশগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১৬ এবং ১৮ মার্চ ২০২০	২৫ জন
	মোট=		২৫ জন



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম

পর্যবেক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগঃ

৭.১ দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Voice Response) প্রযুক্তি ব্যবহার: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় দুর্যোগের আগাম বার্তা Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোন মোবাইল থেকে টোল ফ্রি নম্বর ১০৯০ কোডে ডায়াল করে ১ চাপ দিয়ে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, ২ চাপ দিয়ে নদ/নদী বন্দর সমুহের সতর্কতা বার্তা, ৩ চাপ দিয়ে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা, ৪ চাপ দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা ও ৫ চাপ দিয়ে নদ/নদীর পানির পূর্বাভাস জানা যায়। IVR এর মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস জানার অগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় IVR সিস্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **ওয়েব পোর্টাল (ddm.gov.bd)** : ২০১৪ সালে ডিডিএম ওয়েব সাইটটি ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে স্থানান্তরিত হয়। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় নির্মিত এ ওয়েব সাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সকল অফিস আদেশ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, যোগাযোগ, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল বরাদ্দ আদেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা, নির্দেশিকা, ডিডিএম কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ডিডিএম.বাংলা ডোমেনে এ পোর্টালটি চালু করা হয়।

৭.৩ **ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (<https://www.facebook.com/ddmbangladesh>) এবং ফেসবুক গ্রুপ চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দকে Disaster Management-DDM গ্রুপের মেম্বর করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম এই গ্রুপে তুলে ধরা হয়।

৭.৪ **ই-ফাইল** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম মার্চ, ২০১৭ সালে শুরু করা হয়। এ বিষয়ে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ই-নথির কার্যক্রম অধিদপ্তরের ০৮টি অনুবিভাগের অধীন সকল শাখাতে চালু আছে। বর্তমানে ই-নথির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০ জন। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দকে ই-নথির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.৫ **ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা**: অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দকে কম্পিউটার ও ল্যান ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ওয়াই ফাই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ২৫মে:বা: হতে ১০০ মে:বা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবা সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করার জন্য বিটিসিএল এর বিকল্প সংযোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং ও ওয়াইফাই ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭.৬ **EGPP MIS Software** : ২০১৪ সালে ইজিপি প্রকল্পের অধীন অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য EGPP MIS Software তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ইজিপিপি কর্মকান্ড যেমন ঃ বাজেট বিভাজন এবং বরাদ্দ প্রদান, উপকারভোগী এবং প্রকল্পের সকল কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে উপকারভোগীদের পারিশ্রমিক পরিশোধের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম পাইলটিং এর কাজ চলমান আছে।

৭.৭ **ইজিপি (Electronic Government Procurement)** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় মে ২০১৭ তারিখ হতে অনলাইনে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, SNSP প্রকল্প, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্প ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে সকল কাজ সম্পাদন করছে। পর্যায়ক্রমে সকল অনুবিভাগ ও প্রকল্পে সকল ক্রয় কার্যক্রম ইজিপির মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।

৭.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের GRS (Grievance Redress System) চালু আছে। এ ব্যবস্থায় যে কোন স্থান হতে যেকোন ব্যক্তি অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন এবং প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

জিআইএস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৭.৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত MRVA (Multi Hazard Risk Vulnerability Assessment Modeling and Mapping) Cell কর্তৃক জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরী ৬টি প্রাকৃতিক আপদের (সুনামি, ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) এবং স্বাস্থ্যগত ও প্রযুক্তিগত আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত তথ্য ও মানচিত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর পিএইচডি ও এমএসসি গবেষকদের চাহিদামতে সরবরাহ করা হয়। এসকল তথ্য অনলাইন geodash পোর্টালে (www.geodash.gov.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে;

২. দুর্যোগ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন (Community Risk Assessment- CRA) নগর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন (Urban Community Risk Assessment- UCRA/URA) কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
৩. CRA ও URA কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
৪. CRA গাইডলাইন হালনাগাদ করনের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিংগ্রুপের সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
৫. URA গাইডলাইন হালনাগাদ করনের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিংগ্রুপের সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
৬. CRA ও URA গাইডলাইন পরিমার্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক কর্তৃক প্রেরিত পরিমার্জিত কপি দুটি এ সংক্রান্ত গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যগণের নিকট পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
৭. CRA ও URA কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে GIS and Web-based Data Sharing Platform তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান;

৭.১০ শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন প্রশিক্ষণ সহায়িকা (Child Centred Urban Disaster Resilience Facilitation Guideline) এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;

৭.১১ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় Emergency Operational Dashboard তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। উহা তৈরি হলে 'এসওএস' ও 'ডি-ফরম' এর তথ্য অনলাইনে আপলোড করা সম্ভব হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ তথ্যসহ দুর্যোগের সার্বিক চিত্র প্রদর্শন করা যাবে।

জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)

- ১। জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র খোলা রাখা হয়।
- ২। জেলা ও উপজেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়।
- ৩। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ SOS এবং D-Form এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়।
- ৪। দুর্যোগ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি এবং সংশ্লিষ্টদের প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।
- ৫। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ডের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

৮.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে পরিকল্পনা ও প্রশমন নামে দুটি অধিশাখা রয়েছে। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে উপপরিচালক।

৮. ১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম:

৮.১.১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনসহ এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার (জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি, বেসরকারি) সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে।

৮.১.২ এ অনুবিভাগের উদ্যোগে প্রতিমাসে এডিপিভুক্ত/এডিপিবিহীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৮.১.৩ এ অনুবিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।



সেতু কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প



হেরিং বোল্ড বন্ড প্রকল্প



বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প



বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ছবি

৮. ২ বর্তমানে ১৫১০৭.৭৩ লক্ষ (পনের হাজার একশত সাত কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ১০(দশ)টি প্রকল্প বাস্তবায়নায়ীীন রয়েছে।

৮. ৫ চলমান এসকল প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি এ অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৮. ৬ এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিয়মিত ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গত ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ২২ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর সাথে ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের সাথে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।



৮. ৭ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বিষয়ে ০১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে চুক্তি প্রণয়ন এবং মূল্যায়ণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে (২০+২০) সর্বমোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



৮. ৮ দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

৮. ৯ ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া, পোস্টার ছাপানো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সড়কদ্বীপ সজ্জা, স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৮. ১০ গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মহড়ার আয়োজন, স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৮. ১১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে SOD-তে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটির সভা এবং এসকল সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ও প্রস্তুতি গ্রহণকল্পে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৮. ১২ এ ছাড়াও এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণের পছা উদ্ভাবন ও চর্চা সংক্রান্ত সভা আয়োজন ও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ত্রাণ কার্যক্রম

৯.০ ২৪-০৩-২০২০ খ্রি. হতে ১১-০৬-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত দেশের ৬৪টি জেলার পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল), ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বিশেষ বরাদ্দ

ক্রঃনং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) খাতে বরাদ্দ	ত্রাণ কার্য (নগদ) খাতে বরাদ্দ	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দ
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	৯২০৩	৩৯৭৯৯৫০০	৫১০০০০০
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	৪৯১৪	২০২৬২০০০	৫১০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	৫০৫৬	১৯৮৯২৫০০	৫১০০০০০
৪	ফরিদপুর	৩২৫৭	১৬২৫৪০০০	৫১০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	৩৪৯৪	১৬৫০০০০০	৫১০০০০০
৬	নেত্রকোনা	৩৬৩৫	১৫৬৫০১০০০	৫১০০০০০
৭	টাংগাইল	৩২৯৪	১৬২৫০০০০	৫১০০০০০
৮	নরসিংদী	২২২০	১২২০৫০০০	৩৪০০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	২৩৪৭	১২১৭৭০০০	৩৪০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	২৩৩৫	১২২৫৫০০০	৩৪০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	৫৪৩৫	১৯৯৫৫০০০	৩৪০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	২৪১২	১২৭৭৪০০০	৩৪০০০০০
১৩	জামালপুর	৩৮৪৪	১২৩৬০০০০	৩৪০০০০০
১৪	শরীয়তপুর	২৩৪৮	১২২৮৫০০০	৩৪০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	২৩০৭	১২৩৪৫০০০	৩৪০০০০০
১৬	শেরপুর	২৩২৪	১২৪৩০০০০	৩৪০০০০০
১৭	মাদারীপুর	২২৬৫	৮৪০০০০০	৩৩০০০০০
১৮	চট্টগ্রাম (মহানগরীসহ)	৬১৩২	২০৮৫০০০০	৫১০০০০০
১৯	কক্সবাজার	৩২৪৫	১৬১৫২৫০০	৫১০০০০০
২০	রাংগামাটি	৩৫৬৩	১৬২৭০০০০	৫১০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৩২৬৫	১৬৩০৫০০০	৫১০০০০০
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	৫৮১৩	২০১৫৫০০০	৫১০০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৩৫০	১৬৩০০০০০	৫১০০০০০
২৪	চাঁদপুর	৩২৮৪	১৬২১০০০০	৫১০০০০০

২৫	নোয়াখালী	৩৫২৬	১৬৩০০০০০	৫১০০০০০
২৬	ফেনী	২৭৪৮	১৩৩৯৮২৬৪	৩৪০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	২৬৫০	১২৭১৫০০০	৩৪০০০০০
২৮	বান্দরবান	২৩৫২	১২৪৪০০০০	৩৪০০০০০
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	৫১৯৮	২০০৩৭৫০০	৫১০০০০০
৩০	নওগাঁ	৩২৪২	১৬২৫৫০০০	৫১০০০০০
৩১	পাবনা	৩২৩০	১৬৩১০০০০	৫১০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	৩৪০৩	১৬০১০০০০	৫১০০০০০
৩৩	বগুড়া	৩৩৬৮	১৬৮৩০০০০	৫১০০০০০
৩৪	নাটোর	২২৫৫	১২২১৫০০০	৩৪০০০০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২২৪৮	১২৫০৫০০০	৩৪০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	২২৯৬	১২২০০০০০	৩৪০০০০০
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	৫২৮৫	১৯৮৯৬৫০০	৫১০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	৩৩২৬	১৬৩৯৪০০০	৫১০০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	৩৩০৮	১৬২৪০০০০	৫১০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	২৩৪৮	১২২৮৯০০০	৩৪০০০০০
৪১	পঞ্চগড়	২৪৭১	১২২৪৫০০০	৩৪০০০০০
৪২	নীলফামারী	২৩৮১	১২২০৬০০০	৩৪০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	২৩০৯	১২৩৩৫০০০	৩৪০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	২৩১২	১২২১২৫০০	৩৪০০০০০
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	৫২৯০	১৯৮৫৭০০০	৫১০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	৩৬৪৩	১৬৩৫০০০০	৫১০০০০০
৪৭	যশোর	৩২৯৪	১৬২২৭০০০	৫১০০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	৩১৭০	১৬২০০০০০	৫১০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	২৫০০	১২২৫০০০০	৩৪০০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	২৩২৮	১২২১৬০০০	৩৪০০০০০
৫১	মাগুরা	২১৩৫	৮৪৫৪৫০০	৩৩০০০০০
৫২	নড়াইল	২২১১	৮৪৪৬৫০০	৩৩০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	২৩৪১	৮৩৭৫০০০	৩৩০০০০০
৫৪	চুয়াডাঙ্গা	২২৮৩	৮৩৪৯৫০০	৩৩০০০০০

৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	৪৯৯৫	১৯৮৫৬০০০	৫১০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৩২৫৬	১৬৩০০০০০	৫১০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	২৩৮৯	১২৬৭৪০০০	৩৪০০০০০
৫৮	ভোলা	২৩৭৭	১২০২৫০০০	৩৪০০০০০
৫৯	বরগুনা	২৩০৮	১২০৫০০০০	৩৪০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	২২৩৩	৮২৯১৫০০	৩৩০০০০০
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	৫১২১	১৯৯৬০০০০	৫১০০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	৩৫২৫	১৬২২৪০০০	৫১০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	৩৩৪৫	১৬২১০০০০	৫১০০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	২৬৭৫	১২৩৩৫০০০	৩৪০০০০০
মোট=		২১১০১৭	৯৫৮৩৭২২৬৪	২৭১৪০০০০০



করোনাকালীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ



করোনাকালীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ

মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- মুজিববর্ষ যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে "পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর" কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- নথি, দাপ্তরিক আদেশ ও অন্যান্য অফিসিয়াল পত্রাদিতে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তার কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন বই ক্রয় করে মুজিব কর্ণারে রাখা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের উপর আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত দিবসগুলি পালনের ক্ষেত্রে মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহন করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষ্যে ৫,২৫২টি সেতু/কালভার্ট, ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসহ গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২,৬৪০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার উপকারভোগীদের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধীর সাথে মত বিনিময়



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প



গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প:

১. মোট বরাদ্দ : ৬৫৭৮২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
 ২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২২

১১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

১৯৮২ সাল হতে পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ ও টাইটেল-৩ এর আওতায় প্রদত্ত গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সীমিত আকারে গ্রামীণ সড়কে কেয়ার বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ্ব ৪০ফুট (১২মিটার পর্যন্ত) দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত অত্র অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সর্বমোট ২৪৯,৬৬৮মিটার (২৮৪৯৪টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় ১৪'-০" হতে ১৮'-০" চওড়া ১৫৬০০০ মিটার (সম্ভাব্য ১৩০০০ টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হবে। তন্মধ্যে ৯৩৬০০ মিটার বক্সটাইপ (৭৮০০টি) এবং ৬২৪০০ মিটার গার্ডার টাইপ (৫২০০ টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হবে।

১১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- (ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তার গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 (খ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুর্ঘটনার সময় জনসাধারণকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ;
 (গ) দেশের স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
 (ঘ) অবকাঠামো নির্মাণকালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির করে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ।

ক্র নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা			এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	ক্রমপূঞ্জিত কাজের অগ্রগতি
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	৬৪	৪৯২	৬২৮৬৮০	১৩০০০টি	৬২৬৯টি	৫৯৫০টি	৯৭০৬২	৫৭১৬১৮	৩৩%

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০ (উপজেলা ওয়ারী বিস্তারিত বিবরণ)

ক্র মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	কক্সবাজার	উখিয়া	২২২.৮৬	৯	৮	১৯৪.৩৬	২৮.৫	৮৭%
২	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	২৭০.০৫	১০	০	৬১.৫	২০৮.৫৫	২৩%
৩	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	২১৬.০৯	১৬	১১	১৪৬.১৬	৬৯.৯৩	৬৮%
৪	কক্সবাজার	চকোরিয়া	৬২৬.৭৮	২৪	২০	৫৫২.৮৬	৭৩.৯২	৮৮%
৫	কক্সবাজার	টেকনাফ	২০২.৭৩	৮	৮	১৯২.৫৯	১০.১৪	৯৫%
৬	কক্সবাজার	পেকুয়া	২৪২.৪৫	১১	০	৫৬.৩	১৮৬.১৫	২৩%
৭	কক্সবাজার	মহেশখালী	২৯৮.৬৭	১৫	০	৬৯	২২৯.৬৭	২৩%
৮	কক্সবাজার	রামু	৩৬৭.৩৬	১৪	১২	৩০৫.৮৯	৬১.৪৭	৮৩%
৯	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৪৫৫.০২	১৪	০	১০৫	৩৫০.০২	২৩%
১০	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৩৩১.৫১	১২	১২	২৬৭.১৩	৬৪.৩৮	৮১%
১১	কুড়িগ্রাম	চররাজিবপুর	৯৭.২৪	৩	২	৬১.৫	৩৫.৭৪	৬৩%
১২	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	১৯৯.১৭	১১	১	১৩৮.৮৯	৬০.২৮	৭০%
১৩	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৩৫১.১৯	১৭	০	৮২	২৬৯.১৯	২৩%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৪	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	২০০.২৭	১০	১০	১৯০.২১	১০.০৬	৯৫%
১৫	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	৩৪১.২৬	১৪	০	৭৯.৫	২৬১.৭৬	২৩%
১৬	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	১৪৮.০৭	৮	৭	১১৬.২৬	৩১.৮১	৭৯%
১৭	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	২১২.৭৬	৭	৫	১৫৫.৩৩	৫৭.৪৩	৭৩%
১৮	কুমিল্লা	আর্দশ সদর কুমিল্লা	২৪৮.২৩	১৭	১২	১৭৮.৯৩	৬৯.৩	৭২%
১৯	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	৫১৬.৬	২৬	২০	৩৯৩.৭৮	১২২.৮২	৭৬%
২০	কুমিল্লা	চান্দিনা	৪৬৪.৬২	২০	১৪	৩৫৩.৭	১১০.৯২	৭৬%
২১	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	৪৩০.৪৫	১৯	১৮	৩৯৮.৪৬	৩১.৯৯	৯৩%
২২	কুমিল্লা	তিতাস	৩২৪.৫৯	১৩	১	৮৮.১৪	২৩৬.৪৫	২৭%
২৩	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	৫৩০.৩৮	১৯	১৯	২৭১.৬	২৫৮.৭৮	৫১%
২৪	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	৫২৫.৪৫	২১	১৭	৪৬২.৬৩	৬২.৮২	৮৮%
২৫	কুমিল্লা	নাদুলকোট	৪২৭.১১	২২	১৭	৩৩৯.৭৫	৮৭.৩৬	৮০%
২৬	কুমিল্লা	বুড়িচং	৩০৪.৩৭	১৭	৭	১৫৭.৭৬	১৪৬.৬১	৫২%
২৭	কুমিল্লা	বরুড়া	৫৩৪.৫৮	২৪	২২	৪৯৬.০৮	৩৮.৫	৯৩%
২৮	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	২৮৯.৮২	১১	৩	১১৫.৯৫	১৭৩.৮৭	৪০%
২৯	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	৩৯৬.২১	১৭	১৩	৩২৬.২৮	৬৯.৯৩	৮২%
৩০	কুমিল্লা	মুরাদনগর	৭৬০.৭৭	৩৩	১০	৩২৭.৭৭	৪৩৩	৪৩%
৩১	কুমিল্লা	মেঘনা	৩০৭.১২	১১	৪	১৩৯.৭১	১৬৭.৪১	৪৫%
৩২	কুমিল্লা	লাকসাম	২৮৩.৬১	১৬	৬	১২৯.২২	১৫৪.৩৯	৪৬%
৩৩	কুমিল্লা	লালমাই	২২৪.৩৭	১৪	১৪	২২৪.৩৩	০.০৪	১০০%
৩৪	কুমিল্লা	হোমনা	১৫৫.৫৩	৭	২	৫৯.৭৬	৯৫.৭৭	৩৮%
৩৫	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	৩৭৩.১৪	১৮	১২	২৬৩.১৩	১১০.০১	৭১%
৩৬	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	৪৭৯.৮২	২০	২০	৪৪২.৯২	৩৬.৯	৯২%
৩৭	কুষ্টিয়া	খোকসা	২৯৮.৯৯	১৩	১২	২৭৪.৭৪	২৪.২৫	৯২%
৩৮	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	৪৪৭.৪৫	২০	২০	৪২৫.০৩	২২.৪২	৯৫%
৩৯	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	১৮৩.৩২	৬	৪	১১৯.৪১	৬৩.৯১	৬৫%
৪০	কুষ্টিয়া	মিরপুর		০	০	০	০	০%
৪১	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	২৭২.৩১	১১	৯	২০৭.৮৮	৬৪.৪৩	৭৬%
৪২	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	২৬৪.৪৫	৯	৯	২৫১.২২	১৩.২৩	৯৫%
৪৩	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি	৩০৩.৫৫	১৪	৮	১৯৫.৫৪	১০৮.০১	৬৪%
৪৪	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৩০৮.০৫	১২	৭	১৯০.১	১১৭.৯৫	৬২%
৪৫	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	২০৪.২৬	১০	০	৪৬.৪	১৫৭.৮৬	২৩%
৪৬	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	৩৯৫.০৮	২২	০	৮৬.৩	৩০৮.৭৮	২২%
৪৭	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	২৩৩.৯৮	১১	৪	১০৮	১২৫.৯৮	৪৬%
৪৮	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	১৫৯.২২	৬	০	৩৬.৫	১২২.৭২	২৩%
৪৯	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	২০৯.২২	১২	১২	১৯৮.৭৬	১০.৪৬	৯৫%
৫০	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	২৮৫.১	১২	১২	২৭০.৮৫	১৪.২৫	৯৫%
৫১	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	২৩২.৭৫	৮	৭	১৯৬.৬১	৩৬.১৪	৮৪%
৫২	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	২৫৯.৩১	১০	৮	১৯৬.০২	৬৩.২৯	৭৬%
	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	২৬০.৪৪	২০	৬	১১৫.১	১৪৫.৩৪	৪৪%
৫৪	খুলনা	কয়রা	২৪৬.৯২	৮	৮	২৩৪.৫২	১২.৪	৯৫%
৫৫	খুলনা	ডুমুরিয়া	৪৮৫.৭	২৩	১৬	৩৭১.৭৪	১১৩.৯৬	৭৭%
৫৬	খুলনা	তেরখাদা	২০৯.০১	৮	৮	১৯৮.৫৬	১০.৪৫	৯৫%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৭	খুলনা	দাকোপ	৩০৮.৪	১৩	১৩	২৯২.৭৮	১৫.৬২	৯৫%
৫৮	খুলনা	দিঘুলিয়া	২১০.৫৯	৮	৬	১৪৫.৪৭	৬৫.১২	৬৯%
৫৯	খুলনা	পাইকগাছা	৩২৬.৮৪	১২	৮	২২৫.৯৫	১০০.৮৯	৬৯%
৬০	খুলনা	ফুলতলা	১৪১.৭	৭	৭	১৩৪.৬	৭.১	৯৫%
৬১	খুলনা	বাটিয়াঘাটা	২৪৪.৪৭	১১	০	৫৫.৬	১৮৮.৮৭	২৩%
৬২	খুলনা	রূপসা	১৭৪.২৯	৮	৫	১০৬.৬৩	৬৭.৬৬	৬১%
৬৩	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	২০৭.৩৪	৬	৫	১৭০.৩১	৩৭.০৩	৮২%
৬৪	খাগড়াছড়ি	গুইমারা	১০৯.৩৭	৩	০	২৪	৮৫.৩৭	২২%
৬৫	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	১৪৬.৯৯	৫	৫	১৪৬.৯৪	০.০৫	১০০%
৬৬	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১৮৩.৪৮	৮	৭	১৬৩.১৪	২০.৩৪	৮৯%
৬৭	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	১৪০.১২	৪	৩	১১৪.৬	২৫.৫২	৮২%
৬৮	খাগড়াছড়ি	মাটিরঙ্গা	২৬৮.৮৫	৮	৮	২৬৮.৬৭	০.১৮	১০০%
৬৯	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	১৪০.১২	৪	৪	১৪০.০৮	০.০৪	১০০%
৭০	খাগড়াছড়ি	রামগড়	১০৯.৩৭	৩	১	৫১.১৭	৫৮.২	৪৭%
৭১	খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি	১০৩.৬৭	৩	২	৮২.১	২১.৫৭	৭৯%
৭২	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	৫৩১.৮২	২১	১৯	৪৫৬.১১	৭৫.৭১	৮৬%
৭৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	৩৫৩.১৭	১৮	১৮	৩৩৫.৩৪	১৭.৮৩	৯৫%
৭৪	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	১৮৭.৮৩	১৩	১৩	১৭৭.৭৩	১০.১	৯৫%
৭৫	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি		০	০	০	০	০%
৭৬	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	৩১০.১	১২	১২	১৫৮.৭	১৫১.৪	৫১%
৭৭	গাইবান্ধা	সাঘাটা	১৯৭.৪৪	৮	৮	১৮৭.২২	১০.২২	৯৫%
৭৮	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	২২১.১	১১	১০	১৯২.৮৮	২৮.২২	৮৭%
৭৯	গাজীপুর	কাপাসিয়া	৩৬৩.৬২	১৬	১০	২৩১.৭১	১৩১.৯১	৬৪%
৮০	গাজীপুর	কালিগঞ্জ	২৩৩.৫২	১১	৪	১১১.৬৩	১২১.৮৯	৪৮%
৮১	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	৩২৭.৪	২১	১১	২০৬.৫৭	১২০.৮৩	৬৩%
৮২	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	১১২.০৫	৭	৫	৮৩.৫১	২৮.৫৪	৭৫%
৮৩	গাজীপুর	শ্রীপুর	২৬৮.৬৫	১২	৬	১৪২.৩৪	১২৬.৩১	৫৩%
৮৪	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	৪৯১.৫২	২১	১৯	৪১০.৫২	৮১	৮৪%
৮৫	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	৪১৬.৭	১৬	১৬	৩৯৫.৫৮	২১.১২	৯৫%
৮৬	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	৭৩৯.০৩	৩০	২৭	৬২৯.৩	১০৯.৭৩	৮৫%
৮৭	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	৯৫.৩১	৪	৪	৯০.৫১	৪.৮	৯৫%
৮৮	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	৫৭১.১১	২৬	২০	৪১৮.৬৬	১৫২.৪৫	৭৩%
৮৯	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	২৬২.৫৫	১১	১০	২৩০.৩	৩২.২৫	৮৮%
৯০	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	১৫২.১৮	১০	৮	১০৫.৫৪	৪৬.৬৪	৬৯%
৯১	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	৩১৬.৯১	১৩	১৩	৩০২.২৯	১৪.৬২	৯৫%
৯২	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৬৪০.৫২	৩৬	৩১	৫১৩.৪৭	১২৭.০৫	৮০%
৯৩	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	৬৩৮.১৯	২৭	৯	২৮৪.১৮	৩৫৪.০১	৪৫%
৯৪	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৫৪৮.৪২	২৫	২২	৪৬৯.১৮	৭৯.২৪	৮৬%
৯৫	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	২৮০.৩৪	১২	১২	২০৭.৫৮	৭২.৭৬	৭৪%
৯৬	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	৫৬৯.২৯	২২	১৮	৪৫৭.০৮	১১২.২১	৮০%
৯৭	চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া	৫২৭.৩৫	২৩	১৫	৩৭৭.৬৮	১৪৯.৬৭	৭২%
৯৮	চট্টগ্রাম	রাউজান	৪৫৩.৪৩	১৮	৫	১৯৩.১৩	২৬০.৩	৪৩%
৯৯	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া	৩০৬.০৮	১৪	১২	২৫৫.৮৩	৫০.২৫	৮৪%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০০	চট্টগ্রাম	সনদ্বীপ		০	০	০	০	০
১০১	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	৩৩৭.০৫	১৩	০	৭৭.৯	২৫৯.১৫	২৩%
১০২	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	৩৮১.২৫	২৬	৮	১৭৬.০৭	২০৫.১৮	৪৬%
১০৩	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	৪৬৯.১৬	২২	৪	১৬১.৯	৩০৭.২৬	৩৫%
১০৪	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	২৯০.৩৬	১৫	৯	১৮৮.০৬	১০২.৩	৬৫%
১০৫	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	১২৮.৮৮	৫	৫	১২২.৪৪	৬.৪৪	৯৫%
১০৬	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	১৬৫.১২	১০	০	৩৭.৪	১২৭.৭২	২৩%
১০৭	চুয়াডাঙ্গা	দামুরহুদা	২৫৮.৫৮	১৮	০	৫৮.৮	১৯৯.৭৮	২৩%
১০৮	চাঁদপুর	কচুয়া	৪২৯.১৩	২১	০	৯৯	৩৩০.১৩	২৩%
১০৯	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৪৭৯.৪৩	২১	১৫	৩৪১.৪৮	১৩৭.৯৫	৭১%
১১০	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৫৩০.৮৮	২৮	২৭	৪৮৬.৯৭	৪৩.৯১	৯২%
১১১	চাঁদপুর	মতলব (উত্তর)	৪৯৩.৪২	২৫	২৫	৪৯২.৫৭	০.৮৫	১০০%
১১২	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	২২৬	১৩	১৩	২২৪.৬	১.৪	৯৯%
১১৩	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	৩৫৩.৭১	১৬	১৬	৩৩৬.০২	১৭.৬৯	৯৫%
১১৪	চাঁদপুর	হাইমচর	৫৯৩.২৪	২১	১৯	৫৩৪.০১	৫৯.২৩	৯০%
১১৫	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	৪৬৩.৭৮	১৮	১৮	৪৬৩.৭১	০.০৭	১০০%
১১৬	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	২৭৮.২৬	১৪	১৪	২৬৩.৪৩	১৪.৮৩	৯৫%
১১৭	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর	৪৬২.১২	১৭	১৭	৪৩৮.৫৭	২৩.৫৫	৯৫%
১১৮	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	১৩৬.১১	৬	৬	১২৯.১৮	৬.৯৩	৯৫%
১১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	১৫২.২৯	৫	০	৩৪.৪	১১৭.৮৯	২৩%
১২০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৫১০.৮৮	২৪	২৪	৪৯১.১১	১৯.৭৭	৯৬%
১২১	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	১০৯	৬	৫	৮১	২৮	৭৪%
১২২	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	১১৭.৮	৮	৮	১১৬.৩৫	১.৪৫	৯৯%
১২৩	জয়পুরহাট	কলাই	১০৩.০৯	৭	০	২২.৮	৮০.২৯	২২%
১২৪	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	১৯৪.৪৮	১৩	১৩	১৮১.৯৬	১২.৫২	৯৪%
১২৫	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১৭৮.০৯	৯	৭	১৩৭.১১	৪০.৯৮	৭৭%
১২৬	জামালপুর	ইসলামপুর	৪২১.৩৯	১৩	১৩	৪০০.৩২	২১.০৭	৯৫%
১২৭	জামালপুর	জামালপুর সদর	৫১৯.৩৪	২২	২০	৪৩৩.৪৫	৮৫.৮৯	৮৩%
১২৮	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	২৮৫.১৬	৯	৭	২২৪.২৩	৬০.৯৩	৭৯%
১২৯	জামালপুর	বকশিগঞ্জ	২৪৪.৬২	৮	৮	২৩২.৩৯	১২.২৩	৯৫%
১৩০	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	২১৭.৮৮	৮	৮	১৮৬.৯৯	৩০.৮৯	৮৬%
১৩১	জামালপুর	মেলান্দহ	৩৪২.৬৫	১৩	৭	১৯৫.৩৭	১৪৭.২৮	৫৭%
১৩২	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	২৬৫.৩৯	৯	৯	২৬৫.০৪	০.৩৫	১০০%
১৩৩	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	২০৬.৪৮	৯	৫	১০৭.৫৯	৯৮.৮৯	৫২%
১৩৪	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৩৭৫.৪৫	১৯	০	৮৫.৮	২৮৯.৬৫	২৩%
১৩৫	ঝালকাঠি	নলছিটি	৩৫৮.২৮	১৮	১৮	৩৫৭.৭৫	০.৫৩	১০০%
১৩৬	ঝালকাঠি	রাজাপুর	২১৯.৮৩	১২	১০	১৯০.৯৫	২৮.৮৮	৮৭%
১৩৭	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	২৫৯.০৭	১৩	৮	১৬৪.০৭	৯৫	৬৩%
১৩৮	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	১৮৫.৩৭	১১	১১	১৭৮.১৭	৭.২	৯৬%
১৩৯	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	৫৬৭.৯৪	৩৪	১৭	৪৪১.২৯	১২৬.৬৫	৭৮%
১৪০	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	৪১০.০৪	২২	২২	৩৯৭.৪	১২.৬৪	৯৭%
১৪১	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	৪৮১.১৪	২১	১১	৪৭২.২৩	৮.৯১	৯৮%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৪২	বিনাইদহ	হরিণাকুন্ড	২৮৩.০৫	১৪	১০	২২৩.৬২	৫৯.৪৩	৭৯%
১৪৩	টাংগাইল	কালিহাতী	৪৮৩.৫২	১৯	১০	২৯১.৭৫	১৯১.৭৭	৬০%
১৪৪	টাংগাইল	গোপালপুর	২৫৩.৩৩	১২	৯	১৯০.৫৩	৬২.৮	৭৫%
১৪৫	টাংগাইল	ঘাটাইল	৩৮১.৬১	১২	১১	৩৩৮.৬৫	৪২.৯৬	৮৯%
১৪৬	টাংগাইল	টাঙ্গাইল সদর	৪১১.৮৭	১৩	১১	২৮৫.১৬	১২৬.৭১	৬৯%
১৪৭	টাংগাইল	দেলদুয়ার	২৭৭.৪	১০	১০	১৬৪.৪৬	১১২.৯৪	৫৯%
১৪৮	টাংগাইল	ধনবাড়ী	২৪৯.১৩	১২	১২	১৫১.৬৭	৯৭.৪৬	৬১%
১৪৯	টাংগাইল	নাগরপুর	৪০৪.৭১	১৫	১৩	২১৫.১৮	১৮৯.৫৩	৫৩%
১৫০	টাংগাইল	বাসাইল	২০৫.২৫	৮	৭	১১৬.৪৪	৮৮.৮১	৫৭%
১৫১	টাংগাইল	ভূঞাপুর	২০৬.৯৩	৭	৭	১৯৬.৫৮	১০.৩৫	৯৫%
১৫২	টাংগাইল	মধুপুর	২১৩.৬৫	১০	১০	১৩২.৯১	৮০.৭৪	৬২%
১৫৩	টাংগাইল	মির্জাপুর	৫০১.৪৫	২৪	১০	২৪৭	২৫৪.৪৫	৪৯%
১৫৪	টাংগাইল	সখিপুর	২৭৬.৩১	১১	১০	২৪৩.৩৪	৩২.৯৭	৮৮%
১৫৫	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	৩৭৫.২	১৬	০	৮৬.৭	২৮৮.৫	২৩%
১৫৬	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৩৩৫.৬৫	১৭	০	৭৭.৬	২৫৮.০৫	২৩%
১৫৭	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	২৫৭.০৪	১০	০	৫৯.৫	১৯৭.৫৪	২৩%
১৫৮	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল	২৮৩.২	১০	৭	২০২.৪৮	৮০.৭২	৭১%
১৫৯	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	১৯২.৮১	৭	৫	১৪৪.৩৪	৪৮.৪৭	৭৫%
১৬০	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	৩৯৭.৯৬	১৫	১০	২৩৭.৯৮	১৫৯.৯৮	৬০%
১৬১	ঢাকা	দোহার	২২৯.৫	১০	২	৮৭.৬৩	১৪১.৮৭	৩৮%
১৬২	ঢাকা	ধামরাই	৫৪৪.০৬	২১	০	১২৫.৭	৪১৮.৩৬	২৩%
১৬৩	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	৫০৫.১	২৫	২৫	৫০৪.৯৩	০.১৭	১০০%
১৬৪	ঢাকা	সাভার	২৮৭.১৬	১১	৭	২১৭.৪৭	৬৯.৬৯	৭৬%
১৬৫	দিনাজপুর	কাহারোল	১৯৮.০৭	৭	০	৪৫.১	১৫২.৯৭	২৩%
১৬৬	দিনাজপুর	খানসামা	১৯৪.৫৯	৭	৪	১২৮.৩৭	৬৬.২২	৬৬%
১৬৭	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	১১২.৬১	৬	৪	৮৭.৬৬	২৪.৯৫	৭৮%
১৬৮	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	৪৭৫.৭৮	১৯	০	১০৯.২	৩৬৬.৫৮	২৩%
১৬৯	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	৩২৮.১৯	১৩	০	৭৫.৫	২৫২.৬৯	২৩%
১৭০	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	৩০৬.০৮	১৪	১৩	২৭০.১	৩৫.৯৮	৮৮%
১৭১	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৩২৩.২৮	১৪	০	৭৪.৭	২৪৮.৫৮	২৩%
১৭২	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	২৩১.০২	১১	০	৫৩.৮	১৭৭.২২	২৩%
১৭৩	দিনাজপুর	বিরল	৩৬৬.৮৮	১৮	১৮	৩৪৮.৫২	১৮.৩৬	৯৫%
১৭৪	দিনাজপুর	বিরামপুর	১৪৫.৪৭	৬	৪	৯৭.১	৪৮.৩৭	৬৭%
১৭৫	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	৩৯২.২১	১৪	০	৯০.৪	৩০১.৮১	২৩%
১৭৬	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	১৯৩.৯৯	৮	০	৪৪.৮	১৪৯.১৯	২৩%
১৭৭	দিনাজপুর	হাকিমপুর	৭২.২৪	৫	৪	৫৭.০১	১৫.২৩	৭৯%
১৭৮	নওগাঁ	আত্রাই	২৭৬.৩৫	১১	৬	১২২.৩৩	১৫৪.০২	৪৪%
১৭৯	নওগাঁ	ধামুরহাট	২৬১.৮৪	১১	১১	২৪৯.৮১	১২.০৩	৯৫%
১৮০	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	৩৯২.৩৫	১৬	১৬	৩৫১.৫৮	৪০.৭৭	৯০%
১৮১	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	২৬১.৯৮	১১	১০	২২৫.৪৩	৩৬.৫৫	৮৬%
১৮২	নওগাঁ	পত্নীতলা	২৬০.৬৬	১৫	১২	১৩৯.১৪	১২১.৫২	৫৩%
১৮৩	নওগাঁ	পোরশা	১১৪.৯১	৪	২	৬৯.৪১	৪৫.৫	৬০%
১৮৪	নওগাঁ	বদলগাছী	২২৯.২৪	১২	১২	২১৫.৮১	১৩.৪৩	৯৪%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৮৫	নওগাঁ	মহাদেবপুর	৩৩৭.৫২	১৮	১৫	২৬১.৯৬	৭৫.৫৬	৭৮%
১৮৬	নওগাঁ	মান্দা	৪৮২.২৩	১৭	১৫	৪২৩.৮১	৫৮.৪২	৮৮%
১৮৭	নওগাঁ	রাণীনগর	২৬১.২১	১৩	১২	১৪২.৪	১১৮.৮১	৫৫%
১৮৮	নওগাঁ	সাপাহার	২০৫.৭৭	৯	৬	১৪৩.১৫	৬২.৬২	৭০%
১৮৯	নড়াইল	কালিয়া	৪৫১.৫১	১৬	১৫	৪২৫.৩৩	২৬.১৮	৯৪%
১৯০	নড়াইল	নড়াইল সদর	৪৫৬.৭৫	১৯	১৬	৩৭৬.২৪	৮০.৫১	৮২%
১৯১	নড়াইল	লোহাগড়া	৪১৯.১১	১৬	১১	৩০৫.২৩	১১৩.৮৮	৭৩%
১৯২	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৫০৩.৭১	২৫	১৭	৩২৬.৯৪	১৭৬.৭৭	৬৫%
১৯৩	নরসিংদী	পলাশ	১৪৩.০৩	৭	৭	১৪৩.০৩	০	১০০%
১৯৪	নরসিংদী	বেলাব	২৫১.১১	১৩	০	৫৭.৬	১৯৩.৫১	২৩%
১৯৫	নরসিংদী	মনোহরদী	৪২৯.৩৩	১৯	১৮	৪০৬.৫৫	২২.৭৮	৯৫%
১৯৬	নরসিংদী	রায়পুরা	৬৪৯.১২	৩২	২৪	৪৭৬.২	১৭২.৯২	৭৩%
১৯৭	নরসিংদী	শিবপুর	৩০০.০১	১৫	৭	১৬১.৪৯	১৩৮.৫২	৫৪%
১৯৮	নাটোর	গুরুদাসপুর	১৮১.৫৬	৯	৮	১৪৬.৮৩	৩৪.৭৩	৮১%
১৯৯	নাটোর	নলডাংগা	১৬৬.১৯	৬	৬	১৫৮.৩৮	৭.৮১	৯৫%
২০০	নাটোর	নাটোর সদর	২২৭.৯৮	১১	১১	২১৬.৪৬	১১.৫২	৯৫%
২০১	নাটোর	বড়াইগাম	২০৩.৯১	১২	১২	৯৬.৪	১০৭.৫১	৪৭%
২০২	নাটোর	বাগতিপাড়া	১৬৮.৬৬	৯	৯	১৬০.১৭	৮.৪৯	৯৫%
২০৩	নাটোর	লালপুর	২২৪.৯৫	৯	৭	৮৪.৬	১৪০.৩৫	৩৮%
২০৪	নাটোর	সিংড়া	৩৯৫.৪৩	১৩	৫	১২৩.৯	২৭১.৫৩	৩১%
২০৫	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	৩২৮.৬	১৪	০	৭৫.৬	২৫৩	২৩%
২০৬	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	১০৪.৫৯	৫	০	২৪.১	৮০.৪৯	২৩%
২০৭	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	১০৮.২৩	৪	০	২৪.৬	৮৩.৬৩	২৩%
২০৮	নারায়ণগঞ্জ	রুপগঞ্জ		০	০	০	০	০%
২০৯	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	৩২৬.৭৭	১৩	০	৭৫.৩	২৫১.৪৭	২৩%
২১০	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৩০৯.৪৩	১৫	৯	১৭১.১৪	১৩৮.২৯	৫৫%
২১১	নীলফামারী	জলঢাকা	৩৮০.২৬	১৫	৮	২১৩.৯৬	১৬৬.৩	৫৬%
২১২	নীলফামারী	ডিমলা	৩৬৩.৪২	১৩	১০	২৯৭.৮৫	৬৫.৫৭	৮২%
২১৩	নীলফামারী	ডোমার	৩৪৪.৩১	১৩	০	৭৯	২৬৫.৩১	২৩%
২১৪	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	৩৯৩.২৮	১৭	১৭	৩৭৩.৪৭	১৯.৮১	৯৫%
২১৫	নীলফামারী	সৈয়দপুর	১৭৮.০৮	১০	৯	১৫২.৮৭	২৫.২১	৮৬%
২১৬	নেত্রকোনা	আটপাড়া	২৫৪.৪	১৪	১৪	২৪১.৬৮	১২.৭২	৯৫%
২১৭	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	২৭৬.৭৬	১০	৮	২০৩.০৮	৭৩.৬৮	৭৩%
২১৮	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	৪৬১.৫	২২	১৭	৩৫৭.৯৯	১০৩.৫১	৭৮%
২১৯	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ী	২১৪.২৬	৯	৯	১৫৬.১৮	৫৮.০৮	৭৩%
২২০	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	২৪৫.১৭	৮	৫	১৩১.৮৮	১১৩.২৯	৫৪%
২২১	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	৪১৭.৯৩	১৪	১৪	৩৯৬.৭২	২১.২১	৯৫%
২২২	নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৩৯৭.১২	১৯	১২	২২৮.৭২	১৬৮.৪	৫৮%
২২৩	নেত্রকোনা	বারহাট্টা	২৫১.২৮	১০	১০	২৩৮.৭২	১২.৫৬	৯৫%
২২৪	নেত্রকোনা	মদন	২৯৩.৫৯	১৯	১৪	১৭৬.৭১	১১৬.৮৮	৬০%
২২৫	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	২৪১.৩৭	৯	৮	২০৭.৬২	৩৩.৭৫	৮৬%
২২৬	নোয়াখালী	কবিরহাট	২৪২.২৩	৯	১	৭৩.৭৪	১৬৮.৪৯	৩০%
২২৭	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	২৭৭.৬৯	১২	১০	২৩৫.৪৭	৪২.২২	৮৫%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২২৮	নোয়াখালী	চাঁটখিল	২৯৬.৫	১৪	১৪	২১৭.৬	৭৮.৯	৭৩%
২২৯	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	৪৬৯.৩২	১৮	৬	২১৪.৭২	২৫৪.৬	৪৬%
২৩০	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	৪৭২.৭৯	২০	০	১০৮.৮	৩৬৩.৯৯	২৩%
২৩১	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	২৭০.৩৭	১০	১০	২৬৯.৮২	০.৫৫	১০০%
২৩২	নোয়াখালী	সেনবাগ	৩১৬.৯৯	১৬	১১	২৩৫.৮৯	৮১.১	৭৪%
২৩৩	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	৩৩৮.০২	১৩	০	৭৮	২৬০.০২	২৩%
২৩৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	৪২৫.৪	১৭	১৬	৪০২.৮৪	২২.৫৬	৯৫%
২৩৫	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	২০৪.৪৪	৭	৭	১৯৩.১	১১.৩৪	৯৪%
২৩৬	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	২৩০.৩৫	৯	০	৫২.৪	১৭৭.৯৫	২৩%
২৩৭	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	৩২৯.৫৭	১১	০	৭৫.৭	২৫৩.৮৭	২৩%
২৩৮	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	৩৩১.৩৬	১২	০	৭৬	২৫৫.৩৬	২৩%
২৩৯	পঞ্চগড়	বোদা	৩৩০.৫৭	১২	০	৭৫.৯	২৫৪.৬৭	২৩%
২৪০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৪০৭.৭৬	১৪	১০	৩০৫.৯	১০১.৮৬	৭৫%
২৪১	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৪৪৭.২৩	১৪	৯	৩০৭.৯	১৩৯.৩৩	৬৯%
২৪২	পটুয়াখালী	দুমকী	১৭৬.৬৭	৭	০	৪০.২	১৩৬.৪৭	২৩%
২৪৩	পটুয়াখালী	দশমিনা	২০৯.৫৬	৮	৬	১৬৬.৩৫	৪৩.২১	৭৯%
২৪৪	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৪৩৪.০৫	১৭	১৫	৩৬৪.১২	৬৯.৯৩	৮৪%
২৪৫	পটুয়াখালী	বাউফল	৪৯১.৫৮	২১	১৬	৩৭৩.৩	১১৮.২৮	৭৬%
২৪৬	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	২১২.২১	৭	৫	১৫৮.৬৯	৫৩.৫২	৭৫%
২৪৭	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	১৯৪.৪৯	৬	০	৪৪.৯	১৪৯.৫৯	২৩%
২৪৮	পাবনা	আটখরিয়া	১৬৭.১৬	৭	৬	১৪৩.০৭	২৪.০৯	৮৬%
২৪৯	পাবনা	ঈশ্বরদী	২৫০.৮২	১১	১১	২৩৬.৯৪	১৩.৮৮	৯৪%
২৫০	পাবনা	চাঁটমোহর	৩০১.৬৪	১১	০	৬৯.৪	২৩২.২৪	২৩%
২৫১	পাবনা	পাবনা সদর	৩৪৬.৩	১৫	১৪	৩০৪.৩৮	৪১.৯২	৮৮%
২৫২	পাবনা	ফরিদপুর	১৮৩.৫৭	৬	৫	১৪৮.৪৪	৩৫.১৩	৮১%
২৫৩	পাবনা	বেড়া	২৯৪.০৮	১২	৫	১৫৯.২৬	১৩৪.৮২	৫৪%
২৫৪	পাবনা	ভাঙ্গরা	২০৮.৩২	৮	০	৪৮	১৬০.৩২	২৩%
২৫৫	পাবনা	সুজানগর	৩০৩.৯৯	১০	১০	২৮৮.৩৩	১৫.৬৬	৯৫%
২৫৬	পাবনা	সাঁথিয়া	২১৩.৪৯	৭	৭	২০৪.১১	৯.৩৮	৯৬%
২৫৭	পিরোজপুর	ইন্দোরকানী	১১৫.২	৬	৬	১০৯.৪৪	৫.৭৬	৯৫%
২৫৮	পিরোজপুর	কাউখালী	১৬৯.৮৬	৬	০	৪১.৫	১২৮.৩৬	২৪%
২৫৯	পিরোজপুর	নাজিরপুর	৩০৯.১২	১১	০	৬৩.৮	২৪৫.৩২	২১%
২৬০	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	৩৩২.২৩	১৪	১	১৭৪.১	১৫৮.১৩	৫২%
২৬১	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	১৮৪.২৩	৯	০	৫২.৩	১৩১.৯৩	২৮%
২৬২	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	২২৬.০৭	৯	৯	২১৪.৭৭	১১.৩	৯৫%
২৬৩	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৩৭৮.০১	১৭	১২	২৬৬.৫৬	১১১.৪৫	৭১%
২৬৪	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	২১০.৫৭	৭	৫	১৫২.৮৫	৫৭.৭২	৭৩%
২৬৫	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	১৩৫.৫৪	৫	৪	৯৭.৯৭	৩৭.৫৭	৭২%
২৬৬	ফরিদপুর	নগরকান্দা	৩১৬.৬৫	১১	৮	২৪০	৭৬.৬৫	৭৬%
২৬৭	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৩৯০.৯৩	১৪	১২	৩৫১.৭৭	৩৯.১৬	৯০%
২৬৮	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	৩৮৮.৮৩	১৫	০	৮৮.৮	৩০০.০৩	২৩%
২৬৯	ফরিদপুর	ভাংগা	৪১৭.৪২	১৬	১০	২৯১.১৫	১২৬.২৭	৭০%
২৭০	ফরিদপুর	মধুখালী	৩৭৯.০৮	১৫	০	৮৭.৩	২৯১.৭৮	২৩%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৭১	ফরিদপুর	সদরপুর	৩১৬.৪৬	১৩	৬	১৬৪.৪৭	১৫১.৯৯	৫২%
২৭২	ফরিদপুর	সালথা	২৮৬.৯২	১৪	০	৬৬.১	২২০.৮২	২৩%
২৭৩	ফেণী	ছাগলনাইয়া	১৩৪.৯৬	৯	৯	১৩৪.৯৬	০	১০০%
২৭৪	ফেণী	দাগনভূইয়া	২৮৫.৪৪	১৩	০	৬৫.৯	২১৯.৫৪	২৩%
২৭৫	ফেণী	পরশুরাম		০	০	০	০	০%
২৭৬	ফেণী	ফুলগাজী	২২৩.১	১২	৭	১৬৪.৪৫	৫৮.৬৫	৭৪%
২৭৭	ফেণী	ফেণী সদর	৪৩১.২১	২৩	১৫	৩১৪.৩১	১১৬.৯	৭৩%
২৭৮	ফেণী	সোনাগাজী	১৫২.৯২	৮	৬	১১১.০৯	৪১.৮৩	৭৩%
২৭৯	বগুড়া	আদমদিঘী	২১৫.৮৭	১৬	৭	১১৩.১৬	১০২.৭১	৫২%
২৮০	বগুড়া	কাহালু	১৮২.৪১	১৩	০	৪৫.১	১৩৭.৩১	২৫%
২৮১	বগুড়া	গাবতলী	৩৮১.৪৩	১৯	১০	১৫২.০৬	২২৯.৩৭	৪০%
২৮২	বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	১৫১.৮৩	১১	০	৩৫.৩	১১৬.৫৩	২৩%
২৮৩	বগুড়া	ধুনট	৩৪৪.২২	১২	০	৭৯	২৬৫.২২	২৩%
২৮৪	বগুড়া	নন্দীগ্রাম	১২৩.৭৯	৮	৭	৯০.৩৫	৩৩.৪৪	৭৩%
২৮৫	বগুড়া	বগুড়া সদর	৩৪৯.২	১৫	১২	২৬৯.২৬	৭৯.৯৪	৭৭%
২৮৬	বগুড়া	শাহজাহানপুর	২৯১.২৫	১৯	০	৬৬.৮	২২৪.৪৫	২৩%
২৮৭	বগুড়া	শিবগঞ্জ	৩৮৭.৪	২৬	৮	১২৭.৯৪	২৫৯.৪৬	৩৩%
২৮৮	বগুড়া	শেরপুর	২৯১.১৮	১২	০	৬৬.৮	২২৪.৩৮	২৩%
২৮৯	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	৩৯১.৮৪	১৩	৮	২৫৬.৭৪	১৩৫.১	৬৬%
২৯০	বগুড়া	সোনাভলা	১৯৬.৩৭	১০	৯	১৫১.৭৩	৪৪.৬৪	৭৭%
২৯১	বরগুনা	আমতলী	২৪৯.৭২	৮	০	৫৭.৪	১৯২.৩২	২৩%
২৯২	বরগুনা	তালতলী	২৪৩.৩	৮	০	৫৫.৪	১৮৭.৯	২৩%
২৯৩	বরগুনা	পাথরঘাটা	২৩০.১	১০	০	৫৩.৪	১৭৬.৭	২৩%
২৯৪	বরগুনা	বরগুনা সদর	৩৪২.০২	২০	০	৫২.৬	২৮৯.৪২	১৫%
২৯৫	বরগুনা	বামনা	১৪২.৮৯	৭	০	৩৩	১০৯.৮৯	২৩%
২৯৬	বরগুনা	বেতাগী	২৩১.২৯	৮	০	৫৩.৬	১৭৭.৬৯	২৩%
২৯৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	১৭১.৮৬	৮	৮	১১২.৯৩	৫৮.৯৩	৬৬%
২৯৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	২৭৬.৫৯	১৬	১৬	২০৫	৭১.৫৯	৭৪%
২৯৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	৩৫৩.৮২	১৫	১২	২০১.০৯	১৫২.৭৩	৫৭%
৩০০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	৭১০.৯২	২৫	২৫	৬৭৪.৩৩	৩৬.৫৯	৯৫%
৩০১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	৪৫২.৬	২২	২১	৩০৩.১৫	১৪৯.৪৫	৬৭%
৩০২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	৩৬৫.২৯	১৫	১৫	৩২৬.২২	৩৯.০৭	৮৯%
৩০৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্চগরামপুর	৪৩৯.৮৪	১৭	১৭	৪১৭.৮২	২২.০২	৯৫%
৩০৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর	৩৪১.৩৮	১৬	১৩	২৩৬.৫২	১০৪.৮৬	৬৯%
৩০৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সরাইল	৩২২.০২	১৫	১৪	২৮৫.৫৭	৩৬.৪৫	৮৯%
৩০৬	বরিশাল	আইগেলঝরা	১৮৫.১	৮	০	৪২.৫	১৪২.৬	২৩%
৩০৭	বরিশাল	উজিরপুর	৩০২.২৩	১০	০	৬৯.৫	২৩২.৭৩	২৩%
৩০৮	বরিশাল	গৌরনদী	২৩৪.০৪	৯	০	৫৪	১৮০.০৪	২৩%
৩০৯	বরিশাল	বরিশাল সদর	৩৪২.৪৩	১৩	১২	৩১৭.৯	২৪.৫৩	৯৩%
৩১০	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	৪৫৩.১৮	১৮	১৩	৩৪১.৬৫	১১১.৫৩	৭৫%
৩১১	বরিশাল	বানারীপাড়া	২৮৮.৫৫	১৪	১০	২২৭.৭২	৬০.৮৩	৭৯%
৩১২	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	২০৮.৮১	৯	৬	১৪৫.৪৫	৬৩.৩৬	৭০%
৩১৩	বরিশাল	মুলাদী	২৩৯.০১	৯	০	৫৪.৮	১৮৪.২১	২৩%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩১৪	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	৪৫৬.৪৪	২০	১৮	৩২২.২৪	১৩৪.২	৭১%
৩১৫	বরিশাল	হিজলা	২০৬.৮৯	১০	৮	১৩৩.১৮	৭৩.৭১	৬৪%
৩১৬	বাগেরহাট	কচুয়া	২৪৯.৮৬	১২	১২	১৫৭.৬২	৯২.২৪	৬৩%
৩১৭	বাগেরহাট	চিতলমারী	২৪২.৬৪	১০	৯	১৫৬.৭২	৮৫.৯২	৬৫%
৩১৮	বাগেরহাট	ফকিরহাট	১৩৫.২৩	৭	০	৩০.৮	১০৪.৪৩	২৩%
৩১৯	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	৩৪৮.৪৬	১২	১১	৩১৫.৯২	৩২.৫৪	৯১%
৩২০	বাগেরহাট	মোংলা	২২২.৬৩	১০	৬	১২৯.৭৮	৯২.৮৫	৫৮%
৩২১	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ	৫৫৭.১৭	২৪	১৮	৩৫২.০১	২০৫.১৬	৬৩%
৩২২	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	২৪৫.৩	১২	১২	২৪৪.৯৭	০.৩৩	১০০%
৩২৩	বাগেরহাট	রামপাল	৩৫৭.০২	১২	১১	২৩১.৯	১২৫.১২	৬৫%
৩২৪	বাগেরহাট	শরণখোলা	১৩৯.৪৩	৭	০	৩১.৪	১০৮.০৩	২৩%
৩২৫	বান্দরবান	আলীকদম	১৪৫.৮২	৪	৩	১০৩.৯	৪১.৯২	৭১%
৩২৬	বান্দরবান	থানচি	১৪৫.৮২	৪	৪	১৩৮.৫৩	৭.২৯	৯৫%
৩২৭	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	১৪৫.৮২	৪	৪	১৩৮.৫৩	৭.২৯	৯৫%
৩২৮	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	১৮২.২৮	৫	৪	১২২.১৩	৬০.১৫	৬৭%
৩২৯	বান্দরবান	রুমা	১৪৫.৮২	৪	১	৭৭.৮১	৬৮.০১	৫৩%
৩৩০	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	১০৯.৩৭	৩	১	৪৮.৬৮	৬০.৬৯	৪৫%
৩৩১	বান্দরবান	লামা	২৩৮.০৯	৭	৫	১৬৭.৫২	৭০.৫৭	৭০%
৩৩২	ভোলা	চরফ্যাশন	৬৬৯.৫	২২	২২	৬৬৯.৫	০	১০০%
৩৩৩	ভোলা	তজুমদ্দিন	১৭৩.৩৮	১০	০	৩৯.৭	১৩৩.৬৮	২৩%
৩৩৪	ভোলা	দৌলতখান	২৮২.৬	১০	৭	২২২.৭৯	৫৯.৮১	৭৯%
৩৩৫	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	২৯৪.৯৩	১২	১২	২৯০.৭৮	৪.১৫	৯৯%
৩৩৬	ভোলা	ভোলা সদর	৬৬২.৭৪	২৬	২৬	৬৬১.১৬	১.৫৮	১০০%
৩৩৭	ভোলা	মনপুরা	১২৫.২	৫	৫	১২৫.২	০	১০০%
৩৩৮	ভোলা	লালমোহন	২৭৬.৭৯	১০	০	৫৯.৭	২১৭.০৯	২২%
৩৩৯	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া	২৭৬.১৩	৯	০	৬৪.৫	২১১.৬৩	২৩%
৩৪০	মুন্সিগঞ্জ	টংগিবাড়ী	৪৪৭.৭৭	১৮	১০	১৮৪.২৭	২৬৩.৫	৪১%
৩৪১	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর	৩১১.৫১	১০	০	৭১.৯	২৩৯.৬১	২৩%
৩৪২	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	৩৪৫.৭৫	১৩	১৩	৩৪৫	০.৭৫	১০০%
৩৪৩	মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	৪৮০.৮১	১৭	০	১১১	৩৬৯.৮১	২৩%
৩৪৪	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদীখান	৪৮০.৬	১৬	১০	৩১৩.১৬	১৬৭.৪৪	৬৫%
৩৪৫	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	৩৭৩.৩৩	১৭	১৪	৩১১.৭৫	৬১.৫৮	৮৪%
৩৪৬	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	৩৪৭.০৩	১৫	১৫	৩২৯.৬৭	১৭.৩৬	৯৫%
৩৪৭	ময়মনসিংহ	গৌরিপুর	৩৪৭.৪৯	১৬	১	১১৬.৮১	২৩০.৬৮	৩৪%
৩৪৮	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	৪১৫.১৬	১৯	১৬	৩২৭.৮৬	৮৭.৩	৭৯%
৩৪৯	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	৩৩৭.৬৪	১৪	১৪	৩২২.২৯	১৫.৩৫	৯৫%
৩৫০	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	২৩১.৮	১০	৭	১৫৪.৫১	৭৭.২৯	৬৭%
৩৫১	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৪১৬.৫৮	১৯	১৯	৩৯৫.৫৪	২১.০৪	৯৫%
৩৫২	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৩৩৬.৬৩	১২	১	১৬৫.১	১৭১.৫৩	৪৯%
৩৫৩	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	৪৩১.৫৬	১৯	১৭	৩০০.৮১	১৩০.৭৫	৭০%
৩৫৪	ময়মনসিংহ	ভালুকা	৩৬৫.৪৯	১৪	৮	২২৮.৫৬	১৩৬.৯৩	৬৩%
৩৫৫	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৩৪২.৪৪	১৩	৯	১৬৬.৮৫	১৭৫.৫৯	৪৯%
৩৫৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	৪৩১.৯৬	১৭	৭	২৩২.৪৮	১৯৯.৪৮	৫৪%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৫৭	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	৪৩২.৯৭	১৪	১৩	৩৮০.৫৩	৫২.৪৪	৮৮%
৩৫৮	মাগুরা	মাগুরা সদর	৪৩০.৫৯	১৭	০	৯৯.৩	৩৩১.২৯	২৩%
৩৫৯	মাগুরা	মোহাম্মদপুর	২৭৬.৬৪	১০	৭	৬৩.৬	২১৩.০৪	২৩%
৩৬০	মাগুরা	শ্রীপুর	২৭০.১২	১১	১০	১৬৯.৬৪	১০০.৪৮	৬৩%
৩৬১	মাগুরা	শালিখা	২২১.৯৯	৯	৮	১৯৮.৮৬	২৩.১৩	৯০%
৩৬২	মাদারীপুর	কালকিনি	৪৮৭.৫৭	২১	২১	৪৬৫.৪৫	২২.১২	৯৫%
৩৬৩	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৫২১.৮৪	১৮	০	১২০.৩	৪০১.৫৪	২৩%
৩৬৪	মাদারীপুর	রাইজের	৩৮৩.৮৩	১৬	০	৮৯.১	২৯৪.৭৩	২৩%
৩৬৫	মাদারীপুর	শিবচর	৬৭৯.৮৩	৩৪	০	১৫৬.৬	৫২৩.২৩	২৩%
৩৬৬	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	২৩৭.৮৭	১০	৫	১৩৮.৫৪	৯৯.৩৩	৫৮%
৩৬৭	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	১৬৫.৮৪	৫	০	৩৮.৫	১২৭.৩৪	২৩%
৩৬৮	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	৩৪০.৫৭	১১	৮	২৫৫.৮২	৮৪.৭৫	৭৫%
৩৬৯	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	২৩৯.৯	১০	৫	১১৩.৭১	১২৬.১৯	৪৭%
৩৭০	মানিকগঞ্জ	সাত্তুরিয়া	৩১০.২৮	১২	৮	২০০.৯৩	১০৯.৩৫	৬৫%
৩৭১	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৩৭৫.৮৩	১২	৯	২৯৩.৭৮	৮২.০৫	৭৮%
৩৭২	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	৪৩৭.১২	১৬	৭	২২৭.৫৩	২০৯.৫৯	৫২%
৩৭৩	মেহেরপুর	গাংনী	২১৫.৬	১৬	১৬	২০৪.৮২	১০.৭৮	৯৫%
৩৭৪	মেহেরপুর	মুজিবনগর	৪৪.৭৯	৩	৩	৩০.৯	১৩.৮৯	৬৯%
৩৭৫	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	১০৭.৮	৮	৭	৬৪.৬	৪৩.২	৬০%
৩৭৬	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	৩০৩.৮৬	১১	১১	২৯৯.৪৭	৪.৩৯	৯৯%
৩৭৭	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	৪৫২.০২	১৮	১০	২৮৯.৪৩	১৬২.৫৯	৬৪%
৩৭৮	মৌলভীবাজার	জুড়ী	২০৩.৫৫	৮	৬	৭৭.৩	১২৬.২৫	৩৮%
৩৭৯	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৩৪৫.২৭	১৫	১১	১৩০.১	২১৫.১৭	৩৮%
৩৮০	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	৪১৬.৫১	২০	১৯	৩৮৯.১৯	২৭.৩২	৯৩%
৩৮১	মৌলভীবাজার	রাজনগর	২৬৫.৮৬	১০	৭	৯৫.৯	১৬৯.৯৬	৩৬%
৩৮২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	৩১০.৭৮	১২	১২	৩০৩.৮	৬.৯৮	৯৮%
৩৮৩	যশোর	অভয়নগর	১৭৫.৬৫	১১	০	৪০	১৩৫.৬৫	২৩%
৩৮৪	যশোর	কেশবপুর	২৪৮.৩৫	১৬	১৩	১৯৯.২২	৪৯.১৩	৮০%
৩৮৫	যশোর	চৌগাছা	২১৯.৮৩	১১	১১	২০৮.৯৪	১০.৮৯	৯৫%
৩৮৬	যশোর	ঝিকরগাছা	২৩৩.৯৬	১৫	১৩	১৯২.৩৭	৪১.৫৯	৮২%
৩৮৭	যশোর	বাঘারপাড়া	১৭৬.৩৮	৭	৭	১৬৭.৫৩	৮.৮৫	৯৫%
৩৮৮	যশোর	মনিরামপুর	৩৫৬.৭১	২৩	১৭	২৪৪.৭৮	১১১.৯৩	৬৯%
৩৮৯	যশোর	যশোর সদর	৩২৫.৯৬	১৬	১৬	৩২৫.৯৫	০.০১	১০০%
৩৯০	যশোর	শার্শা	২১৮.৯২	৯	৮	১৮৫.৩২	৩৩.৬	৮৫%
৩৯১	রংপুর	কাউনিয়া	২০৪.২৩	৭	৬	১৬৪.৬৩	৩৯.৬	৮১%
৩৯২	রংপুর	গংগাচড়া	৩৩৬.৪২	১৫	১৩	২৮৪.৩৭	৫২.০৫	৮৫%
৩৯৩	রংপুর	তারাগঞ্জ	১৭২.৫২	৮	৮	১৬৩.৮৯	৮.৬৩	৯৫%
৩৯৪	রংপুর	পীরগঞ্জ	৪৯৬.৬৪	১৮	১১	২১৪.৪	২৮২.২৪	৪৩%
৩৯৫	রংপুর	পীরগাছা	২৮৬.৩৮	১১	৬	১৬৩.০৩	১২৩.৩৫	৫৭%
৩৯৬	রংপুর	বদরগঞ্জ	৩২৮.৬২	১৫	১৩	২৬৬.৭৯	৬১.৮৩	৮১%
৩৯৭	রংপুর	মিঠাপুকুর	৫৪৩.৪৮	২৫	১৫	৩৫৪.৯৬	১৮৮.৫২	৬৫%
৩৯৮	রংপুর	রংপুর সদর	১৪৬.৩৫	৯	৯	১৪৬	০.৩৫	১০০%
৩৯৯	রাংগামাটি	কাউখালী	১৪২.৩৮	৫	৪	১১৯	২৩.৩৮	৮৪%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪০০	রাংগামাটি	কাপ্তাই	১৭০.৮৮	৫	৪	১২৭.৭	৪৩.১৮	৭৫%
৪০১	রাংগামাটি	জুরাছড়ি	১৩৪.৩৭	৫	৫	১২৭.৫৫	৬.৮২	৯৫%
৪০২	রাংগামাটি	নানিয়ারচর	৬৭.৩	৩	৩	৬৩.৮৪	৩.৪৬	৯৫%
৪০৩	রাংগামাটি	বরকল	১০০.৯৬	৪	৩	৮৩.৫৮	১৭.৩৮	৮৩%
৪০৪	রাংগামাটি	বাঘাইছড়ি	৪৯৯.১৯	১৫	৮	৩২০.০৩	১৭৯.১৬	৬৪%
৪০৫	রাংগামাটি	বিলাইছড়ি	১২৬.৪৯	৪	৪	১১৮.৮	৭.৬৯	৯৪%
৪০৬	রাংগামাটি	রাংগামাটি সদর	১০৩.৬৭	৩	২	৭৩.৭৫	২৯.৯২	৭১%
৪০৭	রাংগামাটি	রাজস্থলী	১১৬.১১	৪	৪	১১০.৩	৫.৮১	৯৫%
৪০৮	রাংগামাটি	লংগদু	২৫৯.২২	৯	৭	২০৯.৯	৪৯.৩২	৮১%
৪০৯	রাজবাড়ী	কালুখালী	২৫৪.৫৬	৯	৮	২২৮.৩৫	২৬.২১	৯০%
৪১০	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১৩৬.৪৭	৫	২	৬৩.১৮	৭৩.২৯	৪৬%
৪১১	রাজবাড়ী	পাংশা	২৫৫.২১	৮	৮	২৫৫.০৮	০.১৩	১০০%
৪১২	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	২৬২.৫	৯	৬	১৮৮.৮৪	৭৩.৬৬	৭২%
৪১৩	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৩৪৩.৪	১৫	৯	২২০.১৭	১২৩.২৩	৬৪%
৪১৪	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৩১৭.৮২	১২	০	৭২.৯	২৪৪.৯২	২৩%
৪১৫	রাজশাহী	চারঘাট	১৭০.২৫	৭	৬	১৩২.৬১	৩৭.৬৪	৭৮%
৪১৬	রাজশাহী	তানোর	২১১.৬৮	৯	০	৪৮.৬	১৬৩.০৮	২৩%
৪১৭	রাজশাহী	দুর্গাপুর	২৬.৫২	২	২	২৪.৯৬	১.৫৬	৯৪%
৪১৮	রাজশাহী	পুঠিয়া	১১৩.৪৮	৬	০	২৬.৪	৮৭.০৮	২৩%
৪১৯	রাজশাহী	পবা	২১৬.১১	১১	২	৭৭.৩	১৩৮.৮১	৩৬%
৪২০	রাজশাহী	বাগমারা	৫৪৪.৮৮	১৮	০	১২৫.৯	৪১৮.৯৮	২৩%
৪২১	রাজশাহী	বাঘা	৪৬.১১	২	০	১১.১	৩৫.০১	২৪%
৪২২	রাজশাহী	মোহনপুর	৭০.২৫	৪	১	২৪.৩৪	৪৫.৯১	৩৫%
৪২৩	লক্ষীপুর	কমলনগর	৩০৮.৩৫	১৩	৯	২১৭.৩৯	৯০.৯৬	৭১%
৪২৪	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৩৫৭.১৩	১৬	৯	২২৭.৪	১২৯.৭৩	৬৪%
৪২৫	লক্ষীপুর	রামগতি	২৮৪.৪৩	১৫	৯	১৮৮.৮	৯৫.৬৩	৬৬%
৪২৬	লক্ষীপুর	রায়পুর	৩৬৪.০৬	১৬	০	৭৭.৭	২৮৬.৩৬	২১%
৪২৭	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	৭৩৯.২৪	২৭	১৮	৫৩০.৪৪	২০৮.৮	৭২%
৪২৮	লালমনিরহাট	আদিতমারী	২০২.৯২	৭	৭	১৯২.২৮	১০.৬৪	৯৫%
৪২৯	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	২০৭.৯৪	৭	৭	১৯৮.১৭	৯.৭৭	৯৫%
৪৩০	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	১৫৯.৯৬	৬	৬	১৫১.৪	৮.৫৬	৯৫%
৪৩১	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	১৬৯.৩৫	৬	৪	১১১.০৭	৫৮.২৮	৬৬%
৪৩২	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা	২৪৮.১৮	১০	৯	২০৮.০৯	৪০.০৯	৮৪%
৪৩৩	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	১৭২.১৯	৮	৭	১৪৫.০১	২৭.১৮	৮৪%
৪৩৪	শরীয়তপুর	জাজিরা	৪১২.৬৪	১৬	১৩	৩৩০.২৩	৮২.৪১	৮০%
৪৩৫	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	২৮১.৫৫	১১	১০	২৪৫.২৪	৩৬.৩১	৮৭%
৪৩৬	শরীয়তপুর	নড়িয়া	৪৮৫.০৫	২০	১৭	৪০৭.৭৮	৭৭.২৭	৮৪%
৪৩৭	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	৪৫০.৮৬	১৯	১৩	৩২৫.৩৭	১২৫.৪৯	৭২%
৪৩৮	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৩৮০.৯৫	১৪	১২	৩০০.৮৬	৮০.০৯	৭৯%
৪৩৯	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	২১৭.৬৫	৮	৮	২০৬.৬৭	১০.৯৮	৯৫%
৪৪০	শেরপুর	নকলা	২৯৮.৪৬	১৩	১০	২০৩.৩৯	৯৫.০৭	৬৮%
৪৪১	শেরপুর	নালিতাবাড়ি	৪০০.৩২	১৭	১৭	৩৮০.২৬	২০.০৬	৯৫%
৪৪২	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৩৪৪.৩২	১৮	১৭	৩১২.৪	৩১.৯২	৯১%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৪৩	শেরপুর	শেরপুর সদর	৪৫১.৮৪	১৯	১৯	৩৯২.৬৮	৫৯.১৬	৮৭%
৪৪৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৪৪২.৩২	১৯	১৯	৩৭৪.৬৬	৬৭.৬৬	৮৫%
৪৪৫	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	২৭২.১৩	১০	৮	১৪২.৯	১২৯.২৩	৫৩%
৪৪৬	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	১৭৭.৮২	৯	৯	১৭৫	২.৮২	৯৮%
৪৪৭	সুনামগঞ্জ	তাহেরপুর	২৩৮.৭	৮	৭	১৫৪.৭	৮৪	৬৫%
৪৪৮	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	২৭৩.৩২	৯	৮	২৩৫.৭৭	৩৭.৫৫	৮৬%
৪৪৯	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৩০৭.৭	১০	১০	২০১.৪২	১০৬.২৮	৬৫%
৪৫০	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	৩০৫.৮৩	১৩	১১	১৯১.১	১১৪.৭৩	৬২%
৪৫১	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	১৭০.৯	৯	৯	১৫৯.৫৯	১১.৩১	৯৩%
৪৫২	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	৩৩০.৪২	১১	১০	২০৭.৮	১২২.৬২	৬৩%
৪৫৩	সুনামগঞ্জ	শালা-১	১৬১.৩১	৬	৬	১৫২.৫৪	৮.৭৭	৯৫%
৪৫৪	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৮৩.৪৫	১১	১১	২১৪.৬	৬৮.৮৫	৭৬%
৪৫৫	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৩৬১.২৫	১৫	১৪	৩১৪.০১	৪৭.২৪	৮৭%
৪৫৬	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	৩৩৩.১	১৪	১৪	৩১৬.৪৪	১৬.৬৬	৯৫%
৪৫৭	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	৩৯৫.৯৮	১৪	১০	৩০৪.২৩	৯১.৭৫	৭৭%
৪৫৮	সাতক্ষীরা	তালা	৪০৩.৭৩	২০	০	৯৩.১	৩১০.৬৩	২৩%
৪৫৯	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	১৭৩.৭৩	৬	৬	১৬৫.০৪	৮.৬৯	৯৫%
৪৬০	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	৪১৩.৬৯	১৫	১৫	৩৯২.৯৭	২০.৭২	৯৫%
৪৬১	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	৪২৯.৬৪	১৮	১৪	৩১৫.৭৪	১১৩.৯	৭৩%
৪৬২	সিরাজগঞ্জ	উল-১পাড়া	৪৩৭.৯৩	১৪	১২	২৬৯.৯৮	১৬৭.৯৫	৬২%
৪৬৩	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	৪২২.৭৫	১৫	০	৯৮.১	৩২৪.৬৫	২৩%
৪৬৪	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	১৩৬.৪৭	৫	৩	৮৬.৩৪	৫০.১৩	৬৩%
৪৬৫	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	২২৪.০৭	৮	৮	২১২.৮৬	১১.২১	৯৫%
৪৬৬	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	১৭২.৫	৭	৭	১৬৩.৮৮	৮.৬২	৯৫%
৪৬৭	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	২০২.২৫	৮	৮	১৯২.১৪	১০.১১	৯৫%
৪৬৮	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	৩০৬	১৪	১২	১৭১.১	১৩৪.৯	৫৬%
৪৬৯	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	৪০৩.৫৩	১৫	১২	১৯৩.১	২১০.৪৩	৪৮%
৪৭০	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	৩০৭.০৭	১৪	১	১৭২.২	১৩৪.৮৭	৫৬%
৪৭১	সিলেট	ওসমানীনগর	৩১৪.৫৫	১৬	১১	২১৫.৩৮	৯৯.১৭	৬৮%
৪৭২	সিলেট	কানাইঘাট	৩২৭.৪২	১৩	০	৭৫.৪	২৫২.০২	২৩%
৪৭৩	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	২২৪.৪৫	৮	৮	২১২.৯	১১.৫৫	৯৫%
৪৭৪	সিলেট	গোয়াইনঘাট	৩১৬.১১	১০	২	১২০.৮৭	১৯৫.২৪	৩৮%
৪৭৫	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	৩৯৪.০৩	২১	১৩	২৪৯.২৩	১৪৪.৮	৬৩%
৪৭৬	সিলেট	জকিগঞ্জ	৩০৪.৬৫	১২	১১	২৬৯.৩৪	৩৫.৩১	৮৮%
৪৭৭	সিলেট	জৈন্তাপুর	২১০.৭৯	৮	২	৮৪.০২	১২৬.৭৭	৪০%
৪৭৮	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	৩৫৯.৯৬	২০	১০	১৬৪.৮৩	১৯৫.১৩	৪৬%
৪৭৯	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৮৯.৬৭	৬	০	১০৭.০১	৮২.৬৬	৫৬%
৪৮০	সিলেট	বালাগঞ্জ	৫১১.৮৩	৩১	২৭	৩৩১.৮৪	১৭৯.৯৯	৬৫%
৪৮১	সিলেট	বিয়ানীবাজার	৩৫১.২৭	১৪	১৩	২১২.৪৩	১৩৮.৮৪	৬০%
৪৮২	সিলেট	বিশ্বনাথ	২৭৩.৬৫	১২	১১	২৩৫.৩৯	৩৮.২৬	৮৬%
৪৮৩	সিলেট	সিলেট সদর	৩৪৯.৮৩	১৩	১২	২০৫.১৫	১৪৪.৬৮	৫৯%
৪৮৪	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	১৭২.১	৮	৮	৬৯.৫	১০২.৬	৪০%
৪৮৫	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	২৯৭.২৮	১৪	১৩	২৬৩.৯৩	৩৩.৩৫	৮৯%

ক্র. মি	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৮৬	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	৪৭৬.০৩	১৬	১৫	১৭০.৩	৩০৫.৭৩	৩৬%
৪৮৭	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	৪৬৪.৩৫	১৪	১৪	৩১৮.১৮	১৪৬.১৭	৬৯%
৪৮৮	হবিগঞ্জ	বাহুবল	২০১.৯	৮	৭	৯৬.০৯	১০৫.৮১	৪৮%
৪৮৯	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	২৬১.৮	১১	৬	৯৪.৩	১৬৭.৫	৩৬%
৪৯০	হবিগঞ্জ	লাখাই	২১০.৭২	১০	১০	৯৮.৪	১১২.৩২	৪৭%
৪৯১	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	১৩৯.৯	৭	৬	৮৫.৬৬	৫৪.২৪	৬১%
৪৯২	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	৩৩৫.৭৪	১৩	১২	১৬১.২৭	১৭৪.৪৭	৪৮%
		সর্বমোট	১৪৭,২২৩.৭২	৬২৭৫	৪০৬২	৯৭,০৬২.০০	৫০১৬১.৭	

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

১২.০ প্রকল্পের পটভূমি, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১২.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্ভোগ প্রবণ দেশ। অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় বেসিনে অবস্থান, সক্রিয় বর্ষাকালে অতি বৃষ্টি দুর্ভোগ প্রবণতার মূল কারণ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্ভোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, সিডর ২০০৭ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা অন্যতম। এ সকল দুর্ভোগে আক্রান্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু মাত্র ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ২৪৮৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রগুলো দুর্ভোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিডর-২০০৭ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে গঠিত কমিটি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক মোট ২০৯৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করে যার মধ্যে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০৭২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত ২৪/০৪/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন একটি নির্দেশনা প্রদান করে (ডিপিপি পৃঃ ১৭৫)। তারই ফলশ্রুতিতে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৩টি জেলা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা হিসেবে আরও ৩টি জেলাসহ মোট ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে আরও ২২০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এরই অংশ হিসেবে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৫/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ একনেক শাখা-১ এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৩.১৬-৩৮১ তারিখ ০৮/০৯/২০১৬ এবং দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ০৩/১০/২০১৬ তারিখের ৫১.০৪৪.০১৪.০০.০০.০৩৪.২০১৬-১৭-১৫৪ নং স্মারকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পে ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে জুন-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১২.২ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে;
- ২২০টি (প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন ৭৮০.০২ বর্গমিটার বিশিষ্ট সর্বমোট ১,৭১,৬০৪.৪ বর্গমিটার) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮০০ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা;
- দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধীদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক মানুষ/শারীরিক প্রতিবন্ধি সহজ উঠানামার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন;
- গর্ভবতী মায়াদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রয়েছে। শিশুদের খাবার প্রস্তুতের জন্য ২য় তলায় মিনি কিচেনের সংস্থান রয়েছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহীতাদের রান্না করার জন্য ছাদে রান্নাঘর বা কিচেনের সংস্থান রাখা হবে;
- ২য় এবং ৩য় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন;

- পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১টি করে মোট ১৮৬টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন;
- দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ (Solar Panel) এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ২০০০ ওয়াট করে সর্বমোট ৪৪০ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন করা হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে সর্বমোট ২৯ কিঃমিঃ আরসিসি এপ্রোচ রোড নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের পার্শ্বে দুর্যোগকালীন গবাদি পশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত মাটির টিলা নির্মাণ করতঃ ১২০টি Cattel Shelter নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০০ গবাদি পশু আশ্রয় নিতে পারবে।

১২.৩ উদ্দেশ্যঃ

দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থলীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

১২.৪ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রকল্পের নাম	: বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়);
সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	: ৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)।
অর্থের উৎস	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী	: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত)।
মোট বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	: ২২০ টি। (প্রতিটি ভবন তিন তলা বিশিষ্ট)
বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য	: ২৯ কিঃমিঃ ৩.০মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট আর.সি.সি রোড। (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপনের জন্য)
প্রতিটি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ভবনের আয়তন	: ৭৮০.০৮ বঃ মিঃ। (১ম তলা ২১৪.৫৮ বঃমিঃ, ২য় তলা ২৪০.৮৪ বঃমিঃ, ৩য় তলা ২৩৭.৪৯ বঃমিঃ এবং র‍্যাম্প ৮৭.১৭ বঃমিঃ)
বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংলগ্ন গবাদি পশু আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	: ১২০ টি। (মাটি উচু/টিলা করতঃ স্টীল স্ট্রাকচার টিনশেড ছাউনী বিশিষ্ট)
অফহ্রীড সোলার প্যানেল সিস্টেম ২.০০ কিলোওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে-০১টি	: ৩২০ টি। (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থাপনের জন্য)

প্রকল্পভূক্ত এলাকা	: ০৩টি বিভাগ (বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং খুলনা), ১৬টি জেলা এবং ৮৬ টি উপজেলা জেলাসমূহঃ চট্টগ্রাম বিভাগঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী; খুলনা বিভাগঃ সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা; বরিশাল বিভাগঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
উাস্তবায়নকারী সংস্থা	: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)।
প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় (ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী)	: ২১০.০০ লক্ষ টাকা। (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নীচে মাটির গুনাগুন বিবেচনায় নির্মাণ ব্যয় বর্ণিত ২১০.০০ লক্ষ টাকার কম/বেশী হয়েছে। তবে মোট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয়	:	৩১০.৫১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়	:	১০,৩৭২.৩২ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য ব্যয়	:	২০০০৮.৭৭৭ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয়	:	১৭৭৫২.০৮৯ লক্ষ টাকা।
দুর্যোগকালে আক্রান্ত মানুষ অশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটিকেন্দ্রে)	:	৮০০ জন।
দুর্যোগকালে গবাদি পশু অশ্রয়ের ব্যবস্থা(প্রতিটিকেন্দ্রে)	:	৩০০ গবাদি পশু।

১২.৫ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি বিবরণঃ

বিভিন্ন উপাংশ	বাস্তব অগ্রগতি
১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি অশ্রয়কেন্দ্রের এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	“উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১০০ (একশত) টির সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ব-এচ পদ্ধতিতে ১৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
১ম পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ১০০টি অশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন।	১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।
২২০টি অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	“বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২০টি অশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৩ অক্টোবর-২০১৯ “আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯” উপলক্ষ্যে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী উদ্বোধন করেছেন। অবশিষ্ট ১২০টি অশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হয়েছে ১০০টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ০৪টি এবং অবশিষ্ট ১৫টির ফিনিশিং কাজ চলছে।
২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০ টি অশ্রয়কেন্দ্রের এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৫টি অশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২৫টি প্যাকেজে ১৮৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০ টি অশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন।	২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
২২০টি অশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।	২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৬টি অশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ০৮টি প্যাকেজে ১৮৬টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউব-ওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি ডিপ টিউব-ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।
১৪১ টি ক্যাটেল শেল্টার নির্মাণ।	২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ)টি গবাদি পশুর অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২৬টি প্যাকেজে গবাদি পশুর অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১২.৬ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতিঃ

আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৬-২০১৭)	অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
৫৫০.০০	৫৫০.০০	৩১০.৫১	৫৬.৪৬%

আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮)	অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১০৩৭২.৩২	৮২.৯৮%

আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৮-২০১৯)	অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
২১০০০.০০	২০০০৮.৭৭৭	২০০০৮.৭৭৭	৯৫.২৮%

আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০২০)	অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
২৪৮০০.০০	২৪৭৬০.৫৮৩	১৭৭৫২.০৮৯	৭১.৬৯%

সর্বমোট

৫৮৮৫০.০০	৫৮৮১০.৫৮৩	৪৮৪৪৩.৭	৮২.৩৭%
----------	-----------	---------	--------



ছবিঃ গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের তালিকাঃ

মোট বিভাগ ৩টি, জেলা ১৬টি, উপজেলা ৮৬টি

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১খ্রিঃ; প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	অশ্রয়কেন্দ্রের নাম
খুলনা	সাতক্ষীরা	১	শ্যামনগর	১	মুসীগঞ্জ	জহিরনগর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২	ঈশ্বরীপুর	গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩	ঈশ্বরীপুর	শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪	পদ্মপুকুর	বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২	দেবহাটা	৫	দেবহাটা	ঘলঘলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬	পারুলিয়া	পারুলিয়া এস,এস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩	কালিগঞ্জ	৭	তারালী	তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮	কৃষ্ণনগর	রামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪	আশাশুনি	৯	প্রতাপনগর	আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দৌঘলার আইট), বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০	কাদাকাটি	কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১	প্রতাপনগর	নাকনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেতন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫	তালা	১২	মাগুরা	আইডিয়াল মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩	খেশরা	শালিখা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬	সাতক্ষীরা সদর	১৪	ফিণ্ডী	গাভা আইডিয়াল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	বাগেরহাট	৭	মোড়েলগঞ্জ	১৫	দৈবজ্জহাট	সেলিমাবাদ ডিগ্রী কলেজ কাম- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
"	"		"	১৬	বহরবুনিয়া	তোরার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
"	"		"	১৭	পটুয়াখালী	সোনাগাজী আজিজিয়া সিঃ মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮	শরণখোলা	১৮	খোল্ডুকাটা	আমেনা স্মৃতি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯	ধান সাগর	রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০	রায়েন্দা	শরণখোলা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১	রায়েন্দা	জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৯	চিতলমারী	২২	বড়বাড়ীয়া	বড়বাড়ীয়া জোনের আলী ফকির মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৩	চিতলমারী	নবপল-১ আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১০	মোংলা	২৪	সোনাইলতলা	জয়খাঁ বাজার সংলগ্ন গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৫	বুড়িরডাঙ্গা	জি, এম,এস, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৬	চিলা	মনুমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১১	রামপাল	২৭	রামপাল	শ্রীফলতলা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৮	বাঁশতলী	সুন্দরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১২	মোল্লারহাট	২৯	উদয়পুর	গ্রিশনগর-গাড়ফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	খুলনা	১৩	দাকোপ	৩০	তিলডাঙ্গা	দক্ষিণ কামিনী বাসিয়া (রাসখোলা) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩১	বানীশাল্ডু	তালুকদার আকতার ফারুক (টি এ ফারুক) নিঃ মাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র
"	"		"	৩২	সুতারখালী	নলিয়ান আলিয়া মাদ্রাসা (সানা পাড়া) সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৪	বটিয়াঘাটা	৩৩	সুরখালী	সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩৪	বটিয়াঘাটা	হোগলবুনিয়া হাটবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩৫	ভান্ডারকোট	শিয়ালীডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৫	কয়রা	৩৬	বাগালী	মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩৭	দঃ বেদকাশী	বীনাপানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩৮	মহারাজপুর	গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৬	পাইকগাছা	৩৯	চাঁদখালী	চাঁদখালী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"		"	৪০	লক্ষর	লক্ষীখোলা কলেজিয়াট স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
দ	"		"	৪১	হরিটালী	হরিটালী কপিলমুনি মহিলা করেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৭	ডুমুরিয়া	৪২	কাঞ্চননগর	পলনী জাগরণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৩	মাগুরখালী	কৈ পুকুরিয়া মাগুরখালী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		ডুমুরিয়া	৪৪	রঘুনাথপুর	কে আর এ ডি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৫	খর্ণিয়া	টিপনা শেখ আমজাদ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	বরিশাল	১৮	বাকেরগঞ্জ	৪৬	ভরপাশা	রতন আমীন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৭	কবাই	মাছুয়াখালী শের-ই বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৮	দুধল	কবিরাজ দাখিল মদ্রসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৯	গৌরনদী	৪৯	শরিকল	হোসনাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২০	মূলাদি	৫০	বাটামারা	এ বি আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।/৮র কালিকা বিদ্যাঃ
"	"	২১	হিজলা	৫১	মেমানিয়া	আলহাজ মাওলানা মোশ্‌ড়ফিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫২	হরিনাথপুর	হরিনাথপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২২	মেহেন্দিগঞ্জ	৫৩	ভাষণচর	ভাষণচর বিদ্যানন্দ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৪	আলিমাবাদ	পাতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৫	আলিমাবাদ	শ্রীপুর ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৩	উজিরপুর	৫৬		আব্দুল মজিদ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৭		রামেরকাঠী টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমার্স কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
		২৪	বরিশাল সদর	৫৮	চটুয়া	চরণোপাল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	৫৯	টুংগীবাড়ীয়া	সিংহেরকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	ঝালকাঠি	২৫	নলছিটি	৬০	সুবিদপুর	এডঃ হারুনর রশিদ খান ফাউন্ডেশন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৬	কাঠালিয়া	৬১	পাটখালঘাটা	তারাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬২	চেচরীরামপুর	দক্ষিণ চেচরী আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৭	রাজাপুর	৬৩	গালুয়া	বড়াই ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৪	বড়াইয়া	পটুয়াখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৮	ঝালকাঠি সদর	৬৫	শেকেরহাট	নাজিরউদ্দিন মদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
"	পিরোজপুর	২৯	ভান্ডারিয়া	৬৬	ইকড়ি	নেছারিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩০	মঠবাড়ীয়া	৬৭	আমড়াগাছিয়া	হোগলপাতি নেছারিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৮		গোলবুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৯	আমড়াগাছিয়া	আব্দুল হামিদ ফরাজী শিশুসদন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭০	দাউদখালী	খায়েরঘটিচূড়া হামিদিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭১	দাউদখালী	রাজারহাট শরীফ বাচ্চু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩১	নেছারাবাদ	৭২		রাবেয়া বসরি সাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	বরগুনা	৩২	বামনা	৭৩	বুকাবুনিয়া	বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৪	ডোয়াতলা	হলতা ডোয়াতলা ওয়াজেদ আল খান ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৩	পাথরঘাটা	৭৫	নাচনাপাড়া	পুটিমারা নাচনাপাড়া আলিম মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৬	সদর পাথরঘাটা	হাডিটানা ইসলামিয়া ছালেহিয়া (হাসেমিয়া) এতিমখানা/মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৭	কাঠালতল	কাঠালতলী দাখিল মদ্রাসা এতিমখানায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"	৩৪	বেতাগী	৭৮	বেতাগী সদর	রহমতপুর আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৭৯	হোসনাবাদ	ডাক্তার আহমত আলী মহা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৫	আমতলী	৮০	চাওড়া	চাওড়া নেছারিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮১	আমতলী	চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮২	কুকুয়া	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৬	তালতলী	৮৩	সোনাকাটা	লাইপাড়া সাগর সৈকত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮৪	ছোট বগী	তালতলী ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮৫	শারিকখালী	কড়ইবাড়ীয়া কারিগরী বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৭	বরগুনা সদর	৮৬	ঢলুয়া	লেমুয়া খাজুরা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮৭	ফুলঝুড়ি	সাহেবের হাওলা রফেজিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৮৮	কেওড়াবুনিয়া	দক্ষিণ লতাবাড়ীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	পটুয়াখালী	৩৮	পটুয়াখালী সদর	৮৯	ভায়লা	ফজলুল করিম মোল-১ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৯০	মাদারবুনিয়া	ইসলামপুর বায়তুস ছন্নত দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৯	মির্জাগঞ্জ	৯১	মজিদবাড়ী	কুদবারচর আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	মির্জাগঞ্জ	৯২	মাধবখালী	মোঃ আবু ইউসুফ আলী মোল-১ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪০	কলাপাড়া	৯৩	নীলগঞ্জ	নাওভাসা এন্ড কারিগরী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৯৪	ধানখালী	ধানখালী ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৯৫	লতাচাপলী	মুসুল-ইয়াবাদ ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪১	গলাচিপা	৯৬	চর কাজল	ছোট কাজল হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৯৭	পানপট্টি	বঙ্গবন্ধু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	৯৮	রতনদী তালতলী	মানিক চাঁদ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪২	রাঙ্গাবালি	৯৯	ছোটবাইশদিয়া	আগুনমুখার আলো কিভার গার্ডেল স্কুল এন্ড কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০০	চালিতাবুনিয়া	চালিতাবুনিয়া মমতাজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০১	চরমোস্ভুজ	চরমোস্ভুজ এ ছত্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০২	রাঙ্গাবালি	নেতা সালেহিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৩	বাউফল	১০৩	কালাইয়া	কসবা রাবেয়া বসরি দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০৪	কেশবপুর	তালতলী ভরিপাশা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০৫	কেশবপুর	বাজেমহল ওবায়দিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০৬	কেশবপুর	ভরিপাশা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০৭	কেশবপুর	মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	পটুয়াখালী	৪৪	দশমিনা	১০৮	বেতাগীসানকিপূর	বড়গোপালী ওজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১০৯	বাঁশবাড়ীয়া	বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১১০	বহরমপুর	দক্ষিণ আদমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৫	দুমকি	১১১	মুরাদিয়া	চরগরবদী আঃ গণি সিকদার মহিলা আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১১২	পাংগাশিয়া	পাংগাশিয়া মমতাজুদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১১৩	অংগরিয়া	আহম্মেদ হারুন বি এম এন্ড কারিগরি ইনিস্টিটিউট
বরিশাল	ভোলা	৪৬	ভোলা সদর	১১৪	আলীনগর	পঃ রহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১১৫	পঃ ইলিশা	দঃ চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	"	"	১১৬	কাচিয়া	কাচিয়া মাঝের চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড়

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
						আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৭	ভেলুমিয়া	চন্দ্রপ্রসাদ কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৭	বোরহান উদ্দিন	১১৮	কুতুবা	বোরহানউদ্দিন কামিল (এম এ/আলীয়া) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৯	হাসান নগর	বৈরবগঞ্জ কেরামতিয়া ফাজিল (বি, এ) মাদরাসায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২০	হাসান নগর	মির্জাকালু সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৮	চরফ্যাশন	১২১	নীলকমল	পশ্চিম চর নূরুল আমিন লতিফিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২২	আছলামপুর	এয়াকুব মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৩	চরমানিকা	উত্তর চর মানিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৪	ওসমানগঞ্জ	হাসানগঞ্জ ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৯	লালমোহন	১২৫	ফরাজগঞ্জ	হাজী মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৬	কালমা	হোসনেআরা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৭	বদরপুর	অহিদুল্লাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫০	দৌলতখান	১২৮	চরখলিফা	কলাকোপা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৯	উত্তর জয়নগর	মধ্য জয়নগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩০	দঃ জয়নগর	দক্ষিণ জয়নগর আহম্মদের হাট সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫১	মনপুরা	১৩১	দক্ষিণ সাটুকিয়া	সাকুচিয়া বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫২	তজুমদ্দিন	১৩২	সঙ্কুপুর	কোড়ালমারা বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৩	সোনাপুর	উত্তর চাপড়ী আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৪	চাঁদপুর	আড়ালিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	৫৩	রায়পুর	১৩৫	দক্ষিণচর আবাবিল	উত্তর গাইয়ার চর দাখিল মাদ্রাসা, মিতালী বাজার বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৬	উত্তর চরবংশী	চরবংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৪	কমলনগর	১৩৭	চরমাটিন	চর মাটিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৮	চর কাদিয়া	মাতাব্বর নগর দারুলসুন্নাহ আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৫	রামগতি	১৩৯	চরআলী	নেয়ামত জনতা মডেল একাডেমী (জুনিয়র হাইস্কুল) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪০	চর পোড়াগাছা	রাস্তার হাট হাজী এ গফুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৬	রামগঞ্জ	১৪১	দরবেশপুর	দরবেশপুর হাই স্কুল সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪২	করপাড়া	ডুমুরিয়া বায়তুল আমান ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসা সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	নোয়াখালী	৫৭	হাতিয়া	১৪৩	সোনাদিয়া	মাইজদী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৪	বুড়িরচর	আজমেরী বেগম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৫	হাতিয়া	সুখচর আজহারুল উলুম ফাজিল (বি.এ) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৮	সুবর্ণচর	১৪৬	চর জুবলী	চরমহিউদ্দিন জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৭	চর সার্ক	সোলায়মান বাজার জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৮	মোহাম্মদপুর	ডেসটিনি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৯	কোম্পানীগঞ্জ	১৪৯	চরহাজারি	চরহাজারি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫০	চরহাজারী	আবু মাঝির হাট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫১	চর এলাহী	চর এলাহী ৩নং ওয়ার্ড কিল-১ সংলগ্ন বেড়ীর পার্শ্বে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"	৬০	সদর	১৫২	ভাভারিয়া	আভারচর ছিদ্দিক নগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫৩	কাদির হানিফ	আবদুল হাই উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬১	চাটখিল	১৫৪	মোহাম্মদপুর	মির্জাপুর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬২	বেগমগঞ্জ	১৫৫	ছয়আনি	ছয়আনি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৬৩	আনোয়ারা	১৫৬	রায়পুর	রায়পুর ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৪	সন্দ্বীপ	১৫৭	সন্দ্বীপ	মধ্য সন্দ্বীপ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫৮	মাইটভাংগা	মাইটভাংগা হাইস্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৫	পটিয়া	১৫৯	বড়উঠান	শিতল বর্ণা সুল্লিয়া মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৬	মিরশ্বরহাই	১৬০	হাইতকান্দি	কমরআলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬১	মায়ানী	শফিউল আলম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬২	দুর্গাপুর	জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৭	বাঁশখালী	১৬৩	খানখানাবাদ	রায়ছটা প্রেমশিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৪	সরল	সরল আমিরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৫	শেখেরখিল	শেখেরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৮	সিতাকুড়ু	১৬৬	সৈয়দপুর	বগাচতর নুরীয়া গণিউল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৭	মুরাদপুর	ভাটেরখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	কক্সবাজার	৬৯	মহেশখালী	১৬৮	বড়মহেশখালী	উত্তর নলবিলা হাইস্কুল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৯	ছোট মহেশখালী	আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুল্লিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭০	কালামারছড়া	কালামার চড়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭১	কুতুবজাম	কুতুবজাম অফ-সোর হাইস্কুল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭০	পেকুয়া	১৭২	শিলখালী	শিলখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৩	বারবাকিয়া	ফাসিয়াখালী ইসলামিয়া ফাজিল(স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৪	রাজাখালী	রাজাখালী বেশারাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭১	চকোরিয়া	১৭৫	পূর্ব বড়ভেঙলা	জয়নাল আবেদীন মহিউচ্ছুন হাইস্কুল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৬	বদরখালী	আল আজহার উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭২	কক্সবাজার সদর	১৭৭	চৌফলদভী	সাগরমনি উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৮	পি এম খালী	উত্তর পাতলী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৩	টেকনাফ	১৭৯	সাবরাং	শাহপীরী দ্বীপ হাজী বশির আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮০	টেকনাফ সদর	টেকনাফ বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৪	কুতুবদিয়া	১৮১	লেমশীখালী	সতর-দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮২	উত্তর ধুরং	উত্তরণ বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৫	উখিয়া	১৮৩	জালিয়াপালং	মাদারবুনিয়া ছেপটখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৪	পালংখালী	বালুখালী কাসেমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৬	রামু	১৮৫	রাজারকুল	মনছুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৬	জোয়ারিয়ানালা	জোয়ারিয়ানালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	চাঁদপুর	৭৭	হাইমচর	১৮৭	চরভৈরবী	চরভৈরবী আজিজিয়া আজহার উলুম দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৮	হাইমচর	হাইমচর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৮	ফরিদগঞ্জ	১৮৯	গুপ্তি(পূর্ব)	পল-ক আদর্শ ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯০	সুবিদপুর	গফুর চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৯	চাঁদপুর সদর	১৯১	ইরাহীমপুর	চরফতেজপুর ছালেহিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"		"	১৯২	রাজরাজেশ্বর	রাজরাজেশ্বর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮০	কচুয়া	১৯৩	কাদলা	আশেক আলী খান স্কুল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৪	কাদলা	রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর খালী জায়গায়
"	চাঁদপুর	৮১	মতলব দঃ	১৯৫	খাদেরগাঁও	লামচরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৬	নারায়নপুর	কালিকাপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৭	নারায়নপুর	রসুলপুর আন নেসা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৮	নায়েঁরগাঁও উত্তর	নন্দীখোলা ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮২	মতলব উঃ	১৯৯	মোহনপুর	দশানী মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০০	ফরাজিকান্দি	হাজী মঈন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০১	এখলাছপুর	চর কাশিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০২	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০৩	বাগানবাড়ী	ধনাগোদা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০৪	মোহনপুর	আলী আহম্মদ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮৩	হাজীগঞ্জ	২০৫	৩ নং কালোচ উঃ	পিরোজপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		„	২০৬	দাদশগ্রাম	নাশিরকোট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		„	২০৭	৫ নং সদর	সুহিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		„	২০৮	দাদশগ্রাম	নাশিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		„	২০৯	„	কাপাইকাপ তফুরা মাজহার স্কুল হক কারগরি স্কুল ও কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		„	২১০	২ নং বাকিলা	বোরখাল উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	কুমিল্লা	৮৪	সদর দক্ষিণ	২১১	চোয়ারা	বামিশা এ আর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১২	ভুলোইন উত্তর	রহমত আলী মিয়াজী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৩	চোয়ারা	ভূবনপুর পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৪	বিজয়পুর	মধ্যম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৫	বেলঘর দঃ	যুক্তিখলা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮৫	নাঙলকোট	২১৬	সাতবারিয়া	সাতবারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৭	বক্সগঞ্জ	আজিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৮	আদরা	চাটিলতা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৯	জোডা	পানকরা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	ফেনী	৮৬	সদর	২২০	ফাজিলপুর	ফাজিলপুর ছিদ্দিক-এ-আকবর মাদ্রাসা ও এতিমখান বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

ক্রঃ নং	প্রকল্প নং	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পের নাম
১	২	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২	৩	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩	৫	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	ঘলঘলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৪	৬	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	পারুলিয়া এস,এস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৫	৭	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৬	৮	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	রামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৭	৯	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দীঘলার আইট), বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮	১০	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯	১১	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	নাকনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেতন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১০	১৩	সাতক্ষীরা	তালা	শালিখা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১১	১৫	বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ	সেলিমাবাদ ডিগ্রী কলেজ কাম- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
১২	১৯	বাগেরহাট	শরণখোলা	রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
১৩	২০	বাগেরহাট	শরণখোলা	শরণখোলা মহিলা দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৪	২১	বাগেরহাট	শরণখোলা	জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৫	২৯	বাগেরহাট	মোল-ৱহাট	গ্রিশনগর-গাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৬	৩১	খুলনা	দাকোপ	তালুকদার আকতার ফারুক (টি এ ফারুক) নিম্ন মাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৭	৩৩	খুলনা	বাটিয়াঘাটা	সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৮	৩৫	খুলনা	বাটিয়াঘাটা	শিয়ালীডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১৯	৩৮	খুলনা	কয়রা	গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২০	৩৯	খুলনা	পাইকগাছা	চাঁদখালী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২১	৪১	খুলনা	পাইকগাছা	হরিটালী কপিলমুনি মহিলা করেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২২	৪৩	খুলনা	ডুমুরিয়া	কৈ পুকুরিয়া মাগুরখালী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৩	৪৪	খুলনা	ডুমুরিয়া	কে আর এ ডি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৪	৪৫	খুলনা	ডুমুরিয়া	টিপনা শেখ আমজাদ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৫	৪৬	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	রতন আমীন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৬	৪৭	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	মাছুয়াখালী শের-ই বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৭	৫০	বরিশাল	মুলাদি	এ বি আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৮	৫১	বরিশাল	হিজলা	আলহাজ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
২৯	৫২	বরিশাল	হিজলা	হরিনাথপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩০	৫৩	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	ভাষানচর বিদ্যানন্দপুর কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩১	৫৪	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	পাতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩২	৫৫	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	শ্রীপুর ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৩	৫৬	বরিশাল	উজিরপুর	আব্দুল মজিদ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৪	৫৮	বরিশাল	বরিশাল সদর	চরণগোপাল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৫	৫৯	বরিশাল	বরিশাল সদর	সিংহেরকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৬	৬১	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	তারাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৭	৬৪	ঝালকাঠি	রাজাপুর	পটুয়াখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৮	৬৬	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	নেছারিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৩৯	৬৯	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	আব্দুল হামিদ ফরাজী শিশুসদন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৪০	৭১	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	রাজারহাট শরীফ বাচ্চু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৪১	৭২	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	রাবেয়া বসরি সাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

ক্রঃ নং	প্রকল্প নং	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পের নাম
৪২	৮০	বরগুনা	আমতলী	চাওড়া নেছারিয়া আলিম মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৩	৮১	বরগুনা	আমতলী	চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৪	৮২	বরগুনা	আমতলী	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৫	৮৬	বরগুনা	বরগুনা সদর	লেমুয়া খাজুরা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৬	৮৭	বরগুনা	বরগুনা সদর	সাহেবের হাওলা রফেজিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৭	৮৮	বরগুনা	বরগুনা সদর	দক্ষিণ লতাবাড়ীয়া ইসলামিয়া দাখিল মদ্রাসা ও ভোকেশনাল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৮	৯০	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	ইসলামপুর বায়তুস ছন্নত দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৪৯	৯৮	পটুয়াখালী	গলাচিপা	মানিক চাঁদ দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫০	১০১	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	চরমোস্তজ এ ছত্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫১	১০৫	পটুয়াখালী	বাউফল	বাজেমহল ওবায়দিয়া ফাজিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫২	১০৬	পটুয়াখালী	বাউফল	ভরিপাশা বালিকা দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৩	১০৭	পটুয়াখালী	বাউফল	মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৪	১০৮	পটুয়াখালী	দশমিনা	বড়গোপালী ওজুফা খানম বালিকা দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৫	১০৯	পটুয়াখালী	দশমিনা	বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৬	১১১	পটুয়াখালী	দুমকি	চরগরবদী আঃ গণি সিকদার মহিলা আলিম মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৭	১১২	পটুয়াখালী	দুমকি	পাংগাশিয়া মমতাজদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৫৮	১১৩	পটুয়াখালী	দুমকি	আহম্মেদ হারুন বি এম এন্ড কারিগরি ইনিস্টিটিউট
৫৯	১১৪	ভোলা	ভোলা সদর	পঃ রহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬০	১১৫	ভোলা	ভোলা সদর	দঃ চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬১	১১৬	ভোলা	ভোলা সদর	কাচিয়া মাঝের চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬২	১১৭	ভোলা	ভোলা সদর	চন্দ্রপ্রসাদ কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৩	১১৮	ভোলা	বোরহান উদ্দিন	বোরহানউদ্দিন কামিল (এম এ/আলীয়া) মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৪	১১৯	ভোলা	বোরহান উদ্দিন	বৈরবগঞ্জ কেরামতিয়া ফাজিল (বি, এ) মাদরাসায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৫	১২১	ভোলা	চরফ্যাশান	পশ্চিম চর নূরুল আমিন লতিফিয়া আলিম মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৬	১২৪	ভোলা	চরফ্যাশান	হাসানগঞ্জ ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৭	১২৬	ভোলা	লালমোহন	হোসনেআরা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৮	১২৯	ভোলা	দৌলতখান	মধ্য জয়নগর ইসলামিয়া দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৬৯	১৩৪	ভোলা	তজুমদ্দিন	আড়ালিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭০	১৪৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	আজমেরী বেগম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭১	১৪৬	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চরমহিউদ্দিন জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭২	১৪৭	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	সোলায়মান বাজার জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৩	১৪৮	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	ডেসটিনি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৪	১৪৯	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চরহাজারি হাফিজিয়া মদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৫	১৫২	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	আন্ডারচর ছিদ্দিক নগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৬	১৫৪	নোয়াখালী	চাটখিল	মির্জাপুর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৭	১৫৫	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	ছয়আনি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৮	১৬২	চট্টগ্রাম	মিরশ্বরহাই	জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৭৯	১৭৪	কক্সবাজার	পেকুয়া	রাজাখালী বেশারাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৮০	১৭৭	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	সাগরমনি উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৮১	১৭৮	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	উত্তর পাতলী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) দাখিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।
৮২	১৮৩	কক্সবাজার	উখিয়া	মাদারবুনিয়া ছেপটখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় অশ্রয়কেন্দ্র।

ক্রঃ নং	প্রকল্প নং	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পের নাম
৮৩	১৮৪	কক্সবাজার	উখিয়া	বালুখালী কাসেমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৪	১৮৮	চাঁদপুর	হাইমচর	হাইমচর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৫	১৮৯	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	পল-ক আদর্শ ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৬	১৯১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চরফতেজংপুর ছালেহিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৭	১৯৪	চাঁদপুর	কচুয়া	রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৮	১৯৮	চাঁদপুর	দঃ মতলব	নন্দীখোলা ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৮৯	১৯৯	চাঁদপুর	উঃ মতলব	দশানী মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯০	২০০	চাঁদপুর	উঃ মতলব	হাজী মঈন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯১	২০১	চাঁদপুর	উঃ মতলব	চর কাশিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯২	২০২	চাঁদপুর	উঃ মতলব	দুর্গাপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৩	২০৩	চাঁদপুর	উঃ মতলব	ধনাগোদা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৪	২০৪	চাঁদপুর	উঃ মতলব	আলী আহম্মদ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৫	২০৬	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	নাশিরকোট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৬	২০৮	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	নাশিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৭	২০৯	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	কাপাইকাপ তফুরা মাজহারুল হক কারাগার স্কুল ও কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৮	২১০	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	বোরখাল উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
৯৯	২১৪	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	মধ্যম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
১০০	২১৯	কুমিল্লা	নাড়ুলকোট	পানকরা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নং	বিষয়	বিবরণ
১.	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫০৭৪৩.০০ (লক্ষ)
২.	অর্থের উৎস	জিওবি
৩.	বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২
৪.	মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৪২৩টি
৫.	প্রতি তলার আয়তন	৩৯৬.০২ বর্গমিঃ / ৪২৬২.৭৫ বর্গফুঃ
৬.	ভবনের মোট আয়তন	১১৮৮.০৬ বর্গমিঃ / ১২৭৮৮.২৫ বর্গফুঃ
৭.	প্রকল্পভূক্ত জেলা	৪২ টি
৮.	প্রকল্পভূক্ত উপজেলা	২৪৭ টি
৯.	ভবনের ফাউন্ডেশন	০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট
১০.	ভবন	০৩ (তিন) তলা
১১.	সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে- ০১টি	৪২৩ টি
১২.	ডিপটিউবওয়েল (পাম্পসহ)	০১ টি
১৩.	দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	৪০০ জন
১৪.	গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	১০০ টি

এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ

১ম ও ২য় ধাপে ১১০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে নির্মাণ কাজ চলমান আছে। চলমান ১১০ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের গড় অগ্রগতি ৬৮%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৮০০০.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ৭৯৮৩.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৮৭টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১৭৯টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড জারী করা হয়েছে। ০৮টি দরপত্র প্রস্তাব পুনঃ আহবানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কাজের অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও বর্তমানে প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৩৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র পিআইসি কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসূচক অনুযায়ী ৭৫.০০ হাজার বর্গমিটার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ১২৫.০০ হাজার বর্গমিটার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি
২০১৭-২০১৮	১৯.৩৪	১৯.৩৪	১৯.৩৪	১০০%	৫.৬৪%	১৯.৫০%
২০১৮-২০১৯	৫০৭.৫৮	৫০৭.৫৮	৫০৭.৫৮	১০০%		
২০১৯-২০২০	৮০০০.০০	৭৯৯৮.৮১	৭৯৮৩.২২	৯৯.৮১%		
মোট	৮৫২৬.৯২	৮৫২৫.৭৩	৮৫১০.১৪	৯৯.৮১%		



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি কর্তৃক বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন মহোদয় কর্তৃক বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) সরেজমিনে পরিদর্শন



প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে ছাদের বাইন্ডিং যাচাই কাজ
পরিদর্শন



নির্মাণাধীন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ত্রি-মাত্রিক চিত্রঃ



সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় আটশিমুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্রঃ

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প



Inauguration Ceremony of Urban Resilience Project (DDM Part)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের তথ্য বিবরণী	
১	প্রকল্পের নাম:- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএমঅংশ)।	
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: (ক) অংশীদারী মন্ত্রণালয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। (গ) প্রকল্পের অর্থায়নঃ IDA (World Bank) (ঘ) ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত: ৩০ জুন ২০১৫ (ঋণচুক্তিনং:-৫৫৯৯)।	
৩	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :- ১লা জুলাই ২০১৫ ইং- এপ্রিল ২০২২ ইং।	
৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :- ১২৫.১৫ কোটি	জিওবি= ৯.৬৫ কোটি প্রকল্প সাহায্য = ১১৫.৫০কোটি
৫	প্রকল্প এলাকা :- ঢাকা ও সিলেট।	
৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্য :- দুর্যোগ (ভূমিকম্প) হ্রাসে কার্যকরী পরিকল্পনা, দুর্যোগ কালীন ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ।	
৭	প্রকল্পের মূল কাজ :- i) জাতীয়পর্যায়ে Emergency Response and Communication Center (ERCC) এবং National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI) এর Disaster Risk Management (DRM) সুযোগ সুবিধা (Facilities) সমূহের নকসা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন (Out fit) করা। ii) Training Exercise and Drills (TED) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ERCC ও NDMRTI এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও Fire Service & Civil Defence (FSCD) এর জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	
	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজ সমূহঃ	নিম্নোক্ত সম্পাদিত কাজ সমূহ DPP র প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। ERCC: জুন ২০২০ পর্যন্ত ERCC Renovation Work এর ৩৫% কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে কার্য চলমান। NDMRTI: জুন ২০২০ পর্যন্ত NDMRTI Renovation Work এর ৩০% কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে কার্য চলমান। TED: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৩৬ জনের ট্রেনিং প্রদান করা হয়।
	কাজের অগ্রগতিঃ	
	1.TED (Training Exercises & Drill) :	কোর্স কারিকুলাম, Provisional Sum Budget এর বিস্তারিত বিভাজন প্রস্তুত ও অনুমোদন পাওয়ার পর টিইডি এর ট্রেনিং কার্যক্রম গত ২৪/১১/২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০ টি ব্যাচ এর (৩৩৬ জন) ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ খাতে মোট ৩১৪৯.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
	2.Renovation Work of ERCC	ইআরসিসির রেনভেশন কাজের উপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/১৯ তারিখে উক্ত কাজের নোয়া ইস্যু করা হয়। ০৫/১১/২০১৯ তারিখে ERCC ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইআরসিসির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেজমেন্ট/কার পার্কিং থেকে ৭ টি ট্রাক অন্যত্র সরান হয়েছে এবং প্রকল্প হতে গ্যারেজ ভাড়ার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ERCC রিনোভেশন ওয়ার্কের ৩০% কার্য সম্পন্ন হয়েছে।
	3.Renovation Work of NDMRTI	এনডিএমআরটিআই এর রেনভেশন কাজের উপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/১৯ তারিখে

		<p>উক্ত কাজের নোয়া ইস্যু করা হয়। ২৭-১০-২০১৯ তারিখে NDMRTI ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআই এর সাইট বুঝে পাওয়ার পর রেনভেশন এর কাজ শুরু করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআই এর রেনভেশন কাজের সুপারভিসনের জন্য নিযুক্ত ফার্ম “ডিডিসিএল” এর সাথে নো-কস্ট এক্সটেনশন করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআই এর কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ৭ম-৯ম তলা খালি করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত NDMRTI রিনোভেশন ওয়ার্কের ৩৫% কার্য সম্পন্ন হয়েছে।</p>
--	--	---

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০	১১	১০	১১
১	ঢাকা ও সিলেট	২	৪০৮৪.০০	১	১	১	২৬২৯.১২	১৪৫৪.৮৮	৬৪.৩৮%	

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবিবিকরণ ২য় পর্যায়)' প্রকল্প

নং	বিষয়	বিবরণ
০১.	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
০৩.	প্রকল্প দৈর্ঘ্য	৫২০৫.০ কি:মি:
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৩৪৭২৩.৭২ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থের উৎস	জিওবি
০৬.	বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ
০৭.	প্রকল্প এলাকা	৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলা
০৮.	একনেক সভায় অনুমোদনের তারিখঃ	০৪ ভৈশ্বর ২০১৮ খ্রিঃ

১৬.০ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১৫.১.১ দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ যে সকল গ্রামীণ মাটির রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে সেগুলোকে এইচবিবিবিকরণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

১৫.১.২ সারা বছর চলাচল উপযোগি ও টেকসই রাখতে, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করণ সহায়তা প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং পরিবহন ব্যয় কমিয়ে আনা।

১৫.১.৩ দুর্যোগের সময় অল্প সময়ে দুর্গত এলাকার জনগন যাতে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে পারে, সহজে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে, গবাদিপশু দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া এবং দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস করা।

১৫.১.৪ বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর যোগাযোগ উপযোগি রাখতে সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এইচবিবিবিকরণের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় রোধ করা ও ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যয় কমিয়ে আনা।

১৫.১.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

১৫.২ লক্ষ্যমাত্রাঃ

১. দেশের ০৮ টি বিভাগের ৬৪ টি জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় ৫২০৫.০ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবিবিকরণ) করা।
২. কৃষিপণ্য বিপণন কৃষি সম্প্রসারণে সহায়তা করা।
৩. ছোট ছোট যান চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করা ও ভ্রমণে সময়ের অপচয় রোধ করা।
৪. গ্রামাঞ্চলের জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সাহায্য করা।
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে শিক্ষার প্রসার লাভ করা।
৬. রাস্তা নির্মাণ কালে স্বল্প মেয়াদী কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৭. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পণ্য বাজারজাত করণে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮. পোল্লি/গবাদি খামারে উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করণে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৯. দুর্যোগ কালে বা দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান এবং ঝুঁকি হ্রাস করা।

১৫.৩ প্রকল্পের অর্থ বছর ভিত্তিক বিভাজনঃ

অর্থ বছর	মোট কিলোমিটার
২০১৯-২০২০	২৬৯৪.৩৯৯
২০২০-২০২১	১৩০১.২৫০
২০২১-২০২২	১২০৯.৩৫১
মোট=	৫২০৫.০০

১৫.৪ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ

খাত	বাজেট কোড	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
রাজস্ব ব্যয়ঃ			
অফিসারদের বেতন ও ভাতাদি	৩১১১১ ও ৩১১১৩	৫৮৬.৩৫	
পন্য ও সেবার ব্যবহার	৩২১১১	১৬৬১.৩৪	
মেরামত ও সংরক্ষন	৩২৫৮১	৬৪.০০	
রাজস্ব মোট =		২৩১১.৬৯	
মূলধন ব্যয়ঃ			
অর্থায়ন সম্পদ	৪১১২১	১০৩.১২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, অফিস আসবাবপত্র ইত্যাদি
নির্মাণ (এইচবিবি রাস্তা)	৪১১১৩	৩০১৬৭৭.১৯	
মূলধন খোক ও বিবিধ	৪৯১১১	৫৪০.৬৬	
মূলধন মোট =		৩০২৩৩০.৯৭	
(রাজস্ব+মূলধন) মোট =		৩০৪৬৩২.৬৭	
প্রাইজ কনটিনজেন্সী		২৪০৫৭.৫২	
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬০৩৩.৫৪	
সর্বমোট =		৩৩৪৭২৩.৭২	

১৫.৫ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জেলাওয়ারী গৃহিত এইচবিবি দৈর্ঘ্য (মিটার)ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম/ বিভাগ	উপজেলা সংখ্যা	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	২	৩	৪	৫
১	বরগুনা	৬	৩৬	৩৫৯০০
২	বরিশাল	১০	৪৫	৫০৭৬০
৩	ভোলা	৭	৪১	৪২৫০০
৪	বালকাঠি	৪	২৪	২৫৫১০
৫	পটুয়াখালী	৮	৩৬	৪৪২৯৮
৬	পিরোজপুর	৭	২৯	২৯০০০
বরিশাল বিভাগ =		৪২	২১১	২২৭৯৬৮
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯	৪৬	৫৩০০০
৮	চাঁদপুর	৮	১০১	১০০৪২০
৯	চট্টগ্রাম	১৫	৮৪	৮৫০০০
১০	কুমিল্লা	১৭	১১৭	১১৩৪৮৬
১১	কক্সবাজার	৮	৪১	৪১০৬৯
১২	ফেনী	৬	২৮	৩১০০০
১৩	লক্ষ্মীপুর	৫	২২	২২০০০
১৪	নোয়াখালী	৯	৫১	৫১৬২৬
১৫	বান্দরবান	৭	২২	২২০০০
১৬	খাগড়াছড়ি	৯	২৪	২৬৮৫০
১৭	রাঙ্গামাটি	১০	২৭	৩০০০০
চট্টগ্রাম বিভাগ =		১০৩	৫৬৩	৫৭৬৪৫১
১৮	ঢাকা	৫	৪৭	৫৮৫৮৫
১৯	ফরিদপুর	৯	৫৯	৬২১৪৬
২০	গাজীপুর	৫	৪৪	৪৪৮৫০

ক্রমিক নং	জেলার নাম/ বিভাগ	উপজেলা সংখ্যা	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	২	৩	৪	৫
২১	গোপালগঞ্জ	৫	৭১	৮৪৪৫৫
২২	কিশোরগঞ্জ	১৩	৬৭	৭৫৫০০
২৩	মাদারীপুর	৪	৩১	৩৬৩৭০
২৪	মানিকগঞ্জ	৭	৩৪	৩৭৫০০
২৫	মুন্সিগঞ্জ	৬	২৬	২৮০০০
২৬	নারায়ণগঞ্জ	৫	১৮	২০৯২২
২৭	নরসিংদী	৬	৩১	৩২৪০০
২৮	রাজবাড়ী	৫	১৮	২০০০০
২৯	শরীয়তপুর	৬	৩২	৩৫৯৭৫
৩০	টাঙ্গাইল	১২	৫৫	৫৫৫০০
ঢাকা বিভাগ =		৮৮	৫৩৩	৫৯২২০৩
৩১	বাগেরহাট	৯	৪২	৪৮০০০
৩২	চুয়াডাঙ্গা	৪	১৬	১৬০০০
৩৩	যশোর	৮	৪৪	৫২৫০০
৩৪	বিনাইদহ	৬	৩৩	৩৩০০০
৩৫	খুলনা	৯	৩৫	৩৯০০০
৩৬	কুষ্টিয়া	৬	২৮	২৮৫০০
৩৭	মাগুরা	৪	১৭	১৮০০০
৩৮	মেহেরপুর	৩	১৫	১৪৯২০
৩৯	নড়াইল	৩	২৩	২৫৭০৫
৪০	সাতক্ষীরা	৭	৪৪	৪৪১০০
খুলনা বিভাগ =		৫৯	২৯৭	৩১৯৭২৫

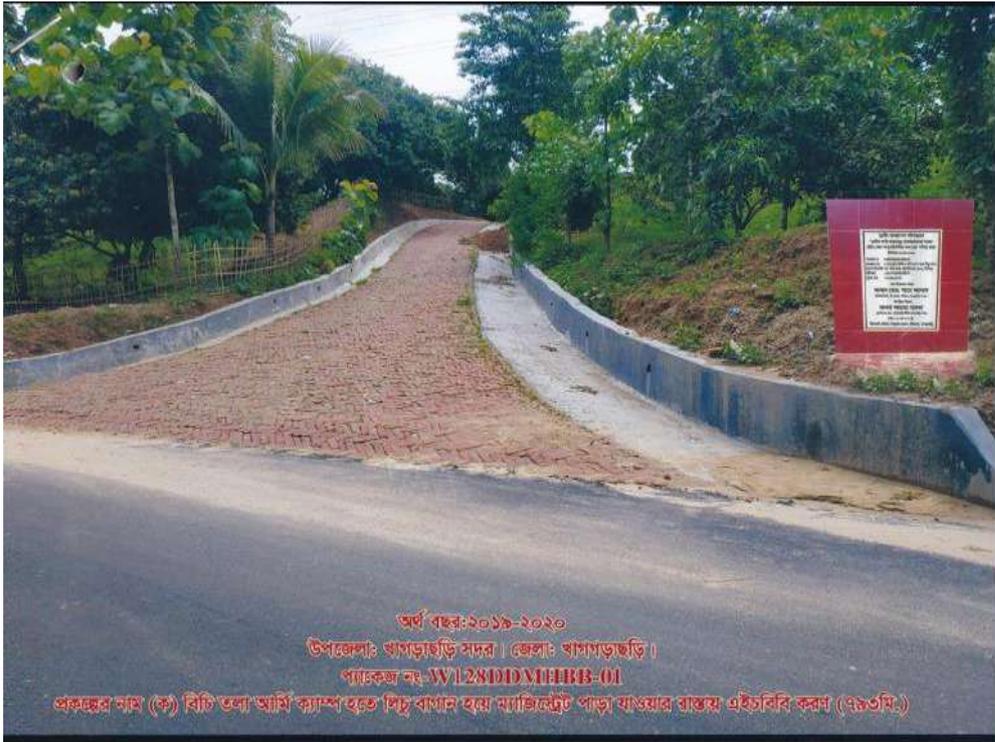
ক্রমিক নং	জেলার নাম/ বিভাগ	উপজেল † সংখ্যা	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	২	৩	৪	৫
৪১	বগুড়া	১২	৫৩	৫৩০০০
৪২	জয়পুরহাট	৫	১৭	১৮০০০
৪৩	নওগাঁ	১১	৪৮	৫৪০৬৩
৪৪	নাটোর	৭	৩২	৩৫০০০
৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫	২২	২১১৫০
৪৬	পাবনা	৯	৪৭	৪৬০০০
৪৭	রাজশাহী	৯	৪১	৩৮০৯৬
৪৮	সিরাজগঞ্জ	৯	৫৮	৪৬২৩২
রাজশাহী বিভাগ =		৬৭	৩১৮	৩১১৫৪১
৪৯	ঠাকুরগাঁও	৫	২৩	২৩০০০
৫০	দিনাজপুর	১৩	৬৩	৬৪৪৬৩
৫১	গাইবান্ধা	৭	৪০	৩৯১০৮
৫২	কুড়িগ্রাম	৯	৩৬	৩৬৫০০
৫৩	লালমনিরহাট	৫	১৯	২০০০০
৫৪	নীলফামারী	৬	৩০	৩২০০০
৫৫	পঞ্চগড়	৫	২০	২০০০০
৫৬	রংপুর	৮	৪২	৪২৮১৯
রংপুর বিভাগ =		৫৮	২৭৩	২৭৭৮৯০
৫৭	হবিগঞ্জ	৯	৩৪	৩৭০০০
৫৮	মৌলভীবাজার	৭	৩২	৩৪৪৬০
৫৯	সুনামগঞ্জ	১১	৪৪	৪৭০০০
৬০	সিলেট	১৩	৬৩	৬৪০০০
সিলেট বিভাগ =		৪০	১৭৩	১৮২৪৬০
৬১	জামালপুর	৭	৪৪	৪৮৩৫১
৬২	শেরপুর	৫	৩১	৩২০০০
৬৩	ময়মনসিংহ	১৩	৭৩	৭৬৮১০
৬৪	নেত্রকোণা	১০	৪৮	৪৯০০০
ময়মনসিংহ বিভাগ =		৩৫	১৯৬	২০৬১৬১
সর্বমোট =		৪৯২	২৫৬৪	২৬৯৪৩৯ ৯

১৫.৬ ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণীঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ব্যয় খাত	বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	ছাড়কৃত অর্থ	প্রকৃত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	সমর্পণকৃত অর্থ	অগ্রগতি	
							বাস্তব	আর্থিক
রাজস্ব খাত	বেতন /ভাতাদি, পন্য ও সেবার ব্যবহার অফিস আনুষঙ্গিক	৭৭৭.০০	৭৭৭.০০	২৩২.১৪	৫৪৪.৮৬	৫৪৪.৮৬		১০.০৪%
মূলধন খাত	আর্থিক সম্পদ ও নির্মাণ (এইচবিবি রাস্তা)	৭৬৫৯৩.০০	৭৬৫৯৩.০০	৭৬৫৮৩.৪৯	৯.৫১	৯.৫১	৫০.৭%	২৫.৩৪%
	সর্বমোট =	৭৭৩৭০.০০	৭৬৯৭০.০০	৭৬৮১৫.৬৩	৫৫৪.৩৭	৫৫৪.৩৭	৫০.৭%	২২.৯%

প্রকল্পের স্থির চিত্র অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০



The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) প্রকল্প

- ১৬.১ (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
- ক (১) অংশীদার মন্ত্রণালয় /বিভাগ : ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
- খ (১) অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
- (গ) প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও জাইকার প্রকল্প সাহায্য।
- (ঘ) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত : গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে ERD-এর সাথে JICA -র ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- ১৬.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ক) জিওবি : ১৫৭.৩৪ কোটি টাকা।
খ) প্রকল্প সাহায্য (JICA ঋণ) : খ) ৪৬২.৮৮ কোটি টাকা।
গ) মোট টাকা : গ) ৬২০.২২ কোটি টাকা।



- ১৬.৪ প্রকল্প এলাকা : কম্পোনেন্ট-১ ও ২: খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলা।
কম্পোনেন্ট-৩ : সমগ্র বাংলাদেশ।
- ১৬.৫ চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ : প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।
- ১৬.৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা;
খ) দুর্যোগের সময় কার্যকরী জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
গ) দ্রুত ও কার্যকরী উদ্ধার কার্যক্রম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধী সমাজ গঠনে অবদান রাখা।

Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্প ব্যয় (প্রাক্কলিত)	মোট	:	২৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা (৩৫০০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত)
	জিওবি	:	২০০.০০ লক্ষ টাকা (৩০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত)
	প্র: সা:	:	২৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা (৩৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত)
অর্থায়নের উৎস		:	জিওবি ও আইডিএ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম পরিবারসমূহের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনয়ন এবং সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহঃ

- অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কর্মসূচি সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
- কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগ অভিঘাতে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রতম পরিবারসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা প্রদানে সহায়তা করণ (প্রস্তাবিত)।

১৭.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ : প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার প্রথম দুটি কম্পোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তৃতীয় কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের অর্থের মাধ্যমে আরও দুটি প্রস্তাবিত নতুন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের বরাদ্দসহ কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরূপঃ-

1. Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD 580 Million)
2. Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration (SMoDMRPA) (USD 32 Million)
3. National Household Database (NHD) (USD 88 Million)
8. Strengthening Host Community Resilience using EGPP+ (USD 70 Million-Proposed)
৫. Strengthening Rohingya Community Resilience (USD 30 Million-Proposed)

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা হিসেবে Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

১৭.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা : সমগ্র দেশ

১৭.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৩ থেকে জুন-২০২১ পর্যন্ত (জুন-২০২৩ পর্যন্ত প্রস্তাবিত)

১৭.৪ প্রকল্পের উপকারভোগী : এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হবে দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগে ও বছরের কর্মহীন মৌসুমে দুর্দশার সম্মুখীন হয়। লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার নির্বাচন ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

১৭.৫ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি

১. বিভাগীয় ও জেলা শহরে Grievance Redressal System ও Digitization এর উপর ১৭টি কর্মশালা সম্পন্ন।
২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর ১ম পর্যায়ে ৬৪ জেলায় ৩৪৯ জন PIO এবং ৪০৩ জন SAE ও ২য় পর্যায়ে ৬৪ জেলায় ৩১৭ জন PIO এবং ৩৫৯ জন SAE এবং ৩য় দফায় ৬২ জেলায় ৩৭৭ জন PIO এবং ২৭৭ জন SAE -দের ট্রেনিং সম্পন্ন।
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর উপজেলা পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, ট্যাগ অফিসার এবং PIC কমিটির সদস্যসহ মোট ৪৬,৫৮৯ জন কে নিয়ে ৪৮৪ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন।
৪. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রকল্প), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের প্রধান সহকারী/অফিস সহকারী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মচারীসহ মোট ৮৪৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে Basic IT প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. DDM MIS এবং NHD MIS এর উপর মোট ৫০ জনের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. EGPP MIS এবং Safeguard এর উপর ২২১ জন PIO এবং ২২৪ জন SAE -দেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৭. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণদের প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১ দিনব্যাপী কর্মশালা সম্পন্ন।
৮. ভিয়েতনামে ৩টি, ভারতে ২টি, ফিলিপাইনে ৪টি ও মেক্সিকোতে ২টি সর্বমোট ১১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
৯. BTV তে ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর নির্মিত “আলোকিত গ্রাম” নাটক ও টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪ টি প্রাইভেট চ্যানেলে এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ২টি বেসরকারি বেতারে TV ও Radio Spot প্রচার করা হয়েছে।
১০. Covid-19 সংক্রমন বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে TV স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
১১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে দুই দফায় ১৫,৮৯,৫০০ টি পোস্টার ৭২,৫০,০০০টি লিফলেট দেশব্যাপী ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
১২. ৪৮৯টি উপজেলায় ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাঝে ১২৫টি ল্যাপটপ বিতরণ।
১৪. ২৮টি পিক-আপ ক্রয়পূর্বক ২৬ টি জেলায় জরুরী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাঝে প্রদান সম্পন্ন।
১৫. মন্ত্রণালয়ের NDRCC এর জন্য ৫ টি LED TV ক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন।
১৬. মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের জন্য কনফারেন্স টেবিলসহ পিএ সেট ক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন।
১৭. মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারিগরি বিনির্দেশ অনুমোদিত হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট পরামর্শক নিয়োগের প্রেক্ষিতে টেন্ডার আহবান করা হবে।
১৮. BBS এর Data Center এ MIS Hardware Installation সম্পন্ন হয়েছে।
১৯. MIS প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Synergy কর্তৃক উপস্থাপিত NHD MIS ও DDM MIS এর Prototype, MIS Acceptance কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।
২০. NHD MIS এ ICR ফরমেট হতে ডাটা মাইগ্রেশন সম্পন্ন।
২১. HR Performance Management System এর Server বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ডাটা সেন্টারে স্থাপন।
২২. HR Performance Management System প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মোট ৩৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী তথ্য অন্তর্ভুক্তি চলমান।
২৩. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সহায়তা EGPP কর্মসূচির ৩৯৭১ জন উপকারভোগীকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে মজুরী পরিশোধ এবং পরবর্তীতে A2i এর সহযোগিতায় ৮টি উপজেলায় ৮২২৫জন উপকারভোগীকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।

২৪. ১৫টি উপজেলায় ১৮,৭০০ জন উপকারভোগীকে G2P এবং electronic payment পদ্ধতিতে মজুরি পরিশোধের জন্য পেমেন্ট পাইলট সম্পন্ন করা হয়েছে।
২৫. ১৫ লক্ষ VGF ও EGPP উপকারভোগীদের তথ্য Digitize করা হয়েছে।
২৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচির ৬ রাউন্ড স্পট চেকস সম্পন্ন করে ৬টি আলাদা আলাদা চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ও ৬টি রাউন্ডের স্পট চেকস-এর একীভূত প্রতিবেদন (Consolidated Report) চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন।
২৭. কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ইজিপিপি'র আদলে কর্মসূজন ও সহায়তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SMoDMRPA প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ইআরডি'র সভাপতিত্বে অতিরিক্ত অর্থায়নের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা সম্পন্ন।
২৮. SMoDMRPA প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ইআরডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের মধ্যে নেগোসিয়েশন সভা সম্পন্ন।
২৯. SMoDMRPA প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত টিএপিপি সংক্রান্ত এসপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে (জুন, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে) আরটিএপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩০. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার জন্য ৪৯৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং উপজেলায় পদায়ন।
৩১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়/অগ্রগতি (জুন-২০২০ পর্যন্ত)	
মোট	জিওবি	প্রঃসাঃ	আর্থিক (%)	বাস্তব%
২৫৮০০.০০ অনুমোদিত ৩৫০০৮.০০ (প্রস্তাবিত)	২০০.০০ অনুমোদিত ৩০৮.০০ (প্রস্তাবিত)	২৫৬০০.০০ অনুমোদিত ৩৪৭০০.০০ (প্রস্তাবিত)	১৬২৮৩.৭২ (জিওবি-১৪৪.৬১, আরপিএ-১৬১৩৯.১১) ৬৩.১২%	৮২%



৫টি সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচির স্পট চেকস এর সমন্বিত প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ
ও ইজিপিপি নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ কর্মশালা



রোহিঙ্গা সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা বিষয়ক কর্মশালা



SMoDMRPA প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা



জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম সহায়তার জন্য গাড়ী বিতরণ।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণদের ল্যাপটপ ও কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ।

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প



নির্মাণাধীন মুজিব কিল্লা (টাইপ প্লাণ)

১৮.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- ❖ দুর্যোগ কবলিত জনসাধারণ ও তাদের পরিবারের জীবন রক্ষা এবং মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ;
- ❖ দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করণ;
- ❖ স্বাভাবিক সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, খেলার মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহারকরণ;
- ❖ গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক/সভা আয়োজন;
- ❖ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহারকরণ;
- ❖ দুর্যোগ পূর্ববর্তী/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারকরণ;

১৮.২ বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত।

১৮.৩ প্রকল্পের মোট ব্যয়: ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

১৮.৪ প্রকল্পের পটভূমি:

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্ভোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে মানুষ ও সমাজকে দুর্ভোগ সহনীয় করতে হবে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ও কয়েক লক্ষ প্রাণীসম্পদ মারা যায়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে তথা ১৯৭২ সালের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা হতে জানমাল রক্ষার্থে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়। যা সর্বসাধারণের কাছে এটি “মুজিব কিল্লা” নামে পরিচিতি পায়। বর্তমান সরকার “মুজিব কিল্লা” সমূহ সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৮.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

ক) "A" ক্যাটাগরিতে ১৮৬টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৫ টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩১টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬২টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৬৯টি) নির্মাণ করা হবে;

খ) "B" ক্যাটাগরিতে ১৭১টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৬৩ টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ০টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১০৮টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৩১টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৭টি) নির্মাণ করা হবে; এবং

গ) "C" ক্যাটাগরিতে ১৯৩টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৪টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩৯টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৮৫টি) নির্মাণ করা হবে।

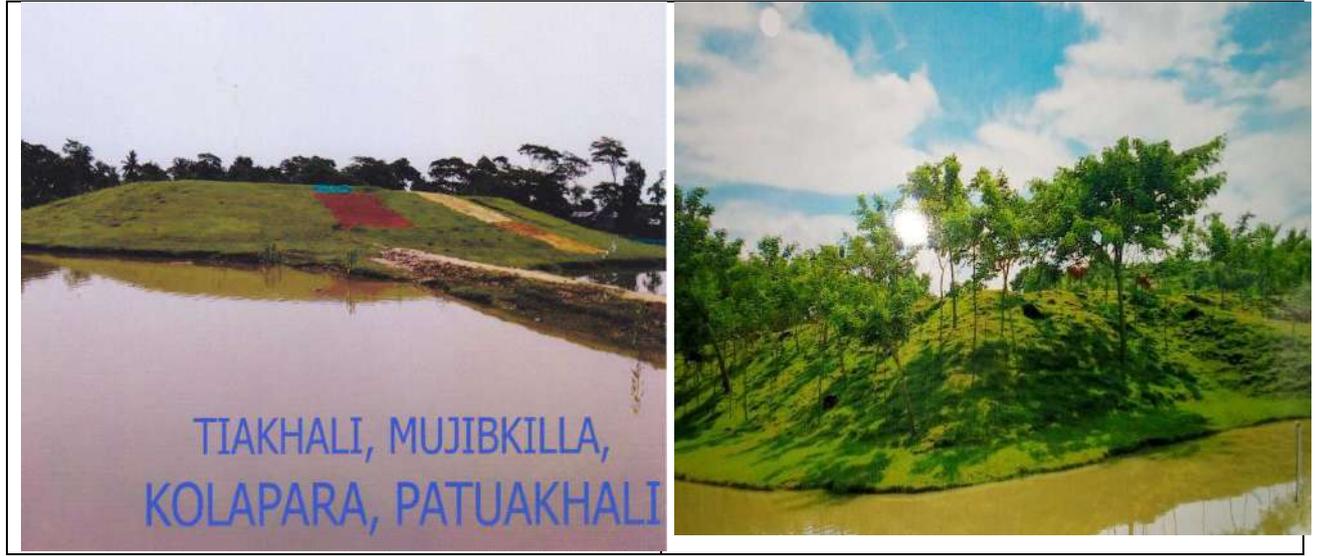
- এইচবিবি রাস্তা =২৭৫ কি.মি.
- সোলার প্যানেল=১৮৭২ কিলোওয়াট
- নলকুপ স্থাপন=৭৪৩ টি

১৮.৬ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিঃ

- APA অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) এর সহিত গত ০২/১২/২০১৯ ইং তারিখে DMP পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- APA অনুযায়ী ৫০ টি মুজিব কিল্লার স্থলে ইতোমধ্যে e-GP পদ্ধতিতে ১২/০৩/২০২০ তারিখ হতে পর্যায়ক্রমে ০৪ টি ধাপে সর্বমোট ৬৫ টি মুজিব কিল্লার দরপত্র আহবান করা হয়েছে তারমধ্যে ৪৫ টি দরপত্র উন্মুক্ত পূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ৪৫টি দরপত্রের মধ্যে ২৫টির মূল্যায়ন পূর্বক NOA প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২০ টি দরপত্র ১২/০৭/২০২০ ইং তারিখে উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে। ২০টি দরপত্র উন্মুক্ত পূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- e-GP Portal এ BUET কর্তৃক প্রেরিত অবশিষ্ট মুজিব কিল্লার Tender preparation কার্যক্রম চলমান আছে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) কর্তৃক মুজিব কিল্লা সমূহের Soil test, Topographical Survey, Drawing, design, estimate, BoQ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।
- আউটসোর্সিং (Outsourcing) এর মাধ্যমে জনবল (Manpower) নিয়োগ কার্যক্রম শেষে স্ব-স্ব কর্মস্থলে পদায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিভাগ	জেলা
রংপুর	গাইবান্ধা, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট
রাজশাহী	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী
ঢাকা	টাংগাইল, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর
বরিশাল	পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি
খুলনা	বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নড়াইল
সিলেট	সুনামগঞ্জ

বিদ্যমান মুজিব কিল্লার বর্তমান চিত্রঃ



কলাপাড়া, পটুয়াখালী

গলাচিপা, পটুয়াখালী

ক্যাটাগড়ী অনুযায়ী মুজিব কিল্লাঃ

1. Type-A



1. টাইপ এ: শেড এর আয়তন $120 \times 50 = 6000$ বর্গফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুঃ 280×180 বর্গফুট বা ৯৯ শতাংশ।
Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

2. Type-B



- টাইপ বি: শেড এর আয়তন $160 \times 50 = 8000$ বর্গফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুঃ 280×180 বর্গফুট বা ১১৬ শতাংশ।

Long Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

2. Type-C



টাইপ সি: শেল্টার ভবনের আয়তন $3 \times 3100 = 9300$ বর্গফুট, শেড এর আয়তন $160 \times 50 = 8000$ বর্গফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুঃ 290×280 বর্গফুট বা ১৮৫ শতাংশ।

Building, Long Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

নির্মাণাধীন জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (টাইপ প্লাণ)



নির্মাণাধীন জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (টাইপ প্লাণ)

প্রকল্পের নাম	:	জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোটঃ ১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা
জিওবি	:	১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদ	:	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত।

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের অংশ হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদকরণ ও অবকাঠামো তৈরী।
- দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সেল-এর কার্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং এ নিমিত্ত পরিদর্শন বাংলা নির্মাণ।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১৯.২ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ৮ টি বিভাগে ৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ। (রেস্ট হাউসসহ) (প্রতিটি ৫৭৭০.০০ বর্গফুট হিসেবে মোট-৩৮০৮২০.০০ বর্গ ফুট)
- প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে ১৫০০ ওয়াট হিসেবে ৬৬ টিতে মোট ৯৯ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন।
- ত্রাণ সামগ্রী সহজ পরিবহনের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে বাউভারী ওয়াল ও আরসিসি এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

১৯.৩ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা।

ক্রঃ নং	জেলার নাম ও সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৬৪	-	৩৯৯৮.৫৯	৬৬	৬৫	-	৩৯৯২.৪১	৬.১৮	৯৯.৮৪%	নরসিংদী জেলার জমির প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। অন্যান্য কাজ চলমান।

১৯.৪ প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণঃ

১।	জেলা ত্রাণ গুদাম কত তলা হবে	:	তিন তলা বিশিষ্ট হবে।
২।	জেলা ত্রাণ গুদাম মোট স্পেস কত হবে	:	৫৩৬.০০ বর্গমিটার (৫৭৭০.০০ বর্গফুট)।
৩।	জেলা ত্রাণ গুদাম এর প্রতি ফ্লোরে স্পেস কত হবে	:	গ্রাউন্ডফ্লোরে-২৩৮.০০ বর্গমিটার (২৫৬৬.০০ বর্গফুট) (গোডাউন, গার্ড রুম ও গ্যারেজ)
		:	২য় তলা=১৮২.০০ বর্গমিটার (১৯৫৬.০০ বর্গফুট) (৪টি রুম)
		:	৩য় তলা=১১৬.০০ বর্গমিটার (১২৪৮.০০ বর্গফুট) (৩টি রুম)
৪।	জেলা ত্রাণ গুদাম গ্রাউন্ডফ্লোরে (নীচ তলা) কি কি থাকবে	:	গ্রাউন্ডফ্লোরে (নীচ তলা) গোডাউন, খাদ্যশস্য, ঢেউটিন, কক্ষ ও অন্যান্য সামগ্রী থাকবে।
৫।	জেলা ত্রাণ গুদাম ২য় তলায় কি কি থাকবে	:	শুকনা খাবার, তথ্যকেন্দ্র, কন্ট্রোলরুম, ও অফিস কক্ষ থাকবে।
৬।	জেলা ত্রাণ গুদাম ৩য় তলায় কি কি থাকবে	:	পরিদর্শন কক্ষ / রেস্ট হাউস।
৭।	জেলা ত্রাণ গুদাম প্রতিটিতে কত খরচ পরবে	:	১৯৪.০০ লক্ষ টাকা গড়ে (পাইল ফাউন্ডেশন) ১৭১.০০ লক্ষ টাকা গড়ে (ফুটিং ফাউন্ডেশন)
৮।	জেলা ত্রাণ গুদাম কয়টি জেলায় নির্মাণ করা হবে	:	৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ করা হবে

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি কর্তৃক
Disable People দের উৎসাহ প্রদান

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ কাজ করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি, ইউএনওম্যান ও ইউএনওপিএস-এর মধ্যে একটি অনন্য অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ। যা দুর্যোগ পরিস্থিতির পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সার্বিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য জাতীয় দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্যোগঝুঁকি কমানো; দুর্যোগের কারণে জীবন ও জীবিকার ক্ষতি কমানো। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

২০.১ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশের উদ্দেশ্য:

- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ্যাডভোকেসী করা;

- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুনঃ পুনঃ ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ (মেগা ডিজাস্টার) মোকাবিলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা অর্জন (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ);
- দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাড়া দান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম



২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় প্রথম মুখ্য চুক্তিই হলো Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) ২০১৫-২০৩০। চুক্তিটি জাতিসংঘের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক ৩য় সম্মেলনের পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়। এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক চুক্তি (Agreement)।

সম্মেলনে ৪ (চার) টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ৭ টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ চুক্তিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (ডিডিএম অংশ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পটি নিম্নোক্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে:

সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ১৮টি মন্ত্রণালয় হতে ২৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ৮০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাকে কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশসহ প্রায় ২০০ জনের অংশগ্রহণে সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং কাজে

কাস্টমাইজড মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

২০.৩ জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেভার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক নীতিমালা ও স্ট্রাটেজি প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির হালনাগাদ সংস্করণ ২০১৯ সালে বাংলায় প্রকাশনার কাজে এনআরপি-ডিডিএম কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। উক্ত আদেশাবলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে SOD ২০১৯-এর বিতরণ করা হয়েছে এবং এর ইংরেজি খসড়া অনুবাদ চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রকল্পটি খসড়া National Plan for Disaster Management (NPDM) ২০২১-২৫ প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।



আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূমিকম্প বিষয়ক পরামর্শক কর্তৃক অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক ভূমিকম্প সহনশীল দেশ গঠনে ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালাসহ খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০.৪ দুর্যোগ পরবর্তী জেভার রেসপন্সিভ পুনর্বাসন ও সাড়া প্রদানে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিকল্পনামূলক কার্যক্রম:



দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে একীভূত পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় এনআরপি

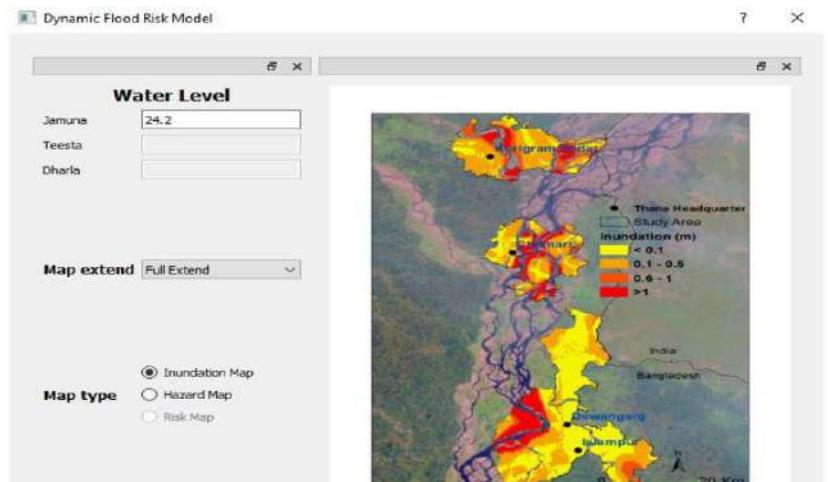
২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এনআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে (দুইটি) রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল পৌরসভার ভূমিকম্প ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ ও প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি : কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বন্যার পানির নিমজ্জন মাত্রা নির্ণয় করে এর পূর্বাভাস স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য এই মডেলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP)-এর আওতায় জেডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য ১৮০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডেলটির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যা প্রস্তুতি ও সাড়াঁদান কার্যক্রমে আগাম উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ মডেল মাঠ পর্যায়ে পাইলটিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে।

Dynamic Flood Risk Model (DFRM) Interface



৩. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সামাজিক



নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কর্মমন্ডা মৌসুমে স্বল্প মেয়াদি কর্মসংস্থান ও স্বল্প মেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারগুলোর সুরক্ষা। এনআরপি (ডিডিএম অংশ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত ক্ষীমকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অনুযায়ী এনআরপি

প্রকল্পের মাধ্যমে দুইটি উপজেলার (কুড়িগ্রাম ও জামালপুর) ইজিপিপি কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে পাইলটিং করছে। এর আওতায় অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি, মেরামত কার্যক্রম এ ঝুঁকি বিবেচনায় স্কিম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনআরপি সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যে দুর্যোগ-সহনীয় জীবিকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০৫ জনকে আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। ইসলামপুরে ১টি স্কুল কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে টয়লেট সংস্কার ও হাত ধোয়ার স্থান তৈরি করা হয়েছে।

৪. প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি :

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বন্যাকালীন চলাচল নিবিঘ্ন করার জন্য কুড়িগ্রামের ৩টি নৌ-ঘাটে কাঠের র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে।



প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্য করে ৫টি টিউবওয়েল স্থাপন । প্রকল্পের আওতায় বন্যায় সুরক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা তৈরি ও প্রচার উপকরণের খসড়া তৈরি করা হয়েছে । কোভিড ১৯ এর সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উপকরণ-লিফলেট, অডিও-ভিডিও উন্নয়ন ও প্রচার করছে ।